পেলারামের স্বদেশিতা

(নাটক)

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর শেঠ—সাধনা লাইব্রেরী,

২৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২৯।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

পেলারামের স্বদেশিতা।

(নাটক)

প্রস্তাবনা।

(ওগো) হাতের লক্ষ্মী ঠেলে ফেলোনা।
(কথাটা ভুলোনা—কথাটা ভুলোনা ;)
(তোমার) হাতের কাছে আছে তো সব,—
(কেন) চক্ষু দু'টো মেলোনা ॥
(সেজে) ধন-ধান্ত-রত্নহারে,
(মা) ফির্‌ছে তোমার দ্বারে দ্বারে ;
(কেন) সমাদরে কমলারে
ডেকে ঘরে তোলোনা ॥
(তুমি) থাক্‌তে বাসা ভিজ্‌ছ বাবুই
দোষটা তা'তে কা'র ?
মুখের অন্ন পরকে দিয়ে
নিজে অনাহার ;—
(তোমার) বিদ্যে চমৎকার—
(তোমার) বুদ্ধি চমৎকার !
(কেন) রতন-কাঞ্চনে ফেলে
কাচে গেরো বল'না !!
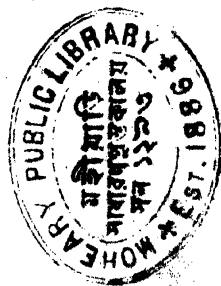
পেলারামের স্বদেশিতা।

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দর্পনাথের বাটীর প্রাঙ্গণ।

কুমার দর্পনাথ মুখুয্যে ও গঙ্গারাম।

দর্প। দেশের লোকের যদি কিছু বুদ্ধি থাকে! একটা ভাল কথাও শুন্‌বে না, কোন একটা ভাল কাজেও উৎসাহ দেবে না!

গঙ্গা। যা বলেছেন কুমার বাহাদুর! ঐ জন্যেই তো দেশের লোকের ওপর আমার এত রাগ! যেখানে দেশের লোক জড় হয়, যেখানে দেশের কথা হয়,—আমি সে দিক দিয়েও চলিনা!

দর্প। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কি চলে? রাজা হ'লেন বিদেশী,—তাঁর রাজ্যে বাস ক'রে এসব স্বদেশী হাঙ্গামে দরকার কি বাবা? এ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিষ বা'র ক'রে লাভ কি?

গঙ্গা। কিছু না—কিছু না! লাভের মধ্যে কেবল লালমুখের রদ্দা—আর নিজের দেশের সর্ব্বনাশ!

দর্প। তোর স্বদেশের আছেই বা কি? একটা মোটরগাড়ী আছে? একখানা এরোপ্লেন্ আছে?

গঙ্গা। রাধামাধব! রাধামাধব! একটা রিকৃশ পর্য্যন্ত নেই তো মোটর-গাড়ী! থাকবার মধ্যে—রহিম বক্সের মালবোঝাই করা খানকতক মোষের গাড়ী আর জগা উড়ে সর্দ্দারের দু'খানা পাল্‌কী! আর এরোপ্লেনের ভেতর—আমার বড় খোকার খান্ দুই লেজুড় দেওয়া সিকিতেল ঘুঁড়ি!

দর্প। তবেই বোঝো দিকি গঙ্গারাম—এরা "স্বদেশী স্বদেশী" ক'রে কি ক'র্ব্বে? গবরমেণ্ট্ নাকি অতি ভালমানুষ—

গঙ্গা। গোবেচারি—গোবেচারি! সাতচড়েও কথা নেই! একেবারে যাকে বলে মাটী—মাটী!

দর্প। আমায় যদি একবার গভর্ণর করে দেয়—

গঙ্গা। তা' হ'লে একেবারে একধার থেকে লঙ্কাদগ্ধ!

দর্প। সব ধরে ধরে কথায় কথায় দ্বীপান্তর!

গঙ্গা। বাস্—তা' হ'লে তো একেবারে রামরাজত্ব! আর কুমার বাহাদুরের গভর্ণর হ'তে দেরিই বা কি! একবার এক কথায় Couucilএর Memberটা হ'য়ে পড়ুন না—আর তারপর আর একটু তেড়ে লম্ফ ঝাড়লেই—ব্যস্—একবারে তখুনি His Excellency the Governor of নিকিরিপাড়া!

দর্প। মনে ক'ল্লে কি আর Councilএ ঢুকতে পারি না? তা পারি! কিন্তু—Council এ বসে যে আমি কোন কথা কইতে পার্ব্ব না! ঐ ভয়! নইলে একবার দেখে নিতুম—

গঙ্গা। কথা কইবার দরকার কি! Councilএ সকলকেই কি কথা কইতে হয়? মতামত দেবার জন্যে শুধু হাত তুললেই তো চলে! তা,—হাত তোলাতেই যখন কাজ হয়, তখন মিছে কষ্ট ক'রে কথা কইবেন কেন? এক হাত তুলে যদি কাজ না হয়, দু'হাত তুলবেন!

দু'হাত তুলে কাজ না হয়—দু'হাত দু'পা তুলে নিজের মতলব হাসিল ক'র্ব্বেন,—ওর জন্যে আর ভাবনা কি ?

দর্প। আরে দাঁড়িয়ে কি আর বক্তৃতা দিতে পারি না? মেধাশক্তি আমার এখনও খুব! Lectureটা অনায়াসে মুখস্থ করে নিয়ে গিয়েও তো ঝাড়তে পারি! ছেলেবেলায় সেই কবে ফোর্থ্-ক্লাসে History পড়েছিলুম—সে সমস্ত মুখস্থ আছে—শুন্‌বে ? Hinduism was for a time submerged—but never drowned by the tide of Muhammadan conquest!

গঙ্গা। Bravo—Bravo—Hear—Hear! (করতালি)! এই তো দিব্যি লেক্‌চার মুখস্থ রয়েছে,—এইটেই মিটিংএ লাগিয়ে দিলে তো অনেক কাজ হয়!

দর্প। না—না—এটা তো History মুখস্থ ব'ল্লুম! এই রকম ভাবে যোগীন্ মাষ্টারকে দিয়ে ইংরিজি লিখিয়ে নিয়ে ঘরে বসে মুখস্থ করে—স্বদেশীর বিরুদ্ধে দু'কথা কি ব'ল্‌তে পারিনা? পারি! তবে কি জান,—গরম হ'য়ে উঠ্‌লে—আমার মুখে কিছু আট্‌কাবে না! হয়তো Government আমার Lecture শুনে দেশের লোককে একধার থেকে গ্রেপ্তার করে—ফাঁসীই বা দিয়ে ফেলে! কিন্তু—এ দেশের যে রকম দুষ্টু লোক,—এদের ফাঁসি হওয়াই দরকার!

গঙ্গা। একশো বার—একশো বার! কি ব্যাপারটা ক'চ্ছে সব বলুন দিকি! দেখে শুনে আমারই রাগে গা গস্ গস্ ক'চ্ছে—তো ইংরেজ মশাইদের কা কথা! "স্বদেশী"—"স্বদেশী"! স্বদেশে বাস ক'রে আবার "স্বদেশী" ক'র্ব্বি কি ? ময়রায় কখনো সন্দেশ খায় ?

দর্প। হুঁ—হুঁ—বাবা ছিলেন "রাজাবাহাদুর"—আমি তাঁর ছেলে! দেখ না—চট্ করে Councilএর মেম্বর হ'য়ে পড়ছি! খালি কটা ভোট্

এই একটা মস্ত সুযোগ এসেছে! রাজার ছেলে আস্‌ছেন,—এই উপলক্ষে একটা কিছু বড় রকম হুজুকের পাণ্ডা হ'তে পারি—তাহ'লে চট্ করে গভরমেণ্টের নজরে পড়ে যাব! তখন শুধু Council এর মেম্বর তো তুচ্ছ কথা,—পাঁচহাজারী Prime Minister—এমন কি—গভর্ণর হবার পর্য্যন্ত খুব chance থাক্‌বে!

গঙ্গা। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে! তাহ'লে এই অধীন দয়াময়কে যেন ভুলবেন না! সদ্‌গোপের ছেলে—আপনার হিল্লেতে যখন এসেই পড়েছি—তখন আপনি লাট-বেলাট হ'লে এ দয়াময় ভৃত্যটীকে নিদেন একটা সরকারী আস্তাবলের In charge টিন্‌চার্জ্জ—যা'হোক্ করে দিতে হবে!

দর্প। তোমাকে আমার Private Secretary ক'রে নোবো—তুমি ভাব্‌ছ কেন? পাঁচশো টাকা মাইনে to begin with! তাহ'লে চ'ল্‌বে না?

গঙ্গা। উঃ—তাহ'লে চ'ল্‌বে না? একেবারে এ অধমের সুখের আস্থিগঙ্গা উথ্‌লে উঠ্‌বে! তা' কি রকমটা ক'চ্ছেন্ বলুন দিকি!

দর্প। আমি তো Prince of Wales এখানে land করবার দিন থেকেই বাড়ীর আকাশ পিদীম থেকে—বারবাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত Electric আলো Osler কোম্পানীকে দিয়ে fit করিয়ে সমস্ত রাত জ্বালিয়ে কদিন ধরে illumination ক'র্ব্ব! Every-day ছাদের ওপোর থেকে ভারি ভারি দামী দামী Rocket ছুঁড়তে থাক্‌বো; তা'র ওপোর—বাড়ীতে একদিকে নবৎ—একদিকে কেল্লার ব্যাণ্ড,—এ সমস্ত দিন রাত বাজাতে সুরু করাব!

গঙ্গা। আর ঐ সঙ্গে—কুমারগিন্নীমাকেও ব'লে দেবেন—তিনিও দলবল নিয়ে ছাদের ওপোর বসে অনর্গল পোঁ—পোঁ—পোঁ করে এম্‌নি

জোরে শাঁক বাজাতে সুরু করে দেবেন, যাতে আওয়াজটা Government House পর্য্যন্ত পৌঁছয়! একেবারে রামরেল্ ব্যাপার হ'য়ে পড়বে!

দর্প। সে না হয় করা যেতে পারে! কিন্তু ভাবছি কি,—শুধু নিজের বাড়ীতে এ সব করে সুবিধে হবে কি? আমার ইচ্ছে—পাড়ায় পাড়ায় সকল বাড়ীতে এই রকম ব্যাপার হয়,—আর তার পাণ্ডা যদি আমি হই—তাহ'লে খুব মজা হয়!

গঙ্গা। তাহ'লে একটা Public meeting ক'রে আপনি তা'র সভাপতি হ'য়ে এই কথাটা সকলকে ব'লে ক'য়ে কাজটা সুরু করে ফেলুন না!

দর্প। Public meeting যে আজ-কাল বন্ধ—নইলে একটা ক'রে ফেলা যেতো! আগে দেখিনা—পাড়ার লোকদের ডাক্‌তে তো পাঠিয়েছি,— তা'রা কি বলে—আগে শুনি না!

গঙ্গা। তা'রা পাড়ার গরীব গেরোস্তো লোক—কেরাণীগিরি করে খায়! আপনি হ'লেন বড়লোক—আপনার এতবড় বাড়ী—এতগুলু গাড়ী-ঘোঁড়া—মোটর—জুড়ী,—আপনার এত টাকা—এত ভাড়াটে বাড়ী,—আপনার এমন চেহারা—সাজ-সজ্জা,—আপনার কথার ওপোর কথা কইবে পাড়ায় এমন কে আছে? ঐ যে ওরা সব আস্‌ছে—

প্রতিবাসীগণের প্রবেশ।

দর্প। এঁরা সব এই পাড়ারই লোক বুঝি?

১ম প্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনারই পাশাপাশী বাড়ীতে সব থাকি! ২০।৩০ বছরের ভেতর মুখগুলো চেনবার অবকাশ হ'ল না বুঝি?

২য় প্র। আমরা কিন্তু ও মুখ আপনার খুব চিনে রেখেছি!

৩য় প্র। ওঁরা হ'লেন বড়লোক—আমরা গরীব গেরোস্তো,—আমাদের দিকে দেখেন কখন? বাড়ীর ফটক থেকে বেরিয়ে সাম্‌নে মোটরগাড়ী জুড়ি দাঁড়িয়ে থাকে,—তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠে ড্যারায় সরে পড়েন!

দর্প। বুঝ্‌তেই তো পাচ্ছেন! আর বড়লোক আমরা,—আমাদের যার তার সঙ্গে পথে ঘাটে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কওয়া কি উচিত?

১ম প্র। জাতঃপাত হবে যে!

গঙ্গা। আর কি জানেন মশাই,—আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে সবাই দেখে, সবাই চেনে,—পূর্ণচন্দ্র কি কা'কেও দৃক্‌পাত করে?

২য় প্র। বিশেষতঃ আপনাদের মতন রাহু যখন দিন-রাত্তির তা'কে গ্রাস করেই আছেন, তখন তা'র পাত্তা যে সে পাবেই বা কেন?

দর্প। ওহে গঙ্গারাম! এদের কি for nothing হেঁয়ালি ক'র্‌বার জন্যে ডাকা হ'য়েছে?

গঙ্গা। না—না—এঁরা সব অতি ভদ্র! আপনার যা বল্‌বার—যা হুকুম কর্ব্বার—এঁদের করুন,—এঁরা সব শিরোধার্য্যি করে তামিল ক'র্ব্বে!

দর্প। আপনারা শুনেছেন তো,—রাজপুত্র—যাঁকে আমরা Prince of Wales বলি—অর্থাৎ যিনি ভবিষ্যতে—

১ম প্র। বলে যান্ না—কি ব'ল্‌বেন! ময়লা জামা কাপড় পরেছি দেখে অতটা Vagabond-loafer ঠাওরাচ্ছেন কেন? Prince of Wales Indiaতে আস্‌ছেন—তা কি আর আমরা খবর রাখি না—বা কাগজ পড়ি না?

গঙ্গা। না—না—কুমার বাহাদুর তা কেন ঠাওরাবেন? উনি একটু সরল ভাবে ব্যাখ্যা ক'চ্ছিলেন!

৩য় প্র। তা বেশ তো—Prince of Wales আস্‌ছেন,—সে তো ভাল কথা! দেশের সৌভাগ্য!

দর্প। সেই জন্যে বল্‌ছিলুম যে তাঁকে একটা ভাল রকম Reception দিলে হয়না? Dr. সর্ব্বাধিকারী—শাস্ত্রী মশাই প্রভৃতি বিলেত থেকে বিশেষ ক'রে ব'লে পাঠিয়েছেন—যেন কোন রকমে রাজপুত্রের অখাতির না হয়!

১ম প্র। তা এখানে ভারতবর্ষে লাট—বড় লাট—বড় বড় রাজা—দেশের মাথাওলা লোকেরা যাঁরা আছেন, তাঁ'রা কি সবাই ধর্ম্মঘট করে Prince of Walesএর Receptionএর কিছু ক'র্ব্বেন না ব'ল্‌তে চান? রাজার ছেলে আস্‌ছেন নিজের রাজত্ব দেখ্‌তে,—তাঁর খাতিরের জন্যে আমাদের মতন চুনো-পুঁটীর মাথা ঘামাবার আবশ্যক কি? আর আমরা খাতিরই বা ক'র্ব্ব কি?

দর্প। (জনান্তিকে) গঙ্গারাম! বড় সুবিধের নয়!

গঙ্গা। হাল ছাড়বেন না—একটু ধৈর্য্য ধরে বক্তিমে লাগান্‌!

২য় প্র। খাতির করা চুলোয় যাক্‌—সার্জ্জন পাহারাওয়ালার রুলের গুঁতোয় হয়তো রাজপুত্র দর্শন পর্য্যন্ত পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠ্‌বে!

দর্প। দর্শন না পাওয়া যাক্‌—loyalty দেখাতে দোষ কি?

১ম প্র। কি ভাবে দেখাতে হবে বলুন!

দর্প। আসুন—আমরা একটা Private Receptionএর যোগাড় করি! Governmentএর তরফ থেকে Reception যা হ'চ্ছে হোক্‌—উপরন্তু—আমরা Calcuttaর গেরোস্তো গরীবের কাছ থেকে—বেশী নয়—দুটো ক'রে টাকা চাঁদা তুলে—একটা ভারি রকমের আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করি!

গঙ্গা। কিছু ভাবনা নেই! কুমার বাহাদুর হবেন তার leader—পাণ্ডা!

আপনারা সকলে উঠে পড়ে লেগে—চাঁদা তুলে এনে এঁর কাছে জমা দিন! কি ক'র্‌তে হবে—না হবে,—কুমার বাহাদুর মাথা খেলিয়ে তার ব্যবস্থা করে দেবেন!

১ম প্র। বুঝেছি! তা—এর জন্যে আর ভাব্‌না কি?

২য় প্র। দু' টাকা করে চাঁদা,—এতো উঠেই রয়েছে মনে করুন না! গেরোস্তা লোকে চাঁদা দিতে—বেকুব ব'ন্‌তে—আর বড়লোকের ভুজংএ ঠক্‌তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত জান্‌বেন!

৩য় প্র। তা' হ'লে—যাই—এ বিষয়ে একবার পরিবারের মতটা নিয়ে এসে কাজে লাগি! ততক্ষণ আপনি একটা ফর্দ্দ করে ফেলুন,—আর জমিদারীর তবিল থেকে খরচপাতি ক'র্ত্তে সুরু করে দিন!

দর্প। আপনারা কি ঠাট্টা ক'চ্ছেন?

১ম প্র। ঠাট্টা করিনি কুমার বাহাদুর! দুঃখ প্রকাশ ক'চ্ছি যে—আমরা গরীব গেরোস্তো বলে—বড়লোক শালারা আমাদের এম্‌নি বেকুবই ঠাওরায়!

গঙ্গা। এ কি রকম অভদ্র আপনারা? ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে গাল দেন! চলে যান্‌—ব'ল্‌ছি!

১ম। বাবাজির টাকার টান পড়েছে বুঝি, তাই লোক ঠকাবার মতলব করেছেন!

২য়। ফন্দিটা খুব লাগ্‌তাই বটে,—তবে কিনা—জলে চাঁদ ধরা গোছ ব্যাপার!

৩য়। হা অদৃষ্ট—এঁরা সব Reformed councilএর মেম্বর হ'তে চান! এঁরা দেশের দুঃখ নিবারণ ক'র্ব্বেন!

[প্রতিবাসীগণের প্রস্থান।

দর্প। এ শালারাও—স্বদেশী! বুঝ্‌লে?

গঙ্গা। শালারা সব ঘটীচোর! এ পাড়ার সব শালা বদ্‌মায়েস্‌——

পেলারামের প্রবেশ।

পেলা। No fear (নো ফিয়ার), no fear (নো ফিয়ার)! এ কি রকম দর্পনাথ বাবু! পাড়ার লোককে শালা বলে কে? No fear—কথাটা সড়াৎ করে কাণে ঢুক্‌লো!

দর্প। না—না—সে কি? পাড়ার লোক্‌কে গাল দেবে কে? এখানে তো আর কেউ নেই!

পেলা। No fear—আপ্‌নি ব'ল্লে হবে কেন? আমি স্পষ্ট শুনিছি মশাই! আপনার ঐ মোসাহেব বাবুটী বুঝি?

গঙ্গ। কুমার বাহাদুর! একি? আপনার বাড়ীতে এসে ইনি আমাকে Consult—না—না—Insult ক'চ্ছেন? আমি আপনার খোসামোদ করি ব'লে আমায় বলে কিনা মোসাহেব?

পেলা। No fear! মোসাহেবকে মোসাহেব ব'ল্‌ব না ত কি—মেশো মশাই ব'ল্‌ব? দর্পনাথ বাবু! No fear! এ টুপিড়কে এখুনি আমার সুমুখ থেকে সরে যেতে বলুন—নইলে——

দর্প। আঃ—কি কর্ব পেলারাম? মিছিমিছি মাথা গরম ক'চ্ছ কেন? ওতো তোমাকে শালা বলেনি!

পেলা। No fear! আমাকে "শালা" ব'ল্লে কিছু ব'ল্‌তুম্‌ না! কারণ, আমার ভগ্নী টগ্নী নেই। আমার পাড়ার লোক—ভাই Brother,—তাদের বলে কি না "শালা?" উঃ—এ পাড়ায় lots of ব্রাহ্মণকায়স্থ ভদ্রলোকের বোন্‌ আছে,—আর এ Rascal সদ্‌গোপ্‌—তাদের হবে কি না বোনাই? No fear—আমি চল্লুম—আমার সব Associa-

tionএর দলবল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে,—ও রাস্তায় বেরুলে—ওকে "জালিন্‌ওয়ালা বাগ্‌" মারা ক'রে ছাড়্‌ব!

দর্প। যাক্‌—যাক্‌—ভাই পেলারাম—কিছু মনে কোরোনা! যাও হে গঙ্গারাম—তুমি বৈঠকখানায় শুয়ে থাক গে—

গঙ্গা। আমিও বাবা সদ্‌গোপের ছেলে! কুমার বাহাদুর একবার কাউন্‌সেলের মেম্বারটা হ'লে হয়—তখন একবার তোমার স্বদেশী-দলকে বুঝে নোবো—

পেলা। তোর মোসাহেবের নিকুচি ক'রেছে—No fear—

(তাড়া খাইয়া গঙ্গারামের পলায়ন)

No fear—ওকে তু'ঘা দিতেই হবে—

দর্প। যাক্‌—যাক্‌! এইবার ঠাণ্ডা হও দিকি!

পেলা। No fear—ঠাণ্ডা আমি খুবই হয়ে আছি!

দর্প। কি মনে ক'রে সকালবেলা হঠাৎ?

পেলা। No fear—চাঁদা নিতে! একটা বড় রকম Donation দিতে হবে—(নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) ওরে—ও গৌরে—ও সুরো—ও নরা—এদিকে আয়!

দলবলের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

"বন্দেমাতরম্‌!
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং।"

দর্প। হাঁ—হাঁ—হাঁ—কর কি—কর কি? আমার বাড়ীতে—আমার সাম্‌নে—কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ!

পেলা। No fear! কি হয়েছে? মায়ের নাম কচ্ছি—ভাল গান—ঠাকুরদের গান—দেশের গান—বঙ্কিম বাবুর গান! No fear—গাও হে—"বন্দেমাতরম্—"

সকলে। "বন্দেমাতরম্—
সুজলাং সুফলাং ইত্যাদি

দর্প। দরোয়ান—দরোয়ান—জল্‌দি ফাটক্ বন্ধ্ কর—চাদ্দিক বন্ধ্ কর! ও পেলারাম বাবু—ও মশাইরা—ও মশাইরা! দোহাই—দোহাই আপনাদের—

পেলা। No fear! আচ্ছা—গাইব না! কি হ'য়েছে কি? এত থেপ্‌চুরিয়াস্ হ'য়ে উঠ্‌লেন কেন?

দর্প। বলি—কি মতলব কি? এঁরা সব কা'রা?

পেলা। No fear—এঁরা সব Employees' Associationএর দল! বড়লোকদের কাছে Donation আদায় ক'র্ত্তে বেরিয়েছি! No fear!

দর্প। সে কি? স্বদেশীর দল তো?

পেলা। No fear! এ স্বদেশীও নয়—বিদেশীও নয়—পরদেশীও নয়! এতে সব জাতেরই মেশামেশি আছে! No fear দর্পনাথ বাবু—এ একটা খুব ভাল ব্যাপার!

দর্প। Employees' Association? চাকুরে সম্মিলনী? এতো Governmentএর বিরুদ্ধে? ইংরেজের বিরুদ্ধে?

পেলা। No fear! কিসে বুঝ্‌ছেন?

দর্প। বুঝ্‌ছি বই কি? আচ্ছা—আমি যা' বুঝ্‌ছি তা' বুঝ্‌ছি—তোমরা কি বোঝাতে চাও শুনি?

পেলা। No fear—সরল ভাবেই বোঝাচ্ছি! ব্যাপারটা এই! দেখুন—

পৃথিবীতে সব চেয়ে অনাথ অসহায়,—মুখ চাইবার কেউ নেই,—আহা বল্‌বার কেউ নেই,—দুঃখ শোন্‌বার কেউ নেই,—দুঃখের প্রতিকারের চেষ্টা কর্ব্বার কেউ নেই,—এমন লোক কা'রা জানেন? যা'রা পরের চাকৃরি বা কেরাণীগিরি ক'রে খায়! এ Associationটীর উদ্দেশ্য—এই সমস্ত হতভাগ্য কেরাণীদের (বিশেষতঃ Merchant officeএর কেরাণীরা—যাদের ছুট্‌ ব'ল্‌তেই এক কথায় চাকৃরি যায়—তাদের) বিপদে আপদে কোন রকম সাহায্য ক'র্‌তে চেষ্টা এবং সাধ্যমত সাহায্য করা!

দর্প। সাহায্যটা কি রকমে ক'র্ত্তে হবে শুনি?

পেলা। No fear তাও বল্‌ছি! ধরুন—হঠাৎ কোনও ভদ্রলোকের চাকৃরি গেল! গেরস্ত কেরাণীদের বা অল্প-সল্প মাইনের চাকৃরেদের অবস্থা জানেন্‌ তো? দিন আনে—দিন খায়! হঠাৎ কারুর চাকৃরি গেলে—পরদিন কি খাবে তা'র সংস্থান নেই! পেটে খেয়ে তবে তো চাকৃরি বাকৃরি বা অন্য কোন উপায়ে রোজগারের চেষ্টা ক'র্ব্বে? যে ক'দিন কিছু যোগাড়যন্ত্র না হয়—সে ক'দিন পেট চালাবার মত তা'কে কিছু সাহায্য কর্ব্বার জন্য Associationএর কিছু Fundএর দরকার! সেই জন্যে আপনার মতন বড়লোকের কাছে ভিক্ষে ক'র্ত্তে আসা! No fear—এতে Governmentএর প্রতি বিরুদ্ধভাব কিছু নেই!

দর্প। এতে চাঁদা দিয়ে আমার কি লাভ?

পেলা। No fear! লাভ—আপনার দেশের লোকের উপকার হবে! এই লাভই যথেষ্ট লাভ! No fear!

দর্প। তা হ'লেই স্বদেশী ভাব এসে পড়্‌ছে না?

পেলা। No fear—তা জোর করে টান্‌লে—এসে পড়্‌ছে বই কি!

দর্প। তা হ'লে আমি এক পয়সাও চাঁদা দিতে পারিনা!

পেলা। No fear! তা হ'লে চল হে—

দর্প। তা—আচ্ছা—যখন এসেছ—তখন কিছু না হয় দিতে পারি! মোদ্দাৎ—আমার একটু কাজ ক'র্ত্তে হবে!

পেলা। No fear—কি কাজ শুনি!

দর্প। রাজার ছেলে Prince of Wales আসছেন! আমি মতলব ক'চ্ছি—একটা কিছু নূতন রকমের Reception আমরা এদেশের তরফ থেকে ক'র্ব্ব!

পেলা। খুব রাজী আছি—No fear! দল বেঁধে মা'র নাম গাইতে গাইতে গিয়ে খাতির ক'রে রাজপুত্রকে যেথানে বলেন নিয়ে গিয়ে হাজির ক'র্ব্ব!

দর্প। ছেলে-মানুষী কোরোনা! এ প্রায় তোমার বনগাঁয়ের 'রাজার ছেলে কিনা! Prince–Prince—Prince of Wales! শোনো—তা' আমি বল্‌ছিলুম কি—Governmentএর তরফ থেকে যেমন Illumination—Fireworks ইত্যাদি সব ধূমধামের আয়োজন হ'চ্ছে,—আমরাও তেমনি privately চাঁদা তুলে সেই-রকম সব ঘরে ঘরে ক'দিন ধরে (I mean যে ক'দিন রাজপুত্র এখানে থাক্‌বেন) ক্রমাগত আলো আর বাজী পোড়াতে থাকি এসনা!

পেলা। No fear—খরচা তো সব আপনি দেবেন?

দর্প। Of course—আমি একটা মোটা রকম চাঁদা দোবো বইকি,—কিন্তু সব খরচ তো তা'তে কুলোবে না!

পেলা। No fear—সে খরচ দেবে কে? অধিকাংশই তো আমার মতন গেরোস্তো গরীব,—পেটে খেতে কুলোয়না!

দর্প। চাঁদা তুল্‌তে হবে! লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় কর!

পেলা। No fear—কেউ দেবে না!

দর্প। Governmentএর কাজে চাঁদা দেবেনা—এমন পাষণ্ড কেউ আছে?

পেলা। No fear—Governmentএর নিজের যেটুকু প্রজার কাছ থেকে নেবার দরকার—সেটুকু নিঃসাড়ে আদায় করে নেবেন,—তার জন্যে No fear! কিন্তু আপনি হুজুক ক'র্ব্বেন—আপনাকে লোকে চাঁদা দেবে কেন? আপনার নাম কেন্‌বার দরকার হয়—রাজা বাবা অনেক পয়সা রেখে গেছেন,—ছাড়তে আরম্ভ করুন! No fear পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে নিজের কাজ হাসিল ক'র্ত্তে চাচ্ছেন কেন?

দর্প। যাও—তুমি এখুনি clear out! খবরদার আমার বাড়ীতে আর ঢুকোনা!

পেলা। No fear—কোন দরকার নেই এখানে আমাদের আস্‌বার—চল হে চল।

গীত।

সকলে। "বন্দে মাতরম্।

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

দর্প। আবার ঐ গান? দরোয়ান—দরোয়ান—

বৃদ্ধ ঘোষাল মশায়ের প্রবেশ।

এই যে কর্ত্তামশাই! দেখুন দিকি—এ বদ্‌মায়েস্‌টার আচরণ! আমার বাড়ীতে বসে seditious গান?

ঘোষাল। এ্যাঁ—সে কি হে কুমার বাহাদুর? seditious গান কে গাইলে? আরে এ কে? পেলারাম না? তুই এখানে কি মনে ক'রে রে!

পেলা। চাঁদা চাইতে এসেছিলুম—No fear কর্ত্তামশাই!

ঘোষাল। তা এ বাড়ীতে আর sedition ষিডিশান্ কেন করিস্ বাবা? জানিস্ তো—কুমার বাহাদুরের একটু seditionএর বাতিক আছে!

পেলা। No fear—কিছু sedition করিনি কর্ত্তামশাই! গান গাইছিলুম—শুনতে পান্‌নি?

ঘো। গান শুনেই তো ঢুকে প'ড়লুম! নইলে, যাচ্ছিলুম কব্‌রেজের বাড়ী! গানটা বেশ লাগ্‌ছিল বাইরে থেকে!

পেলা। No fear—ফের গাইব?

দর্প। খবরদার—ও গান যদি ফের গাইবে তা' হ'লে আমি Police ডাক্‌ব! দেখুন দিকি কর্ত্তামশাই—কি জুলুম! Government যে গান গাইলে—যে কথা উচ্চারণ ক'ল্লে রাগ ক'র্‌বেন—আমার ভিটেতে দাঁড়িয়ে সেই গান গাইছে?

ঘো। কি গান হে পেলারাম?

পেলা। No fear—"বন্দে মাতরম্" গাইছিলুম!

ঘো। তা' কুমার বাহাদুর! কই—গভরমেণ্ট্ তো এ গান গাইতে নিষেধ করেন নি! তা ওঁর যদি আপত্তি থাকে—তা বাবা পেলারাম—ও গানটা তুমি গেয়োনা!

পেলা। No fear! তবে গাইব না! আচ্ছা কর্ত্তা-মশাই—আমায় বুঝিয়ে দিন্ দিকি—এ গানের কোন খান্‌টায় Sedition আছে! নিজের মা'কে নমস্কার করা—নিজের মা'কে বন্দনা করা—নিজের মায়ের স্তব করা—কোন্ দেশে—কোন্ রাজ্যে—কোন্ জাতির মানা, আমায় দেখিয়ে দিন্ দিকি! ইংরেজদের National Anthem নেই? ওঁরা ওদের স্বদেশী গান গান্ না?

ঘো। ওকি একটা কাজের কথা হ'ল বাবা প্যালারাম? ওঁরা হ'লেন

স্বাধীন জাত, রাজার জাত! ওঁরা যা গাইবেন—যা ব'ল্‌বেন, যা কইবেন, সে রকমটা কি পরাধীন প্রজাদের গাইতে বা ব'ল্‌তে কইতে দিতে পারেন? যাক্ বাবা—ওসব বাজে কথা নিয়ে বাদ-বিসম্বাদে প্রয়োজন নেই! তোর দলের যদি নিতান্তই গান পেয়ে থাকে,—তা হ'লে একটা ভাল গান শুনিয়ে দে!

পেলা। No fear—আরও ভাল গান আছে! গাও হে—"আমার জন্মভূমি!"

সকলে। "ধন-ধান্য পুষ্পভরা—আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা,—"
ইত্যাদি—

ঘো। আহা—বেশ তো—বেশ তো—

দর্প। কি ব'ল্‌ছেন কর্ত্তা-মশাই? বেশ—বেশ কি? আবার ঘুরিয়ে সেই Seditious গান গাইছে! ইংরেজ রাজত্বে ব'সে "আমার জন্মভূমি" গাইবে? Horrible—Horrible! যাও—চলে যাও—বল্‌ছি!

ঘো। আহা—শোননা কুমার বাহাদুর—ছোক্‌রারা গলা মিলিয়ে বেশ গাচ্ছে—শোনোনা!

দর্প। না—না—ওসব গান এখানে চল্‌বে না! আপনার নিতান্ত শোন্‌বার ইচ্ছা হয়—আপনি ওদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে শুনতে পারেন!

ঘো। তা রাগ কর—না হয় চলে যাচ্ছি বাবা কুমারবাহাদুর তোমার বাড়ী থেকে! ছোঁড়ারা বেশ মনের মতন গানটী গাইছিল,—এ বয়সে লাগ্‌ছিল বড় মধুর! তা তোমার এটাতেও যদি আপত্তি থাকে,—তা হ'লে না হয় আমি রাস্তায় গিয়েই শুনি!

দর্প। না—না—চ'টে চ'লে যাচ্ছেন কেন কর্ত্তামশাই? সত্যি কি আপনাকে চলে যেতে ব'ল্‌তে পারি? তবে ব'ল্‌ছিলুম কি—ওদের

যদি ভাল—বেশ বিশুদ্ধ কিছু গান জানা থাকে,—এখানে স্বচ্ছন্দে গাইতে পারে!

ঘো। হ্যাঁ বাবা পেলারাম! এমন কিছু বিশুদ্ধ গান জানতো গাও,—কুমার-বাহাদুর হুকুম দিয়েছেন!

পেলা। No fear—বহুৎ গান জানা আছে—গাও হে—

সকলের গীত।

"বঙ্গ আমার—জননী আমার ইত্যাদি।

দর্প। পাহারোলা—পাহারোলা—এ দরোয়ান—আরে এই—কোন্ হ্যায় দেউড়িমে—জল্‌দি পুলিস্ বোলাও—

ঘো। কুমার বাহাদুর কি খেপ্‌লে নাকি?

দর্প। যান্ কর্ত্তামশাই—আপনি শুদ্ধু এখুনি get out! এই—এই—যাও তোমরা! যাও! জান—আমি রাজা গোরাচাঁদ মুখুয্যের ছেলে—কুমার দর্পনাথ মুখুয্যে—অতি শিগ্‌গির Legislative Councilএর member হব,—নন্দীপুরের জমীদার! আমার বাড়ীতে আর এক মিনিট থাক্‌লে এখুনি trespass চার্জ্জে ফেল্‌ব!

পেলা। No fear! তোমার মতন ঢের ঢের জমিদার আমরা দেখেছি! এ বাবা সহর ক'ল্‌কেতা,—হেথা মুড়ি-মিছরির এক দর! ও সব জমিদারী চাল এখানে চ'ল্‌বে না!

দর্প। কি? যত বড় মুখ তত বড় কথা? দেখুন—দেখুন কর্ত্তামশাই—দেখুন একবার—

ঘো। চল বাবা পেলারাম—কুমার বাহাদুরকে আর তাতিয়ে দিওনা! যথেষ্ট তেতে গেছেন—

পে। No fear—বেশী তাত্‌লে নিজেই burst ক'র্‌বেন!

দর্প। নাঃ—আমি নিজেই পুলিশকে Telephone ক'রে দিচ্ছি! সবাইকে চোর ব'লে ধরিয়ে দোবো! কারুর খাতির রাখ্‌ব না কর্ত্তামশাই!

ঘো। না—না—বাবা—আমি এই এদের নিয়ে চলে যাচ্ছি! চল্ বাবা পেলারাম! বলি—চাঁদা-টাঁদা কিছু পেলি?

পেলা। No fear! এ রকম লোকের কাছে আমরা চাঁদা don't care—চল হে চল—

সকলে। "উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী—উঠ, আদি জগতজনপূজ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি।"

(ঘোষাল মশাই, পেলারাম ও তাহার দলবলের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)।

দর্প। বন্দুকটা কাছে কাছে রাখা দেখ্‌ছি নিতাই দরকার—নইলে—এ সব স্বদেশী ব্যাটারা অন্য কিছুতে ভয় পাবেনা! দরোয়ান—

দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার। হুজুর!

দর্প। তোম্ লোক্ কাঁহা রয়তা হায়? "দরোয়ান দরোয়ান" ব'ল্‌কে হাম্‌রা গলা ফাট্ যাতা হায়,—আর তোম্‌লোক সব নাক্‌মে সর্ষের তেল দেকে ঘুমিয়ে পড়্‌তা?

দ্বার। নেহি মহারাজ! হাম লোক্ তো বরাবর দেউড়িমে খাড়া হায়! আপ্‌তো বোলায়া নেহি!

দর্প। আল্‌বৎ বোলায়া! এক দঙ্গল ডাকু আকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকা থা, যদি লুঠপাঠ কর্‌কে লে যাতা—তব্ কেয়া হোতা?

দ্বার। কাঁহা ডাকু মহারাজ? উহ্‌তো সব ভদ্দর আদ্‌মি,—আপ্‌কো সাথ মুলাকাৎ করনে আয়া রহা! শুস্-শা! বুঢ্‌ঢা বাবু আয়া,—পিলারাম বাবু আয়া,—হাম্ তো ডাকু কইকো নেহি দেখা!

দর্প। ও লোকই তো সব স্বদেশী ডাকু হ্যায়! ওরা কি ভদ্দর আদ্‌মি হ্যায়? ফিন্ যব্ এখানে আসেগা—

দ্বার। ব্যস্—আউর্ বোল্‌নেকো তক্‌লিপ্ মৎ লিজিয়ে! যো ভদ্দর আদ্‌মি হোকে আওয়েগা—হাম্ সমঝ্ লিয়া,—উ সব্‌কোই ডাকু হোগা! ইয়ে দেখিয়ে—কেইসা লাঠি চালানে সেক্‌তা—(লাঠি খেলন)

দর্প। ব্যস্ করো—ব্যস্ করো—

দ্বা। (লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে) কাঁহা ডাকু—দেখ্‌লাইয়ে—সবকো জান্‌সে মারেগা!

দর্প। (সভয়ে) এই—এই পাঁড়ে—কেয়া কর্‌তা? মনিবকো লাঠি মারেগা? চুপ্ কর্‌কে খাড়া হো যাও!

দ্বা। (খাড়া হইয়া সেলাম করণ) বহুৎ আচ্ছা! হুকুম ফরমাইয়ে মহারাজ!

দর্প। যাও—তোম্ দেউড়িমে হুঁসিয়ার হোকে বৈঠো!

দ্বারবানের প্রস্থান]

দর্প। আর একটা কিছু মতলব ঠাওরাতে হবে!

প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

ঘোষাল মশাই, পেলারাম ও তাহার দলবলের—

"উঠগো ভারতলক্ষ্মী ইত্যাদি" গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিভার ডেভিন্ কোম্পানীর অফিস।

মিঃ জেকবের কাম্‌রা।

মিঃ জেকব (Jacob) ও জনৈক বস্ত্র-ব্যবসায়ী।

ব-ব্য। আপ মাৎ ঘাবড়াইয়ে সাব! কাম খুব জোর্‌সে চলেগা!

জেকব। Damn it! কেয়া জোরসে চলেগা? কাপ্‌ড়াকো কাম্‌মে বিল্‌কুল Loss হো গিয়া—জান্‌তা নেহি? তোম্‌রা দেশ্‌কা Non-co-operation—সব কাম বরবাদ্ কর্ দিয়া!

ব-ব্য। হাঁ সাব্—থোড়া বহুৎ নোকসান হোতা—হাঁ! লেকিন্ আব্‌হিতো বাজার ফিন্ চড়্ গিয়া! হামারা বাৎ শুনিয়ে,—ইয়ে Non-co-operation—(নন্-কুপারেশন্) যাস্তি রোজ নেহি চলেগা।

জে। হাম্ শুনা—তোম্ ভি এক রোজ স্বদেশী মিটিংমে যাকে সহি কর্ দিয়া থা—"আউর বিলাতি কাপ্‌ড়া নেহি contract করেগা",—আব্ তোম্ কেয়া বোল্‌তা?

ব-ব্য। আরে সাব্—সহি কর্ দিয়া তো কেয়া হুয়া? হাম্ কাশী-বিশ্‌নাথকো মাথা পরশ্ কর্‌কে যদি বোল্‌তা যে হাম্ বিলাতি কাপড়াকো কাম নেহি করেগা—তব্ ভি তোম্ লোক্ ডরো মৎ!

জে। কাহে?

ব-ব্য। আরে সাব্—হাম্ লোক ব্যব্‌সাদার হায়! হাম্ লোক ব্যব্‌সাকা বাস্তে কেয়া কর্‌নে নেহি সেক্‌তা? বাহারমে দেওশ্‌য়ালী লোক্‌কা সাম্‌নামে সাধু সাজ্‌তা,—আর্ আপ্‌না কামকা ওয়াস্তে—দো রূপেয়া নাফা কর্‌নেকো ওয়াস্তে হামলোক্ আপ্‌না ভাইবেরাদার—সব

লোক্‌কো গলামে ছুরি দেনে সেক্‌তা! ঠাকুর-দেওতা সব্‌ ঝুটা হ্যায়! খালি দুনিয়ামে এক চিজ্‌ জান্‌তা—রূপেয়া! এহি রূপেয়া কাঁহাসে পয়দা হোতা? শ্রেফ্‌ ব্যব্‌সা কর্‌কে!

জে। তব্‌ বিলাতি কাপড়াকো কাম কাহে ছোড়্‌তা?

বাব্য। কোন্‌ শালা ছোড়েগা? হাম্‌ এইসা বেকুব নেহি হ্যায়! বিশ বরষ আগাড়ী হামারা হাল জান্‌তা সাব্‌? হাম যব্‌ ষোলা বরষ্‌কা লেড়কা,—তব্‌ দেশসে এক লোটা আউর্‌ এক কম্বল লেকে কল্‌কত্তা চলা আয়াথা। রাস্তামে চেনিচুর বেচ্‌কে দো বরষমে পচাশ রূপেয়া জমায়কে উসিমে কাপ্‌ড়া কিন্‌কে রাস্তামে ফেরি কর্‌কে বেচ্‌নে লাগা—"এক টাকায় তিনখানা কাপড়—একখানা ফাউ"।

জে। Is that so? তোম্‌ কাপ্‌ড়া লেকে রাস্তামে ঢুঁড়তা থা? Strange!

ব-ব্য। তব্‌ ক্যা? এহি কাপ্‌ড়া-ফেরিওয়ালাকো কাম হাম পাঁচ বরষ কিয়াথা। উসিমে হাম দোহাজার রূপেয়া জমা কর্‌ লিয়া।

জে। দো হাজার? By Jove! ক্যায়সা দো হাজার জমা কিয়া?

ব-ব্য। কাহে নাহি করেগা সাব্‌? দো পয়সা মুড়ি আউর এক পয়সা চানা—আউর এক পয়সা গুড় হামারা রোজ খর্‌চা হোতা থা। আউর আধেলা পয়সা গাঁট্‌সে নেহি খর্‌চা কিয়াথা। একঠো দেশওয়ালিকো দাওয়ামে কাপড়াকো মোট মাথামে দেকে নিদ্‌ যাতা—ব্যস্‌!

জে। Go on—Go on—তোম্‌ বহুৎ পাকা businessman—হাম সমঝ্‌ লিয়া! দো হাজার রূপেয়া লেকে কেয়া কিয়া—then?

ব-ব্য। উসিমে ঘিউকা কারবার সুরু কিয়া। ওহি কারবার কর্‌কে—দশ বরষ্‌কা বিচ্‌মে হাম দেড় লাখ রূপেয়াকো মালিক হো গিয়া।

জে। দেড় লাখ? Good Gods! ঘিউকা তো বহুৎ দাম,—তোম্‌ দো-

হাজার capital লেকে—দশ বরষ্মে দেড় লাখ রূপেয়া কামায়া?
Oh—I don't believe!

ব-ব্য। তোম্ বিশোয়াস্ নেহি করেগা—তো হাম্ কেয়া বোলেগা! আরে সাব্—এক হাজার রূপেয়াকো খাঁটি ঘিউমে পাঁচ হাজার রূপেয়াকো চর্ব্বি মিশাল দেকে—কেৎনা লাফা কিয়া—তোম্ হিসেব কর্কে দেখো!

জে। Ah—there you are! কেয়া চর্ব্বি মিশাল্ দিয়া থা?

ব-ব্য। আরে সাব্—উসিকা কুছ্ ঠিকানা থা? তোম্ হামারা বহুৎ দোস্ত্ হ্যায়—তোম্কো হাম ঝুট্ নেহি বোলেগা! শুয়ার, গরু, সাঁপ গিরগিট্,—যেত্তা জানোয়ারকা চর্ব্বি সস্তামে মিলা,—ওহি মিশাল্ দেকে—দশ রূপেয়াকো মাল আচ্ছা ঘিউ বোল্কে ৬০।৭০ রূপেয়ামে বেচ্নে লাগা। ব্যস্—যব্ বহুৎ গোলমাল হোনে লাগা—তব্ ও কাম্ ছোড়্কে দেড় লাখ রূপেয়ামে বিলাতি কাপড়াকো কাম সুরু কিয়া! ওহি কাপড়াকো কাম কর্কে সাহাব লোক্কো দয়াসে আজ হাম আমীর বন্ গিয়া। দেখো হামারা আজ ক্যা হাল! কল্কেত্তা সহরমে পাঁচতালা মোকান্—তিন বিঘা জমীন্পর্ বানায় লিয়া! ছশো বিঘাকা বাগিচা ঘুঘুডাঙ্গামে খরিদ কিয়া! হামারা আস্তাবল্মে ৭।৮ঠো ঘোড়া, তিনঠো Burma pony! গারেজ্মে ছঠো হাওয়া-গাড়ী! হাম শালা এইসা বেকুব,—স্বদেশী করেগা? বিলাতি কাপড়াকো কাম ছোড় দেগা? হাম্ এইসা উল্লু—গাদ্ধা—বান্দর—কুত্তা—হারামজাদা হ্যায়?

জে। তোমারা দেশমে আজকাল তো বহুৎ খদ্দর চল্তা হ্যায়? সব আদ্মি তো খদ্দর পিন্তা?

ব-ব্য। ঝুটা বাৎ—এক দম ঝুটা বাৎ! দশবিশ আদমি খদ্দর পিন্তা

হ্যায়—তো উসিমে বিলাতি কাপড়াকো কেয়া লোক্‌সান হোনে সেক্‌তা? হাম তোম্‌কো বোল্‌ দেতা,—এ সব খদ্দর-উদ্দোর Indiaমে কুছ্‌ নেহি চলেগা!

জে। তোম জান্‌তা নেহি বাবু—হিঁয়া বহুৎ আদ্‌মি "খদ্দর" পিন্‌তা—হাম দেখা।

ব-ব্য। কুছ্‌ পরোয়া নেহি! হাম বিলাতসে—জাপান্‌সে—আম্‌রিকাসে দশ্‌বিশ্‌ লাখ্‌ রূপেয়াকো খদ্দর লেয়ায়গা,—হিঁয়া স্বদেশী লেবেল্‌ লাগায়কে ওহি খদ্দরকা কাম্‌মে বিশ্‌ লাখ্‌ রূপেয়া লাফা কিয়েগা! আও সাব্‌—করো—contract করো। তোম্‌ লোকভি দশ্‌বিশ্‌ লাখ্‌ রূপেয়া কামায় লেও! আও—আও—খদ্দরকা Indent দেতা হ্যায়—কুছ্‌ পরোয়া নেহি!

জে। হাঁ—হাঁ—হাম্‌লোক তো ready হ্যায়! লেকিন—হামারা কাপ্‌ড়াকো stock clear কর্‌ লেও।

ব-ব্য। ওহি লিয়ে তো হাম্‌ আজ আয়া হ্যায়! আব সব গোলমাল picketing বন্ধ্‌ হোগিয়া! আবি তো তোমারা সব মাল লেনেকো হাম্‌ তৈয়ার হ্যায়! এই লেও সাব—তিন লাখ রূপেয়াকা cheque—advance deposit জমা কর্‌লেও! দো-এক রোজকা বিচ্‌মে—বাকী রূপেয়া দেকে—Delivery order লে যাগা। এই লেও!

(চেক্‌ প্রদান)

জে। Thank you Babu!

ব-ব্য। আচ্ছা—আজ হাম্‌ যাতা—সেলাম।

[বস্ত্রব্যবসায়ীর প্রস্থান।

জে। Oh—My goodness! Fifty lacs of Rupees' Manchester cloth still in stock! Don't know how to

dispose of the same! Well—let me see—what I can do with this fellow!

বড়বাবু ও কেরাণীগণের প্রবেশ।

ব-বা। রোজ রোজ চালাকী? দেখি একবার—কে তোমার আজ চাকৃরি রাখে?

বিনোদ। আরে চোখ্ রাঙ্গাচ্ছেন কা'কে মশাই? আমি ওসব চোখ টোক্ রাঙ্গানিতে বড় থোড়াই care করি!

বা-বা। আচ্ছা দেখি—care কর কি না!

জে। What's wrong Burra Babu?

ব-বা। Good morning Sir! এ লোক নিয়ে তো আমি কাজ ক'রে উঠ্তে পার্ব না।

জে। কেন? বিনোদ তো খুব আচ্ছা কাম্ করে!

ব-বা। আমার গুষ্টির পিণ্ডি করে সাহেব! তুমি একটু favour কর বোলে—ও আর কা'কেও দৃক্পাত করে না। আমাকে তো কথায় কথায় অপমান করে! আপিসে একটা মহা-গণ্ডগোলের ব্যাপার ক'রে তুল্ছে দেখ্ছি!

জে। কেয়া গোলমাল? Well Binode! what did you do?

বি। Nothing Sir! হাতে কাজ-কর্ম্ম ছিল না, একটু ব'সে খবরের কাগজ প'ড়্ছিলুম।

জে। কি কাগজ প'ড়্ছিলে সেটা বল!

বি। Servant—

জে। Oh—I see—

ব-বা। শুধু কি তাই সাহেব? প্রত্যহ seatএ ব'সে Independent

প'ড়্ছেন, Servant নিয়ে জলখাবারের ঘরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সকলকে শোনাচ্ছেন—Young India তো ওর পকেটে পকেটে ফির্ছে?

বি। হঁ্যা—তা' পড়ি—তা' কি হবে? আপনি প'ড়ে বুঝ্তে পারেন না—তাই পড়েন না! আর শুধু কি আমি ঐ সব কাগজই পড়ি? Statesman, Englishman—Daily News—এ সব পড়ি না?

ব-বা। এসব প'ড়্লে তো ক্ষতি নেই! ও বাংলা nasty কাগজগুলো—আপিসে ব'সে প'ড়্তে তো তোমায় মানা করে দিয়েছি!

বি। আপনি মানা কর্বার কে?

ব-বা। আমি বড়বাবু—আমি সাহেবদের ঠিক নীচেই! আমি কে তা জান না?

বি। তা' আর জানি না? আপনি চিরদিন তো সাহেবদের নীচেই থাকেন,—নইলে আর কোথায় থাক্বেন?

ব-বা। শুন্ছ সাহেব—আস্পর্দ্ধার কথাটা একবার শুন্ছ? আমি ভাল কথা ব'ল্ছি সাহেব—ও রকম লোক্‌কে আপিসে রাখ্লে আপিসের কখনই ভাল হবে না! ওকে তাড়াও ব'ল্ছি সাহেব!

জে। But is he neglecting his work Burra Babu? বিনোদ কি আজকাল কাজকর্ম্ম ভাল করে না?

ব-বা। কিছু না—কিছু না। একটা কাজ ব'ল্লে মোটে ঘাড় পাতে না।

জে। How is that Binode?

বি। All false Sir,—সব মিছে! আমি কাজকর্ম্ম আমার সব ঠিক করি কিনা—সেতো তুমি ভাল জান সাহেব! তবে মাসের মধ্যে ওঁর শালা-সম্বন্ধীরা—ওঁর ছেলেরা ২০।২৫ দিন absent হয়, কামাই করে,—যখন তখন না ব'লে ক'য়ে আপিস থেকে পালিয়ে গিয়ে যে সমস্ত arrears জড় করে রাখেন, উনি সেগুলু আমায় ক'র্ত্তে বলেন।

এক আধ দিন হয়—করা যায়! রোজ রোজ আমি তা কেন ক'র্ব্ব সাহেব?

ব-বা। তুমি—তুমি—তুমিতো বড় মিথ্যে কথা কও! আমার শালারা, আমার ছেলেরা যখন তখন কামাই করে? ওঃ—তুমি—তুমি—আচ্ছা—যাক্! সাহেব! তুমি এখুনি একটা order লিখে দাও—যে বাংলা কাগজ, কিম্বা Independent, সার্ভেন্ট—Young India এ সব আফিসে বসে প'ড়্বে, কিম্বা বাড়ীতেও প'ড়্বে—তা'কে দূর করে দোবো। দাও সাহেব—এখুনি orderটা লিখে দাও। এই নাও—কাগজ কলম দিচ্ছি!

জে। I can't write such foolish order—I am sorry Burra Babu! আমি এমন কথা কেন লিখ্বে—বোলো! আমার কামের কোন ক্ষতি না করিলে, আমি অন্যায় কথা বাবুদের কেন বলিবে?

ব-বা। আচ্ছা সাহেব—তা যেন না দিলে। কিন্তু একবার দেখেছ—কি কাপড় আজ কাল এঁরা সব প'রছেন! একবার দেখ!

চাপরাশীর প্রবেশ।

চাপ। (সেলাম করিয়া) বড়া সাব্ সেলাম দিয়া!

জে। Burra Babu—Just a minute!

[জেকব ও চাপরাশীর প্রস্থান।

ব-বা। যা ভেবেছি তাই! ঐ বড় সাহেব—জেকব সাহেবকে ডেকে পাঠালেন! এইবার তোমাদের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা ভাল করেই হবে। খদ্দর—খদ্দর! এইবার সব খদ্দর পরার সুখটা টের পাবে এখন!

১ম কে। দোহাই বড়বাবু—দোহাই! মাইরি ব'ল্‌ছি—কাল থেকে বিলিতি

কাপড় প'রে আস্‌ব। এটা কাপড় অভাবে ভুলে আমার মাস্‌তুতো ভায়ের কাপড়—যা সাম্‌নে পেয়েছি—অম্‌নি না দেখে শুনে প'রে এসেছি।

২য় কে। মাইরি বড়বাবু—আমার বিলিতি লাট্টু মার্কা কাপড় ব'দ্‌লে আমাদের ধোপা ব্যাটা এই কাপড় দিয়ে গেছে,—তাই তাড়াতাড়িতে late হবার ভয়ে—প'রে চলে এসেছি!

৩য় কে। মা-কালীর দিব্যি বড়বাবু—আমার ছোট ভাইকে কাপড় কিন্‌তে দিয়েছিলুম। খদ্দর-ভদ্দর সেতো চেনেনা! ঐ দোকানদার ব্যাটা ঠকিয়ে বিলিতি কাপড় না দিয়ে—এই কাপড় দিয়েছে! আমি ছেলেমানুষ—অত-শত জানি না,—যা পেয়েছি প'রে এসেছি!

বড়বাবু। তা আমি কি ক'র্ব্ব বাপু? মানুষ খুন ক'র্‌লে ফাঁসী হয়—না জান্‌লে—কোম্পানী কি খুনিকে ছেড়ে দেয়? খদ্দর প'র্‌লে আপিসে চাক্‌রী যায়—এটা জাননাই বা কেন?

কে-গণ। আর কক্ষনো এমন কাপড় প'রে আস্‌ব না। এবারটা চাক্‌রি বজায় রাখুন।

১ম কে। বলেন তো এটা এখানেই ছেড়ে দিচ্ছি—একটা প্যায়দা-ট্যায়দার পোষাক—যা হোক্‌ কিছু প'রে না হয় আজকের মত লজ্জা নিবারণ করি—

২য় কে। আর না হয়—আধ ঘণ্টার জন্যে ছুটী মঞ্জুর করুন,—বাড়ী থেকে কাপড়টা বদ্‌লে আসি! কি বল হে—সবাই রাজি আছ?

৩য় কে। এখুনি—এখুনি! নিদেন ক্যাশ্‌ থেকে কিছু টাকা advance করিয়ে দিন—এখুনি **Whiteaway Laidlaw**র ওখান থেকে হ্যাট্‌-কোট্‌ প্যাণ্ট্‌ কিনে অঙ্গে চড়িয়ে একেবারে বাঁকা-শ্যাম মদনমোহন সেজে আসি!

ব-বা। আচ্ছা, আজকের না হয় যা প'রে এসেছ—তাই প'রে থাক,—আমি সাহেবের হাতে পায়ে ধরে তোমাদের চাকৃরিটা বজায় করিয়ে দিচ্ছি! কিন্তু—দেখেছ—সাহেব কি রকম রেগে একেবারে মুখ চোখ রাঙ্গা করে তপ্তকাঞ্চনমূলাং হয়ে বড় সাহেবের কাছে গেল? রাগে সাহেবের মুখ দিয়ে কথা বেরুল' না—দেখ্‌লে? তা যাই হোক্, তোমাদের কিন্তু সবাইকে কিছু কিছু ফাইন্ দিতে হবে, নিদেন সিকি মাসের করে মাইনে—

কে-গণ। তাই করুন বড়বাবু—ফাইন্-মাইন্ যা হোক করে—এবারটা ছেড়ে দিন,—চাকৃরিটা কোন রকমে বজায় করিয়ে দিন!

বাঙ্গাল। আরে তুম্‌রা সব কেমন লোক কওতো শুনি? এই ডিমের চাকৃরির লেগে এতডা কর্‌ছ ক্যান্?

কে-গণ। আরে চুপ—চুপ,—যামিনীকান্ত—চুপ কর! এখুনি চাকৃরি যাবে—চাকৃরি যাবে—

বাঙ্গাল। আরে যাতি দাও—হালার কচুর চাকৃরি? খদ্দর পরছি—তা হইছে কি? সাবের তবিল ভাঙ্গ্‌চি? বড়বাবুর গাট কাটি লইছি? মান্‌ষিরি খুন-জখম কর্‌ছি? খদ্দর পরছি—আপনগর দ্যাশের কাপর পরছি, পুইসা দিয়্যা কাপর কিন্যা পরছি,—ফাইন্ কিসের লেগে দিমু কওতো শুনি?

ব-বা। কিহে যামিনী—বড় যে লম্বা লম্বা কথা কইছ? খদ্দরও প'রবে—আবার Oliver Davis কোম্পানীর আপিসে চাকৃরি ক'রে টাকা রোজগার ক'রে ঘরে নিয়ে যাবে? একি কৈডিম্ব খাওয়ার মতন সোজা কাজ নাকি? কাল থেকে যদি ফের এই রকম অসভ্যের মতন খদ্দর-টদ্দর পরে জানোয়ার সেজে আপিসে আস তো এখানে আর এক মিনিট চাকৃরি থাক্‌বে না!

বাঙ্গাল। হঃ—তবে তো আমি বোরই ডর পাইছি! আরে—কিসের পুচিশ টাহা মাইনের কচুর চাকৃরি—যার লেখে খদ্দর পরা ছারমু? একি মোরে কলকাত্তাই বাবু পাইছ নাহি—যে চাকৃরির লাইগ্যা আপনগর ইজ্জৎ-ধরম খোয়াইমু? মুই চাটগার বাঙ্গাল—হঃ—মোর ঝা কথা স্যাই কাজ জান্‌বা!

ব-বা। তুমি দূর হও—আমি—আমি order দিচ্ছি—তুমি—এখুনি আপিস থেকে Get out—out! একেবারে এখুনি not clear—not কিচ্ছু—এখুনি চলে যাও।

বাঙ্গাল। আরে যাবনা তো কি খদ্দর ছাইরে বিলাতি পুষাক কিন্ত্যা গায়ে চাপায়ে আস্তে—তবে এই হালার পুঁচিশ টাহার চাকৃরি বজায় করমু? চোট্টগ্রামের বোদ্দোর লোক এমন বুরা কাম কহনই কর্ব্বেনা। এই রইলো তুমার ছাতুর চাকৃরি—এ নেড়ি-কুত্তার কাম্ আর যামিনীকান্ত শর্ম্মা কর্ব্বন্ না—

কে-গণ। আরে এ বাঙ্গালটা তো ভারি বদ্‌লোক দেখ্‌ছি!

বাঙ্গাল। ইঃ—বাঙ্গাল বদ্‌লোক? আর তোমাগর কল্‌কাত্তাই বাবুরা বোরোই সৎলোক? এমন কথাডা আর জিহ্বায় আন্‌বে না! ইসে বাঙ্গাল,—আমাগোর পূর্ব্ববঙ্গের লোক,—যারে তুম্‌রা সহর কল্‌কাত্তায় বইস্যা—"বাঙ্গাল বাঙ্গাল" বইল্যা গাল পারতে থাহ,—এই সারা বঙ্গ দ্যাশ্‌টার পানে চাইয়ে দ্যাহ,—স্যাই বাঙ্গাল্‌ই ক্যাবল্ সাচ্চা, আর তুম্‌রা দিশি লোক সব ঝুটা! ঝা কিছু স্বোদেশী হইছে,—ঝা কিছু দ্যাশের কাম্ করছে—এই আমাগোরই বাঙ্গাল দ্যাশে! বাঙ্গালদ্যাশের লোক আপনকার কল্‌কাত্তাই বাবুর মত জুয়াচোর না! মুয়ে স্বোদেশী স্বোদেশী কইরে ডাক্ পারছে—আর ঘরে বইস্যা চুপে চুপে বিলেতি বেলাণ্ডি হুইস্কি খাইছে! সোভায় যাইয়ে চীৎকার করছে,

"খদ্দর কাপর পরো—খদ্দর কাপর পরো"—আর আপন ছ্যাহে বিলাতি পুষাক চাপাইয়ে সাহব্ বন্ছে। দ্যাশের লোকের কাছে আপনারে ঘোর স্বোদেশী কইছে,—আর ভিতরে ভিতরে আপন কামের লেগে—চাকৃরির লেগে—সাহবের মুসায়েবি করৃছে! এমন ছোট কাম আমাগোর পূর্ব্ববঙ্গের তাবৎ লোক্‌ডা করে না! মুয়ে মধু আর প্যাটের মইধ্যে গোরল—বাঙ্গাল রাহে না!

ব-বা। বলি—তুমি কি এখানে দাঁড়িয়ে গোলমাল ক'র্ব্বে—না মানে মানে খদ্দর ছেড়ে এসে চাকরি বজায় ক'র্ব্বে? এই সাহেব এখুনি আস্‌ছে, তোমার এসব লম্বা চওড়া কথা শুনে হঠাৎ হাত-পা চালালে—বুঝেছ?

বাঙ্গাল। আরে সাহব হাত পা চালাবে—তুমার মত কুকুরডা বিরেল্‌ডার উপর! আমার সাথে আর সাহবের কাম্ কি? এই সবারে ক্যালা দেহায়ে আমি তো চাকৃরি ছাইরে আমার রতিকান্ত দাদার চালের আরতে চল্লাম!

[বাঙ্গালের প্রস্থান।

জেকবের পুনঃ প্রবেশ।

ব-বা। দেখ সাহেব—স্পষ্ট কথা বলি, এই বিনোদ হালদারের জন্যেই সকলে এই রকম বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে!

বি। বটে? বাঙ্গালের কাছে ঠুকুনি খেয়ে ভাল-মানুষ আমি—আবার আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আরম্ভ করলেন? তা আমারও ঐ এক কথা! আমিও খদ্দর পরা ছাড়্‌বো না! এতে আমার চাকৃরি থাক্ আর নাই থাক্—

ব-বা। ঐ শুনুন সাহেব রোগীর মুখে রোগ ব্যক্ত হ'ল। ভাল করে শুন্‌লেন তো?

জে। Don't be so silly Burra Babu! উহার কাপড় জামার সাথে আমার আফিসের কামের কি আছে? বিনোদ খদ্দর পরিল তো Oliver Davis Coর আফিসের কি লোকসান হইল? Well Binode—go to your seat! You too Babus—

বি। All right Sir! Thank you Sir!

কে-গণ। Thank you Sir! Thank you Sir!

[সেলাম করিয়া কেরাণীগণ ও বিনোদের প্রস্থান।

ব-বা। তুমি জাননা সাহেব—বিনোদ ভয়ঙ্কর স্বদেশী! ওর দেখাদেখি আফিসের সমস্ত লোক স্বদেশী হয়ে উঠ্ছে!

জে। No, no—Binode is a very good fellow! হামার সব কাম্ খুব nicely করিয়ে দেয়! তুমি উহার সাথে লাগিওনা! I warn you Burra Babu!

ব-বা। All right—all right Sir! আর কখনও ওকে কিছু ব'ল্ছিনে! এবারটা আমাকে excuse—

জে। তোম্ কেয়া আছে Burra Babu? তোম্ কি স্বদেশী না আছে?

ব-বা। এঁ্যা—সে কি সাহেব? আমি স্বদেশী হ'তে যাব কেন? Why? what for?

জে। তুমি কি কাপ্ড়া পিনেছে দেখে!

ব-বা। এই দেখ সাহেব—ডাহা রেলির উনপঞ্চাশ! এই দেখ—লংক্লথের চাপকান! এই খাস্ মল্মলের পাকানো চাদর,—এ সব স্বদেশীর চোদ্দ পুরুষে ক'র্ত্তে পারে না! এই দেখ Whiteaway Laidlaw কোম্পানীর এখনও ছাপ মারা ফুল্ ইষ্টিসেন—

জে। Station? what's that?

ব-বা। মোজা—মোজা!

জে। Oh—you mean Socks! Very good Burra Babu! লেকিন তুমি তোমার বাড়ীতে—আপনার দেশওয়ালীর কাছে স্বদেশী বোলো কি নেহি?

ব-বা। যেখানে একটু শক্ত পাল্লা দেখি—সেখানে নিজেকে স্বদেশী ব'লে মুখে একটু জাহীর ক'র্ত্তে হয় বৈকি! নইলে মারধোর খেয়ে মর্ব্বো যে সাহেব!

জে। তা' হইলে তুমি heartily স্বদেশী না আছে?

ব-বা। একদম্ না! আমি স্বদেশী—একি কথনও সম্ভব হয়? আমি পদ্মলোচন কর্ম্মকার—এই Oliver Davis Coর আফিসে সতের' টাকা মাইনের বাজার সরকার থেকে—আজ সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনের বড়বাবু,—আমি স্বদেশী হ'তে পারি? বড্ড জোর ২০।৩০ৢ টাকা মাইনের পর্য্যন্ত কেরাণী স্বদেশী হ'তে পারে। তার উৰ্দ্ধে উঠ্‌লেই—সবাই ঘোরতর বিদেশী! See my head to tail—I am all Manchester and Battle of Killicrancie!

জে। I say Burra Babu! দেখো—আমি সব বাবুদের হাল জানে! আমি বাঙ্গালী বাবুদের খুব চিনে—specially যারা clerkএর কাম করে! যেত্তে আপনাকে স্বদেশী স্বদেশী বলে,—আমি জানে—That's all humbug! উহাতে আমার officeএর কিছু ক্ষতি কর্ব্বে না! But that Pelaram—he is a terrible chap! He is a black sheep in the flock—

ব-বা। ঐ পেলারাম তো? আরে বাপ্পুরে—সে ব্যাটা একেবারে সন্ত Great war! ওকে যে কেন এখনও জেলে দেয়নি—

জে। Don't talk irrelevant! ঐ পেলারাম এই অফিসের সমস্ত discipline নষ্ট করিবে!

ব-বা। তা' তো ক'রবেই! দেখ না সাহেব—বেলা এগারটা বাজে, এখনও দেখা নাই বাবুর! তা'র ওপর—কি লম্বা লম্বা কথা যে বলে,—শুন্‌লে পায়ের নখ থেকে চুল পর্য্যন্ত জ্বলে যায়! আমাদের তো কথায় কথায় মুখের ওপোর যাচ্ছেতাই বলেই। কথা প'ড়্‌লে তোমাদের গাল দিতেও কসুর করে না।

জে। Yes—I know that! He is a nuisance in the office! উহাকে এ আফিস হইতে সরাইয়া দিতে হইবে।

পেলারামের প্রবেশ।

পেলা। No fear—good morning সাহেব—

জে। Good morning Banerjee! কেত্তে বাজিয়াছে জান?

পেলা। এগারটা বেজে গেছে সাহেব no fear! আজকাল ক'দিন এই ট্রামের strikeএর দরুণ একটু late হ'চ্ছে!

ব-বা। তোমার তো একটা না একটা ওজর আপত্তি লেগেই আছে—

পেলা। তা' আছে বৈকি কর্ম্মকার মশাই! No fear—একটু ওজর আপত্তি না ক'র্লে চাক্‌রি থাক্‌বে কেন? সাহেবরা তো—আপনার যেমন—no fear—আমার তেমন বাপ-খুড়ো নয়!

জে। তুমি Daily এমন করিয়া late করিয়া আসিলে তোমাকে আর আফিসে আসিতে দিবে না—বড় সাহেব order দিল!

পেলা। No fear তা' কি ক'র্ব্ব সাহেব! আমায় অনেক কাজে ঘুরতে হয়!

ব-বা। কাজ তো আমার গুষ্টির মাথা! লোকের মড়া বইতে আফিস কামাই,—স্বদেশী fundএর চাঁদা সাধ্‌তে আফিসে late,—পরের

কন্যাদায়ের জন্যে এর ওর তা'র কাছে ভিক্ষে করা,—এই সব বাজে কাজ—

পেলা। No fear! এর কোনটাই বাজে নয়! No fear—আজ যদি হঠাৎ আপনি মারা যান—আর লোকজন না জোটে,—ও কামারের মুদ্দোর বইতে—তখন No fear এই প্যালারাম বাঁড়ুয্যেকেই শাস্ত্র-ধর্ম্ম ছেড়ে No fear—ঐ লাশ নিয়ে নিমতলায় পৌঁছে দিতে হবে।

জে। আমি তোমাকে last warning দিচ্ছে, তুমি আ'র একদিন—আসিতে late করিবে, তোমাকে আমি dismiss করিব।

পেলা। No fear—তাই কর না মাষ্টার! তা হ'লে আমি তো বেঁচে যাই। এ গোজন্মটা ঘুচে গিয়ে একবার মনিষ্যি জন্মটা গ্রহণ করি।

ব-বা। তা এতই যদি চাকরিটা ভার বোধ হয়ে থাকে—তা' হ'লে এতদিন চাকরি ক'চ্ছই বা কেন?

পেলা। No fear—বাঙ্গালীর ছেলের মজাই ঐটুকু! মাস গেলে নগদ ক'টা টাকার লোভ—বড় লোভ! সেই লোভে পড়েইতো বাঙ্গালী কেরাণীর এত দুর্গতি, এত লাঞ্ছনা, এত অধঃপতন! No fear—একটু মনের জোর করে যদি তেড়েফুঁড়ে একবার মাসকাবারী টাকা কটার মায়া ছাড়তে পারা যায়,—তা' হলে বাঙ্গালী নিজের অনেক উন্নতি ক'র্ত্তে পারে। কেরাণীগিরি ছাড়া—No fear—বিস্তর রোজগারের পথ পড়ে আছে। ব্যবসা আছে, বাণিজ্য আছে, দালালী আছে, চাষ-বাস আছে—নিদেন আলু-পটোল বেচ্‌তে পারলে রোজ ২৷৩টে টাকা চক্ষু বুঁজে রোজগার হয়। তা' তো ক'র্ব্বে না! ঐ মাসকাবারী ক'টা টাকার মায়া—ঐ পাখার নীচে বসে fanএর হাওয়া খাওয়া—ঐ নির্ঝঞ্ঝাটে কলম পিশে রোজগার! দুঃখ-দারিদ্র্য ঘোচা চুলোয় যাক,—এক বেলা ভাল করে পেট ভরে খেতেই পায় না! তার

ওপর—১৭।১৮ বছর বয়সে বে ক'রে বছরে বছরে ছেলে-মেয়ে! No fear—ব্যস—কেবল ক্ষিদের চোটে ঘটী ঘটী চা খেয়ে রক্ত-আমাশার সৃষ্টি ক'র্‌ছেন!

জে। তা' হইলে তুমি এক মাসের নোটীশ লও, আমি তোমাকে Dismiss করিতেছে!

পেলা। No fear—আর এক মাস গর্ভ-যন্ত্রণা কেন মাষ্টার? আজ থেকেই No fear—দাসত্বের এই কুত্তাজীবনের অবসান করি।

বড়-বা। চাকৃরি তো রোখ্‌ ক'রে ছাড়্‌ছ,—খাবে কি?

পেলা। No fear! খাব আপনার ঐ নীল রঙের চাঁদমুখের ছুটা চুমো আর লালদীঘির শ্যাওলাভরা পানি! খাব কি? No fear! Bachelor লোক—একটা পেট, মাথায় মোট বইব—কোদাল পাড়ব—No fear—বসুমতি—হিন্দুস্থান—অমৃতবাজার—সার্ভেণ্ট কাগজ বেচ্‌বো—নিদেন—No fear—আলু-নারকেলের ঘুগ্‌নিদানা বেচবো!

ব-বা। ভারি মান্যমানের কাজ। এমন আফিসের চাকৃরি ছেড়ে ভদ্র-লোকের ছেলে ঐ সব ছোট লোকের কাজ কর্ব্বে বই কি?

পেলা। No fear—কর্ম্মকার মশাই! বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলের merchant আফিসের সাহেবদের লাথি-জুতো খেয়ে কেরাণীগিরির চেয়ে এ সব No fear—অতি উঁচু কাজ, অতি ভদ্দরের কাজ, অতি মান্যবানের কাজ!

জে। I say Banerjee—will you please leave the office at once! তুমি চাকৃরি ছোড়িয়ে দিয়াছ—এখানে লাট সাহেবের মত দাঁড়াইয়া বহুৎ লম্বা লম্বা বাৎ ব'ল্‌ছে? I can't tolerate this sort of impertinence!

পেলা। No fear মাষ্টার জেকব! আমি ৬০৲ টাকা মাইনের petty clerk—বড় জোর বিশ বছর বাদে পুরোপুরি ১০০৲ টাকা মাইনে হবে। No fear—এতে আর আমি লাট সাহেব কেমন করে হব? লাট সাহেব হয়েছ বরং তুমি! শুধু লাট সাহেব নয়,—একেবারে Lord Queen Mary of Elizabeth the great Congo Territory! No fear মাষ্টার—মনে পড়ে? যখন ইহুদীর লেড়্কা এই আফিসে একটা ছেঁড়া আধময়লা পেন্টুলুন আর পাটকিলে রংয়ের বোতাম-বিহীন কোট্ এঁটে দু-পাটী দু-রকমের বুট প'রে এখানে গুদোমের বাক্সোগোণা সাহেব হয়ে ঢুক্‌লে? No fear—মনে পড়ে তখন এই পেলারাম বাঁড়ুয্যে হাতে ধরে ধরে কত কাজ শিখিয়েছিল! মাষ্টার! No fear—বাড়ী থেকে পরোটা, আলুর দম্ টিফিন্ তৈরি করে এনে দুজনে ভাগাভাগি করে খেতুম! No fear মনে পড়ে? ঐ বাদামতলায় দরোয়ানদের বেঞ্চিতে বসে কত উরুৎ বাজিয়ে আমার সঙ্গে গান গেয়েছ—"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল"—মনে পড়ে মাষ্টার? No fear বাবা! বরাৎকে বলিহারী যাই! দু-চার মাস তেড়ে বড় সাহেবের বাড়ী সপরিবারে, সগোষ্ঠী যাতায়াত ক'রে ক'রে একেবারে—No fear—ঝাঁ করে fortuneটা ফিরিয়ে নিলে! ব্যস্—oliver Davis co.র sale-master—মিষ্টার জেকব! আমার মত ফাতুস কেরানীদের একেবারে ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছ!

ব-বা। উঃ উঃ—তোমার সাহস ত কম নয়! তুমি—তুমি—দেখ্‌ছ সাহেব দেখ্‌ছ—এরাই হল একেবারে জ্যান্ত স্বদেশী! একেবারে সাক্ষাৎ congress and khilapat committee! এই তো যাকে বলে নির্ঘাৎ স্বদেশী ladder! এখুনি—এখুনি এর জেল হওয়া উচিত!

উঃ—সাহেবের—মাষ্টার জেকবের মুখের ওপোর এ সব ব'ল্লে কি ক'রে? এতো একেবারে সাক্ষাৎ Bomb case!

পেলা। No fear বাবা কর্ম্মকারের পো! Bomb আমার বেজায় তেতে উঠেছে—No fear—একটু তফাৎ যাও,—নইলে এখুনি Burst করে তোমার গুষ্টি-শুদ্ধকে Roast ক'রে ফেল্‌বে!

জে। Mister Banerjee আমি তোমার সহিত কেজিয়া ক'র্ত্তে চাহেনা,—তবে হামার একটা কথা শুন; তুমি যদি কাম্ করবে—তবে আফিসের discipline রাখিয়া কাম্ করো, হামি তোমাকে কুছু ব'ল্‌বে না! আউর যদি এমন ধারা বাৎচিৎ ক'র্ব্বে—তবে কাম্ resign দেকে চলা যাও। দেখো—হামার আফিসের সব বাবুলোক যদি তোম্‌রা মাফিক spirited হোয়, তবে আমি কেমন করিয়া office চালাইবে? তোমার কথা শুনিয়ে শুনিয়ে একদিন দেখিবে কি—আফিসে সব strike করিয়াছে—কাম্ ছোড়িয়েছে—আফিসে clerkলোক বহুৎ গোলমাল লাগিয়েছে!

পেলা। No fear—মাষ্টার—চাক্‌রি আমি আর ক'র্ত্তে পা'র্ব্ব না! আমার দ্বারা সত্যি আর চাক্‌রি-বাক্‌রি হবে না! No fear—আমি resign দিচ্ছি,—ইচ্ছে হয় আমার মাইনেপত্তর চুকিয়ে দাও,—আর না দাও, তা'তেও no fear! নবগ্রামে আমার মামা মস্ত জমিদার, মৎলব করিছি, নিদেন সেখানে গিয়ে "মামা'র ভাতে লম্বা কোঁচা" ওড়াইগে। তবে no fear—ঐ যে ব'ল্‌ছ,—আমার কথা শুনে তোমার আফিসে clerks—কেরাণীর দল strike ক'রে কাজ ছেড়ে দেবে,—তা'তে মাষ্টার—একদম্ no fear! আমি তোমায় এইটুকু বড় গলা ক'রে ব'ল্‌তে পারি যে, ধর্ম্মঘট্ ক'রে একদিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য উঠ্‌তে না পারেন,—ধর্ম্মঘট্ ক'রে—গাধা—গরু—কুকুর—শেয়াল—একদিন-

কাজকর্ম্ম করা বন্ধ ক'র্ত্তে পারে, কিন্তু এই Merchant officeএর মহাত্মা কেরাণীকুল কখনই তা' পা'র্ব্বে না—ক'র্ব্বে না—ক'র্ব্বার শক্তিও নাই! এই অপদার্থ অথচ হতভাগ্য কেরাণীদের লাথি জুতো ঝাঁটা মার—এরা আস্‌বে! এদের বিশ বছর এক মাইনেতে রেখে দাও—এরা কাজ ক'র্ব্বে! এদের মাইনে কমিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ টাকা অবধি বড়বাবুর মাইনে Limit করে দাও,—এরা কিছুতেই চাকুরি ছাড়্‌বে না! এদের জন্য সাহেব—তোমাদের no fear!

[প্রস্থানোদ্যত।

ব-বা। বলি চ'ল্‌লে যে সত্যি চাকুরিটা ছেড়ে! ভাল মানুষ সাহেব,—একটু খোসামোদ করে—কাজ-কর্ম্ম করনা!

পেলা। No fear—কেন বাবা পেছু ডাক্‌লে? একটা মস্ত কাজ নিয়ে মামার বাড়ী যাচ্ছি! সাহেবের খোসামোদ যদি পেলারাম বাঁড়ুয্যে ক'র্ত্তে জান্‌তো—তা' হ'লে আজ পদ্মলোচন কর্ম্মকার Oliver Davisএর বড়বাবু হোতো না—আজ তা' হ'লে—বড়বাবু এই মাষ্টার পেলারাম বাঁড়ুয্যে! No fear! ফাল্‌-পেটা ছেড়ে পৈতৃক জাত-ব্যবসা ভুলে—খোসামোদ ক'রে—বড়বাবুত্ব লাভ ক'রেছ! No fear—আরও একটু ক'সে ঐ বুটের তলায় Mustard oil মর্দ্দন কর, কামারের ন্যাড়া-গুষ্টির ছিলে হ'য়ে যাবে।

[পেলারামের প্রস্থান।

জে। Peculiar chap! সত্যি নোক্‌রি ছোড়্‌কে চলিয়া গেল? এ সব তোমাদের বাঙ্গালী লোকের কি হইয়া উঠিল?

ব-বা। কিছু না—কিছু না! সোডা-ওয়াটার বোতলের জলের ভাব! প্রথম খোলবামাত্র এই—ফড়াক্ বুড়্—বুড়্—বুড়্—বুড়্! তার পরেই একেবারে পেঁকো পুকুরের Ice lemonade! ঐ তো

পেলারাম মুখে লম্বাই চওড়াই মেরে ৬০৲ টাকার চাকরিটা এক কথায় ছেড়ে দিলে! ঐ জায়গায় কালই দেখ্‌বে সাহেব—২০৲ টাকা মাইনের জন্যে পাঁচহ'গুণে পঁচাত্তর হাজার কেরাণী জুটবে।

জে। I know that Burra Babu!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

নরনারীগণ।

গীত।

(যদি) ভদ্দর হওতো খদ্দর পরো ভাই—
কদর বাড়বে দেশে।
পর-এস্তাজারি—(কি ঝকমারি!)
ছাড়না চাকরি,
মনটা দাওনা চাষে॥
খুব ক'রেছ বাবুগিরি পরে মিহিধুতি,
অঙ্গে দিয়ে হ্যাট্‌কোট্‌ প্যাণ্ট্‌
পরের ঘরের জুতি;—
(তোমার) আপন হাতে বোনা তুলোয়
চর্‌কা-কাটা সুতি,—
একবার চড়িয়ে তাঁতে হওনা তাঁতি;

(পাবে) "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়"—

পরনা তাই হেসে ॥

দেশের ছেলে দেশের সাজে,

চল না ভ[illegible] ধাঁজে ;

যাওনা লেগে দেশের কাজে

ছাই দিয়ে মান[illegible]জে ;—

মান্য গণ্য পুণ্যবান সে—

মায়েরে যে ভালবাসে ॥

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবগ্রাম—পথ।

গোপাল ও বালকগণ।

গীত।

আমরা দেখ্‌তে যাব রাজার ছেলে।
আজব সহর ক'ল্‌কেতা, সবার সেথা রাজকেতা,
কে রাজা কে প্রজা সেটা চিন্‌তে ঘুরে যায় মাথা;
প'র্‌লে ধুতি ব'ল্‌বে "গোলাম,"—সাজ্‌লে "সাহেব" পাবে সেলাম,
(তখন) বুক ফুলিয়ে চ'ল্‌বে পথে, ড্যাম্ নেটিব্‌দের ঠেলে॥
(তবে) শুন্‌ছি এবার রাজার কুমার দেখ্‌তে যাবে যে,
ছশো খাতির সাতশো আদর পাবে সেথায় সে;—
এমন সুযোগ ছাড়্‌লে ও ভাই, ম'র্ব্ব আপ্‌শোষে;—
(এবার) নেইকো রুলের গুঁতোগুঁতি,———
(কেননা) ভীড় হবে না মূলে॥

গোপাল ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান]

গোপা। এরা সবাই ক'ল্‌কাতায় চ'ল্ল! আমাকে নিয়ে গেলনা! রাজার ছেলে আস্‌ছে, কত পয়সা দেবে,—টাকাকড়ী দেবে,—আমি কিছুই পাবনা! আমাকে কে নিয়ে যাবে? হা ভগবান! আমার মা ছুঃখিনী ব'লে আমরা কোন আমোদই ক'র্ত্তে পাইনা!

ক’ল্‌কেতা? সে এখান থেকে কতদূর? কোন্ পথ দিয়ে যেতে হয়? কেমন ক’রে যাব? সেখানে শুনিছি আমার পেলাদাদা আছেন! কে আমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবে?

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোব। কি গো খোকাঠাউর! কাঁদ্‌ছ ক্যানে? তোমারে মার্‌লেক্ কে কওতো শুনি!

গোপা। কেউ মারেনি গোবর্দ্ধন! সবাই ক’ল্‌কাতা চ’লে গেল,—তিনু, হরি, সিধু, বিনোদ, কমল, মাণিক, দাসু, সতু,—সবাই তাদের বাবার সঙ্গে ক’ল্‌কাতায় রাজার ছেলে দেখ্‌তে গেল, আমায় কেউ নিয়ে গেলনা!

গোব। তোমায় নিয়ে গেলনা ক্যানে?

গোপা। আমায় কে নিয়ে যাবে গোবর্দ্ধন,—আমার কি বাবা আছেন? আমার মা যে দুঃখিনী বিধবা!

গোব। আরে কও খোকাঠাউর—তোমার ক’ল্‌কাতা যাবার ভাওনাটা কি! তোমার মামু জমিদার—বড়নোক, তেনার কত ট্যাকা—

গোপা। মামাবাবু দয়া ক’রে আমাদের দুটী খেতে দেন—তাইতে দিনের মধ্যে বিশবার আমাকে আর মাকে কত গালমন্দ করেন; আমি ক’ল্‌কাতা যেতে চাইলে আমাকে গলা টিপে মারবেন। তিনি যাবেন—মামিমারা যাবেন—বাড়ীর আর সব ছেলেমেয়েরা যাবে। কেবল আমি আর মা বাড়ীতে প’ড়ে থাক্‌ব!

গোব। আহা—হা—তোমারে সাথে নিয়ে যাবেক্ নি? ইস্—তোমার মামাঠাউর তো ভারি শয়তান নোক! আমরা খুব জানি তেনারে! খাজনার তরে আমাদের সাথে যে দুধ্‌মুদি করে—

গোপা। তুমি ক'ল্‌কাতায় যাবে গোবর্দ্ধন ?

গোব। যাবনি ? রাজার ছেলে এস্‌তিছে,—কত নভৎ শানাই বাজ্‌বেক্,—কত গুড়-মুড়ি বিলি হবেক্,—কত মশাল জ্বল্‌বেক্,—কত ছুঁচোবাজি পুড়বেক্,—কত বড় বড় ব'ল্‌দের গাড়ী—ঘোড়গাড়ী ছুট্‌বেক্,—এ সব দেখ্‌বনি ?

গোপা। আমাকে তুমি নিয়ে যাবে গোবর্দ্ধন ?

গোব। হাঁ। চলনা এখুনিই লিয়ে যাই!

গোপা। তুমি কখনো ক'ল্‌কাতায় গিছ্‌লে ?

গোব। না—তা যাইনি বটেক্! তবে আমি ক'ল্‌কাতা যাবার পথ-ঘাট সব জেনে লিইছি। ক'ল্‌কাতার খবর সব আমার জানা আছে,—আমার তালুই মশয়ের যে লৈতুন বাজারে গুড়ের কারবার আছে গো! তুমি এস আমার সাথে—

গোপা। তা হ'লে মাকে বলে আসি—

গোব। এই সব মাটী ক'রবেক্ খোকাঠাউর! আরে—তুমি এমন হেবুলো ক্যানে ? মায়েরে ব'ল্লে কি আর তোমারে যেতে দিবেক্ ? চল—ইষ্টিসনে যেয়ে টিকিস্ কেটে মজা করে বসে—গড়্ গড়্ গড়্ গড়্ ক'ল্‌কেতাবিগে চলে যাই!

গোপা। মা যে ভাব্‌বে!

গোব। আরে ক্যানে ভাব্‌বেক্ ? ক'ল্‌কেতা আর হাঁথা থিকে কতদুর গো ? বিশ ক্কোস্ কি ষাট কোস্ হবেক্! দু'জনে মজা করে যাব,—রাজার ছেলে দেখ্‌ব—আবার সাঁঝের বাতি জ্বাল্‌তে না জ্বাল্‌তে মজা করে ঘর্‌কে ফিরে এস্‌ব! এস—চলে এস!

গোপ। আজই ফিরে আস্‌তে পার্‌বো গোবর্দ্ধন ?

গোব। লিয্যস্! আজই ফিরে এস্‌ব বইকি ?

গোপ। এখান থেকে ইষ্টিসান্ তো অনেক দূর!

গোব। তুমি বড় কথা কাটুতে লেগেছ খোকাঠাউর! হিষ্টিসেন আমাদের গাঁ থেকে কতদূর কওতো? হাই—দুটো কি তিনটে মাঠ পার হয়ে কালীপুর ডাকঘর,—তারই কোলে দু'তিন রসি তফাতে র‍্যালের হিষ্টিসেন!

গোপ। তা আমার কাছে তো পয়সা নেই গোবর্দ্ধন! রেলের টিকিট্ কিন্‌ব কোথেকে?

গোব। আরে—তিপান্তির হাটে একশোটা ফুল-কপি আজ বেচেছেনু—হাই ত্থাখ—দশটা টাকা আছে! চল—চল—বাজে বোকোনি!

[গোপালকে লইয়া গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।

গ্রাম্য-যুবকগণের প্রবেশ।

১ম। গ্রামের উন্নতি ক'র্ত্তেই হবে—তা নইলে স্বরাজ কিছুতে লাভ করা যাবেনা!

২য়। সে তো আমি বরাবই ব'ল্‌ছি! কেউতো আমার কথা শুন্‌বে না—

৩য়। তা—কি কি ক'র্ত্তে হবে বল! উন্নতি ক'র্ত্তে হবে—উন্নতি ক'র্ত্তে হবে—কেবল ক'মাস ধরে মুখেই তো ব'ল্‌ছ!

১ম। মুখে ব'ল্‌তে ব'ল্‌তেই কাজে হবে! প্রথমতঃ—ধর,—ক'ল্‌কেতায় যাওয়া একেবারে বন্ধ করা চাই!

৩য়। সেটা সকলের কি রকম ক'রে হবে? যা'রা চাকৃরি করে,—যা'রা ইস্কুল কলেজে পড়ে'—তা'রা ক'ল্‌কেতায় না গিয়ে কি ক'রে থাকৃবে?

২য়। সব ছাড়্‌তে হবে! পড়াশুনো ছাড়্‌তে হবে—চাকৃরি ছাড়্‌তে হবে—

৪র্থ। এঁ্যা—বল কি? পড়াশুনো ছাড়্‌তে হবে? আজ বাদে কাল

আমাকে "এম্ এ" দিতে হবে—এ সময় আমি ফস্ ক'রে পড়াশুনো ছাড়্বো? ছেড়ে কি ক'র্ব্বো?

১ম। চাষ-বাস ক'র্ত্তে হবে! ঘরে বসে চরকায় সুতো কাটতে হবে—লাঙ্গল ঘাড়ে করে মাঠে নিয়ে গিয়ে—চাষাদের সঙ্গে মিশে—লাঙ্গল দিতে হবে! গ্রামে National School স্থাপন করে—অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকদের শিক্ষিত ক'র্ত্তে হবে,—নিজেরা কোমর বেঁধে রাস্তা ঘাট পুকুর ডোবা নালা পগার পরিষ্কার ক'রে—গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিবারণ ক'র্ত্তে চেষ্টা ক'র্ত্তে হবে!

২য়। শুধু তাই নয়—গ্রামে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে তুল্‌তে হবে! দলাদলি,—রেষারিষি—ঝগড়া বিবাদ,—এ সমস্ত তুলে দিতে হবে! প্রাণপণ ক'রে—এমন কি যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে—যদি বিপন্নকে উদ্ধার ক'র্ত্তে হয়,—যদি গ্রামবাসীর দুঃখ দূর ক'র্ত্তে হয়,—তা'তে কিছুতেই ইতস্ততঃ ক'ল্লে চ'ল্‌বে না!

৪র্থ। আমি বলি কি বেণীদা'—আমাকে ক্ষেমাঘেন্না করে দু'একটা মাস ছেড়ে দাও,—আমি এম্-এ একজামিন্‌টা চোক্‌কাণ বুঁজে দিয়ে আসি!

৩য়। আমার ভাই—কিন্তু আপাততঃ চাক্‌রিটা কিছুতেই ছাড়া চ'ল্‌তে পারে না। জানতো—আমার এমন পুঁজি নেই,—যা'তে দু'একমাস ব'সে খেতে পারি! তার ওপোর,—বাবা অনেক টাকা দেনা রেখে মারা গেছেন,—সে সব তো শুধ্‌তে হবে!

১ম। ও সমস্ত ভাব্‌তে গেলে দেশের কাজ হবে কি ক'রে? চাক্‌রিও ছাড়্‌তে হবে—লেখাপড়াও ছাড়্‌তে হবে! ক'ল্‌কেতা যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়ে—এই পাড়াগাঁয়ের মাটী কাম্‌ড়ে প'ড়ে থাক্‌তে হবে!

৪র্থ। রাজী আছি। কিন্তু পেটে না খেয়ে তো দেশের কাজ ক'র্ত্তে পার্‌ব

না? দু'বেলা দুটো খেতে পাই কিসে,—মাগ ছেলে—ছোট ছোট ভাই-বোন্‌গুলো,—বুড়ো-মা,—এদের খাওয়াই কেমন করে? এর একটা বন্দোবস্ত না ক'রে—কি রকম ক'রে কি ক'র্ব্ব?

২য়। তা হ'লে বুঝ্‌লুম—তোমরা দেশের কাজ ক'র্ত্তে কেউ রাজী নও?

অন্যান্য সকলে। সম্পূর্ণ রাজী—কিন্তু অনাহারে নয়!

রাধাশ্যামের প্রবেশ।

রাধা। অনাহারে কেন? আমি তার ব্যবস্থা ক'চ্ছি! তোমরা যদি সবাই গ্রামে থেকে—গ্রামের কাজে লাগ্‌তে পার,—যে ক'দিন না চাষবাস ক'রে—কি কোন রকম কারবার ক'রে—কি কলকারখানা ক'রে, নিজেদের জন্যে রোজগার ক'র্ত্তে সক্ষম হও,—আমি তোমাদের জন-কতকের—যাদের চাকুরি ছাড়্‌লে—একেবারে আহার বন্ধ—সংসার চলা বন্ধ হবে,—তাদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ভার নিচ্ছি! এসতো ভাই—কে গ্রামের উন্নতি ক'র্ত্তে চাও—এস তো দেখি!

সকলে। (নিরুত্তর)

১ম। কি হে বেণী—কি হে সুবোধ—কি হে ব্রজ—কথা কইছনা যে? রাধাশ্যামের কথার উত্তর দাও।

৩য়। একবার বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে—

৪র্থ। হুজুরিমল্‌স্ লেনে আমার মামাতো ভাই আছেন,—তাঁরি underএ চাকুরি করি—একবার তাঁকে না ব'লে ফস্ ক'রে—

৫ম। বৌবাজারের মেসে তেতলায় একটা comfortable ঘর পাওয়া গেছে,—তার advance ভাড়া দেওয়া হয়েছে—

৬ষ্ঠ। এখানে যে রকম ম্যালেরিয়াতে ভুগ্‌ছিলুম,—ক'ল্‌কেতায় গিয়ে

যাহোক্ একটু সাম্‌লে উঠিছি,—আবার এখানে বাস ক'র্ত্তে হবে—বড় মুস্কিলের কথা!

রাধা। তা বুঝিছি! গ্রামের ওপোর ভালবাসাটা এখন কেবল ঠোঁটে আর জিভে লেগে আছে—প্রাণে পৌঁছয়নি!

৩য়। কি জান ভাই রাধাশ্যাম—তোমার বাবা অনেক পয়সা রেখে গেছেন,—তোমার তো আর খেটে খেতে হয় না! এই স্বদেশী হুজুকে পড়ে—সখ্ ক'রে দিনকতকের জন্যে দেশে এসে ভর ক'রেছ—

৪র্থ। তারপর একদিন ম্যালেরিয়ায় কোঁ-কোঁ ক'রে প'ড়্‌লে—তখন ক'ল্‌কেতা তো ক'ল্‌কেতা,—বিলেত পর্য্যন্ত পালাতে পথ পাবে না!

অন্যান্য। হ্যাঁ—সে কথা ঠিক্—সে কথা ঠিক্!

রাধা। কথাটা যা' ব'ল্‌ছ—তা মিথ্যে নয়! কিন্তু ভবিষ্যতে কি ক'র্ব্ব না ক'র্ব্ব,—সে নিয়ে তোমরা বর্ত্তমানের প্রস্তাবটায় আমাকে নিরুৎসাহ ক'চ্ছ কেন? জন্মাবধি তো ক'ল্‌কেতায় বাস ক'চ্ছিলুম;—যতদিন বাবা মা বেঁচেছিলেন—পাঁচ বছর অন্তরও একবার দেশে এসেছিলুম কি না সন্দেহ! কিন্তু হঠাৎ যখন ক'ল্‌কেতার বাড়ী-ঘর-দোর বিক্রি ক'রে—সহরের সমস্ত সুখভোগ বর্জ্জন্ ক'রে—দেশের ছেলে দেশে ফিরে এসে—তোমাদের মুখপানে চেয়ে গ্রামের উন্নতি ক'র্ব্ব বলে তোমাদের আহ্বান ক'চ্ছি,—তখন আমাকে এম্‌নি করে নিরুদ্যম করা কি তোমাদের উচিত?

১ম। দেখ ভাই রাধাশ্যাম—তবে সত্যি কথা বলি। গ্রামের উন্নতি ক'র্ত্তে আমরা সকলেই একরকম কোমর বেঁধেছি ব'ল্লেই হয়,—কিন্তু কোমরে একটা বল না হ'লে—সে কোমর বাঁধা না বাঁধায় কোন ফল নেই! তুমি যদি অত টাকার মালিক হয়ে—আমাদের পেছনে সত্যিই

দাঁড়াতে পার,—তা হ'লে আমরা এমন ভাবে কাজ-কর্ম্ম দেখিয়ে দোবো,—যা' তুমি কখনো কল্পনায়ও আননি!

রাধা। আমার কথায় বিশ্বাস ক'র্ত্তে হবেনা ভাই—আমার কাজেই আমার পরিচয় পাবে। কিন্তু কিছু মনে কোরোনা,—টাকার সাহায্য পেলেই কি তোমরা প্রাণ দিয়ে পাড়াগাঁয়ে থেকে কাজে লাগ্‌তে পার্ব্বে?

সকলে। (সোৎসাহে) নিশ্চয়—নিশ্চয়!

৩য়। আমি একজামিন্‌টা শেষ ক'রে এসেই তোমার সঙ্গে লেগে যাচ্ছি—

৪র্থ। আমি এক মাসের নোটিস্ দিয়ে চাক্‌রিটা ছেড়ে মাইনে নিয়ে দেশে এ'সে ব'স্‌ছি দেখনা—

৫ম। আমি তো একরকম দেশে রয়েছি ব'ল্লেই হয়! হরতালে অফিস্ যেতে পারিনি ব'লে চাক্‌রিটা খতম হয়েছিল,—৫।৭।১০ জায়গায় দরখাস্ত করিছি,—এক্‌টা যাহোক্ reply পেলেই নিশ্চিন্ত হই আর কি!

রাধ। আচ্ছা—তোমাদের আমি পীড়াপীড়ি ক'র্ত্তে চাইনা; যার ইচ্ছে হয়, সে আমার সঙ্গে এসে যোগদান করুক্,—আমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে কা'কেও কাজে লাগাতে চাইনা! নিজের ইচ্ছে হওয়া চাই।

দীনু মণ্ডলকে লইয়া কয়েকজন বালকের প্রবেশ।

১ম। কিরে ভণ্টুলে—কি হ'য়েছে?

১ম বা। বেণীদাদা—এই দীনে মোড়ল ব্যাটা ক'ল্‌কেতা থেকে এই দেখ দু'জোড়া বিলিতি কাপড় কিনে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—

২য় বা। আমরা ঐ তক্কে তক্কে ঘুচ্ছি,—ব্যাটা আমাদের চোখে ধূলো দিতে পারে? কেমন ধরিছি বল!

১ম। বেড়ে করিছিস্ মণ্টু—খুব হুঁসিয়ার ছোক্‌রা তোরা! হ্যাঁরে

ব্যাটা দীনে! ব্যাটা মোড়লের পো! ব্যাটা সদ্‌গোপকুলাধম! চাষার ব্যাটা চাষা! আবার যে বড় বিলিতি কাপড় কিনে আন্‌লি?

দীনু। (সভয়ে) এজ্ঞে—দা'ঠাউর—দেশী বিলেতি ঠিক্ ঠাওর ক'ত্তে পান্নু না! দামে সস্তায় দিলেক্—তাই কিনু এনে ফেনু! আর এমনটা হবেনি দা—ঠাউর! এব্‌রে ক্ষেমাঘেন্না কর!

২য়। না—ক্ষমা হ'তেই পারেনা! দাওতো হে—কা'র কাছে দেশ্‌লাই আছে,—ওরই সাম্‌নে ওর কাপড়খানা জ্বালিয়ে দাও—

দীনু। দোই দা—ঠাউর—দোই ছোটবাবু—এব্‌রে মাপ্ কর! আর কোন্ শালা—বিলেতি কুম্‌ড়ো পর্য্যন্ত চাষ ক'র্ব্বে! এব্‌রে মাপ কর—

১ম। কথায় কাজ কি? দে'না বিনুদে—সব কাপড়গুলো পুড়িয়ে! কি বল রাধাশ্যাম,—ব্যাটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া যাক্!

রাধা। ওতে তো শিক্ষা দেওয়া হবেনা—বরং শত্রুবৃদ্ধি করা হবে! স্বদেশিতা ক'র্ত্তে গিয়ে স্বদেশীকে শত্রু করা কি ভাল?

১ম। শত্রুতা কি আবার? ও ব্যাটা দেশের লোক হয়ে কিনা বিদেশী কাপড় কিন্‌ছে?

২য়। এই সেদিন সর্ব্বমঙ্গলার মাঠে অমন-করে বক্তৃতা দেওয়া হ'ল,—তবু বেটা বিলিতি জিনিষ কিন্‌লে?

রাধা। তোমাদের অঙ্গে কি কা'রও বিলিতি জামাকাপড় কিছু নেই?

১ম। নিশ্চয়ই না। আর যদিও দু'একজনের থাকে—সে সমস্ত আগেকার কেনা!

রাধা। আগেকার কেনা? তাহ'লে তো সেগুলু এক্ষুনি পোড়ানো দরকার! কারণ, তার উপসত্ত্ব যথেষ্ট ভোগ করা হয়েছে,—সেগুলু পোড়ালে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই! দাও ভাই,—তোমাদের অঙ্গে বিলিতি

যেগুলু আছে—সেগুলু খুলে খুলে দাও,—তারপর এ দু'জোড়া কাপড় পোড়াবে!

২য়। তোমারও বাড়ীতে অনেক বিলিতি জামাকাপড় আছে দেখিছি,—তুমিও তা'হ'লে সেগুলু পোড়াও! আর দেখি—দেখি তোমার জামা-কাপড়! (পরীক্ষা করণান্তর)। নাঃ—এগুলু খদ্দর বটে! তা বাড়ীর গুলু পোড়াবে তো?

রাধা। কেন পোড়াব? আমি তো এর কাপড় পোড়াব বলিনি! আর তোমরা যদি তোমাদের সমস্ত বিলিতি জিনিষ পোড়াতে বা নষ্ট ক'র্ত্তে পার,—তাহ'লে নিশ্চয় জেনো,—আমি আমার বিলিতির গন্ধ যা'তে আছে—তা এখুনি পুড়িয়ে দোবো—নষ্ট ক'র্ব্ব!

১ম। যাক্,—যাক্ ভাই রাধাশ্যাম—আপ্‌না আপনির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করায় দরকার নেই!

২য়। তা'হ'লে তুমি কি ব'ল্‌তে চাও—স্বদেশীদ্রব্যপ্রচলনের জন্য চেষ্টা করাটা অন্যায়?

রাধা। জোরজবরদস্তি করা অন্যায়! চেষ্টার অনেক উপায় আছে। Example is better than precept! নিজেরা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লোককে শিক্ষা দিই এস ভাই! এই যে গরীব চাষার রক্ত-ওঠা পয়সা দিয়ে কেনা, বিলিতি কাপড় দুজোড়া পুড়িয়ে দিচ্ছ,—তা'তে স্বদেশের লাভটা কি হ'চ্ছে আগে দেখ! যখন কেনা হয়ে গেছে,—তখন তো বিদেশীর ঘরে পয়সাটা গিয়েই পড়েছে,—সেতো এখন আর ফিরবে না!

১ম। কিন্তু ওর কাপড় দু'জোড়া পুড়িয়ে দিলে—ওরও একটা শিক্ষা হবে, অন্যান্য লোকদেরও একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেওয়া হবে!

রাধা। খুব ভুল—বেণীমাধব—ওটা মস্ত ভুল! "ভয়ে" আর "প্রেমে"

আকাশ পাতাল তফাৎ! এই যে আজ ওর দশটা টাকা অর্থদণ্ড ক'রে ওকে শিক্ষা দিতে চাচ্ছ,—এর ঘা শুখোতেই ওর দশ বছর কেটে যাবে,—ও স্বদেশপ্রেম শিখ্‌বে কি?

দীনু। ছোট বাবু মশাই! দা-ঠাউর! আর আমারে লজ্জা দিওনি! আমি আমার দোষ বুঝ্‌তে পেরেছি! এই ন্যাও বাবু—সুমুন্দির বিলেতি কাপড় দু' জোড়া নিয়ে পুইড়ে ফ্যালাও—ছিঁড়ে কুট্‌কুটি ক'রে ফ্যালাও,—আমার কোন দুষ্‌কু নেই! ছোট বাবুর কথায় আমার চ্যাতন হয়েছে! আমি ঠিক্ বুঝিছি,—আমরা এ দ্যাশের নোক্—এই দ্যাশেরই বোনা কাপড় পরবো!

রাধা। তোমার কাপড় দু' জোড়া আমি কিনে নিলুম দীনু,—এই নাও দশটা টাকা দিচ্ছি,—আরও যদি বেশী প'ড়ে থাকে বল—

দীনু। আরে কিসের দশ টাকা ছোট বাবু? তোমার বাপ-মার ছিচরণ জোরে—দীনু মোড়ল দশটা বিশটে ট্যাকা জরিমানা দিতে কাতর লয়! তোমাদের মান্যিমানের কথা ঠেলে যেমন অপরাধ ক'রেছি,—ঐ দশটাকা সাড়ে বারো আনা—তোমাদের কাছে জরিমানা দিয়ে দীনে মোড়ল প্রাচিত্তির ক'ল্লে!

(দীনুর প্রস্থান)

রাধা। ডাকো—ডাকো—বেচারীকে দামটা গছিয়ে দিতে হবে—

বালকগণ। অ-দীনু—শোন্—শোন্—অ-দীনু——

(বালকগণের প্রস্থান)

১ম। আশ্চর্য্য বটে! ব্যাটা চাষা—ঝাঁ ক'রে বুঝ্‌দার হ'য়ে উঠ্‌ল? ভাগ্যে ব্যাটাকে পাক্‌ড়ে ধরা গিছ্‌লো!

২য়। তা আর বল্‌তে? ব্যাটা মুখে শাওঘুড়ি মেরে গেল বটে,—কিন্তু আমাদের ভয়েই এ রকমটা ক'ল্লে! কি বল রাধাশ্যাম?

রাধা। যে যা বুঝেছ—তাই বুঝেই থাকনা ভাই,—আমার মতামত জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

৩য়। তা যাক্ সে কথা! রাধাশ্যাম! সত্যি কি তুমি আর ক'ল্‌কেতায় যাচ্ছনা?

রাধা। যাবনা মানে? ক'ল্‌কেতার মাটী মাড়ালে কি জাত যাবে নাকি?

১ম। না—তা নয়! ও ব'ল্‌ছে যে ক'ল্‌কেতায় আর বসবাস ক'র্ব্বে না? বাড়ীটা কি সত্যি বিক্রী ক'রেছ?

রাধা। এখনও কি তোমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে নাকি? বিশ্বাস না হয়,—একবার খোঁজখবর নিতে পার!

২য়। বেচে ফেল্‌লে কেন?

রাধা। কারণ অনেক আছে। তবে দেনার দায়ে বেচিনি—এটুকু স্থির। আরও একটা কথা,—একটা মাড়োয়ারি দেড়া দর দিলে, তাই ভাব্‌লুম,—দূর হোক্—এতটা টাকা মবলক পাওয়া যাচ্ছে,—আর কার জন্যেই বা বাড়ীঘর রাখি? তিন কুলেও কেউ নেই,—বিয়ে-থা করিও নি—ক'র্ব্বও না! দেশের ভিটেটায় সন্ধ্যে পড়েনা,—তাই দেশের ছেলে দেশে এসে ব'স্‌লুম!

১ম। বেশ ক'রেছ ভাই—ভালই ক'রেছ। আমরা তোমার মতনই একজন লোক খুঁজ্‌ছিলুম! দুখের কথা ব'ল্‌ব কি ভাই,—দুটো চরকা কিনে সুতো কেটে একটু স্বদেশের কাজ ক'র্ব্ব—তা'রও পর্য্যন্ত কোন উপায় নেই! নিজেদের তো সামর্থ্য নেই,—উপরন্তু কা'রও কাছে—চারটে ক'রে পয়সা চাঁদা আদায় হয়না!

রাধা। জমীদার মাণিকচাঁদ বাবু কি বলেন? তিনি তো লোকজনকে ঠকিয়ে অনেক নগদ টাকা ক'রে বসেছেন! তাঁ'র কাছ থেকে কিছু আদায় করনা!

২য়। তা'র কথা বোলোনা,—সে শালা! শুধু শালা কেন—শালার ঘরের শালা! প্রজাদের সঙ্গে যে রকম ইতরপণা ক'চ্ছে—তাদের ওপোর যে রকম অত্যাচার ক'চ্ছে,—তা আর বল্‌বার কথা নয়! তোমার বাপের তো অনেক টাকা মেরে ব'সে আছে,—তুমি কিছু আদায় ক'রে নাও না!

রাধা। আরে—দুঃখের কথা ব'লব কি,—এই তিন মাস গ্রামে এসেছি,—তা একদিনও দেখা ক'র্ত্তে পাল্লুম না! যখুনি যাই,—বলে—"অন্দরমহলে আছে—শরীর অসুস্থ!" টাকাগুলো জলে গেল আর কি!

১ম। কতটা টাকা হবে রাধাশ্যাম?

রাধা। সে আর শুনে হবে কি ভাই? আমি সে টাকার আশা এক রকম ছেড়েছুড়ে দিয়েছি!

৩য়। নালীশ করনা! সাক্ষিসাবুদ—লেখাপড়া-টড়া কিছু নেই?

রাধা। এক রকম নেই ব'ল্লেই চলে! পাকাপাকি লেখাপড়া হবার সময় বাবা মারা গেলেন,—কাজেই কিছু হ'লনা!

১ম। তোমার বাবাওতো আচ্ছা লোক! দস্তরমত লেখাপড়া না করে নিয়ে টাকা দিয়েছিলেন কেন?

রাধা। ঐটুকুইতো বাবার ভুল হয়েছিল! বাবাকে "দাদা—দাদা" বলে খুব খাতির ক'র্ত্তেন,—বাবা Retire ক'রে ক'ল্‌কেতায় এসে ব'স্‌লে—যখন তখন বাবার কাছে বৈষয়িক পরামর্শ নিতে যেতেন,—বাবাকে যখন তখন নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ীতে এনে খাওয়াতেন,—দেশে এসে বসবাস কর্ব্বার জন্য কত পীড়াপীড়ি ক'র্ত্তেন! বরাবর আমাদের খালি বাড়ীটার তদারক ক'র্ত্তেন,—গাঁটের পয়সা পর্য্যন্ত খরচ ক'রে মেরামত ক'রে দিতেন! এই রকম পাঁচ রকমে বাবার মনে খুব বিশ্বাস জন্মে দিয়েছিলেন! ব্যস্—তা'রপর একদিন হঠাৎ কেঁদে গিয়ে বাবার কাছে

প'ড়্‌লেন—"বিশ হাজার টাকা আজ না পেলে—জমিদারী সর্ব্বস্ব যায়!" লেখাপড়া ক'রে টাকা দেবার অবসর পর্য্যন্ত না দিয়ে একেবারে টাকাটা এনেই ডুব! বাবার সব্‌-জজি বুদ্ধিকে রম্ভা দেখিয়ে বেমালুম টাকাটা গাপ্‌ ক'রে এখন নিশ্চিন্তে বাড়ী বসে জমিদারী ক'চ্ছেন!

২য়। সুখের আর অবধি নেই! ক'ল্‌কেতা থেকে এক বেটা হা-ঘরের ১৮।১৯ বছরের একটা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে ক'রে—বুড়ো বয়সে খুব "বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্‌" ক'চ্ছেন আর কি?

রাধা। কেন? ওঁর প্রথম স্ত্রী কি মারা গেছেন নাকি?

১ম। ম'র্ব্বে কেন—জলজ্যান্ত বেঁচে আছে! "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—!" প্রথম পক্ষের তো ছেলেপুলে হ'লনা,—সেই ছুতো ক'রে আবার একটা বিয়ে ক'রে ফেল্লেন!

রাধা। এ পক্ষের ছেলেপুলে হ'য়েছে কি?

১ম। ছেলের মধ্যে কর্ত্তা, আর মেয়ের মধ্যে নতুন গিন্নী!

ব্যাকুলভাবে নবদুর্গার প্রবেশ।

ন-দু। (অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া) গোপাল—গোপাল—এখানে কি আমার গোপাল আছে? হাঁ বাবা—তোমরা কি আমার গোপালকে দেখেছ?

১ম। না বাছা—তোমার গোপাল টোপাল এখানে নেই। তাহ'লে রাধাশ্যাম—তুমি এতটা টাকা ছেড়ে দেবে? নালিশ—

ন-দু। কোথায় গেল? কোথায় গেল দুঃখিনীর ধন? বেলা পড়ে এল যে—কোথায় খুঁজব? কখনো পথে-ঘাটে বেরুইনি—(ইতস্ততঃ ঘুরিয়া) গোপাল—গোপাল—কোথায় আছিস্‌ বাবা?

২য়। এতো কম গেরো নয়! তা বাছা—আমাদের কাছে তো তোমার

গোপাল নেই—এখানে আর গোলমাল ক'চ্ছ কেন? অন্যত্র খোঁজোগে না!

রাধা। কে ইনি সুবোধ?

২য়। কি ক'রে জান্‌ব বল? যাক্—বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা কই এস! দেখ রাধাশ্যাম! সব প্রথমে একটা Technical School খোলা চাই,—তা'তে সকল রকম শিখ্‌তে হবে! এই ধর চাষ করা—

নব-স্ত্র। বাবা—তোমরা যদি একটু দয়া ক'রে আমার গোপালকে খুঁজে দাও,—আমি পথ-ঘাট কিছু চিনিনা—

৩য়। আরে—এতো বড় মুস্কিল ক'ল্লে দেখ্‌ছি—একটা কাজের কথা কইছি—

পেলারামের প্রবেশ।

পেলা। No fear মশাইরা,—এর চেয়ে কাজের কথা আপনাদের আর কিছুই থাক্‌তে পারে না! একজন ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে,—No fear—তা'কে ঠেলে ফেলে দিয়ে—বাহারবন্দ্‌ বা গঙ্গা-মণ্ডলের তালুক রক্ষা করাটাও বড় বেশী কাজের নয়! No fear!

রাধাশ্যাম ব্যতীত অন্যান্য সকলে। কে মশাই আপনি মুড়ুলি ক'র্ত্তে এসেছেন?

১ম। এসেই যে বড় লম্বা চওড়া কথা ঝাড়ছেন! কে আপনি?

পেলা। No fear—মানুষ!

রাধা। আরে—এসো এসো—পেলা'দা' এসো! তোমার জন্যেই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি—জানি এই সময় তুমি আস্‌বে—

পেলা। No fear—মাষ্টার রাধাশ্যাম! যখন কথা দিয়েছি—তখন no fear—নিশ্চয়ই আস্‌ব?

সকলে। রাধাশ্যাম! ইনিই পেলারাম দাদা?

রাধা। হ্যাঁ হে—সেদিন এঁর কথাই ব'লছিলুম—এই আমার পেলা-দাদা!

১ম। কিছু মনে ক'র্ব্বেন না—পেলারাম বাবু—

২য়। ছি—ছি—বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে—

পেলা। No fear—আমার প্রতি কিছু অন্যায় হয়নি,—অন্যায় হ'চ্ছে ঐ ভদ্রমহিলাটীর ওপোর! উনি কাঁদ্ছেন কেন?

১ম। ওঁর ছেলে কোথায় খেল্তে গেছে—এখনও বাড়ী আসেনি,—তাই ব'ল্ছেন—তোমরা খুঁজে দাও!

২য়। ছেলে-মানুষ কোথায় খেলা ক'চ্ছে,—খেলা শেষ হ'লেই আস্বে এখন! এর জন্যে এত লাফালাফি—হাঁফাহাঁফি কেন?

ন-দু। বাবা! গোপাল আমার কচি ছেলে! সে তো এতক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকে না! সেই বেলা দশটার সময় বেরিয়েছে—আর বেলা চারটে বাজে—

পেলা। No fear মা-ঠাক্রুণ—আমি আপনার ছেলে খুঁজে দিচ্ছি—আপনি বাড়ী যান! কি ব'ল্লেন আপনার ছেলের নাম? No fear, No fear—মনে প'ড়েছে,—"গোপাল"—"গোপাল!" No fear—বেড়ে নাম! রাধাশ্যাম! তোকে পষ্ট কথা বলি,—তোর এ গাঁয়ের লোক নিয়ে স্বদেশের কোন কাজই হবেনা! আর তুইও দেখ্ছি—No fear—একেবারে worthless!

রাধা। কেন—কেন পেলা'দা'—আমার কি অপরাধ?

পেলা। No fear! তোর অপরাধ নয়? এই একজন ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক,—তোর মা-মাসীর মতন,—ছেলে-ছেলে ক'রে আকুল হ'য়ে ঘর থেকে কাঁদ্তে কাঁদ্তে বেরিয়ে তোদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন,—

আর আর—No fear—তোরা—তুই—তুই—তুই এখনও ওঁর প্রাণের ব্যথাটা বুঝে—দৌড়ে গিয়ে ওঁর ছেলেকে খুঁজে এনে দিস্‌নি? No fear—তোকে—তোদের thousand times ধিক্!

রাধা। সত্যি ব'ল্‌ছি পেলা'দা'—আমি ওঁকে চিনিনা—ওঁর ছেলেকে চিনিনা! অবিশ্যি—এরা কেউ কিছু না ক'ল্লে,—আমি জিজ্ঞাসা ক'রে—সমস্ত জেনে নিয়ে—খুঁজতে বেরুতুম বটে!

ন-দু। বাবা! লজ্জায় তোমাদের কাছে কি পরিচয় দোবো? তোমাদের গাঁয়ের জমীদারের বোন্ আমি—

পেলা। এঁ্যা—No fear—ছোট মাসী? তুমি—তুমি?

ন-দু। এঁ্যা—সেকি? পেলু—তুই—তুই? আমি চিন্‌তে পারিনি বাবা—

সকলে। এঁ্যা—সেকি? জমীদারের বোন্? রাস্তায় বেরিয়েছেন? সেকি—সেকি?

পেলা। No fear মাসী-মা—যাও—যাও—তুমি বাড়ী যাও—এক্ষুণি বাড়ী যাও! No fear—আমি যেখান থেকে পারি গোপালের কাণ ধ'রে—এক্ষুণি তোমার কাছে হাজীর ক'চ্ছি—No fear—তুমি যাও!

নব-দু। যাই বাবা—আর আমার ভুর্ভাবনা নেই! আমারই জন্যেতো তুই এখানে এসেছিস্,—নইলে আজ বিশবছর তো মামার বাড়ীমুখো হ'স্‌নি—

নবদুর্গার প্রস্থান]

পেলা। No fear—তা আর একবার ক'রে ব'ল্‌তে? রাধাশ্যাম! মামা ব্যাটা কি পাষণ্ড জানিস্? শুধু তোর টাকা গাফ্ করেনি,—No fear—এই দুঃখিনী বিধবা মাসীটী আমার,—মাত্র হাজার পাঁচছয় টাকা পুঁজি নিয়ে—জ্ঞাত-কুটুম্বের তাড়া খেয়ে—মেসোমশাই মর্বার পর—জমিদার ভায়ের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন!

রাধা। এঁর টাকাটাও ভোগা দিয়ে নিয়েছে বুঝি?

পেলা। No fear—অবলীলাক্রমে! দু-চার মাস দশ-বিশ টাকা সুদ ব'লে দিয়েছিলেন,—ব্যস্—এখন একেবারে গুম্ খেয়ে বসেছেন! মাসীমার চিটীতে বুঝলুম,—এঁদের মা-ব্যাটাকে ভাল ক'রে খেতে পর্য্যন্ত দেয়না,—বছরে দু-একখানা কাপড় পর্য্যন্ত লজ্জা নিবারণ ক'র্ত্তে দেয়না! আচ্ছা—No fear—দেখা যাক্! যাই—একবার গোপ্‌লা ছোঁড়াকে খুঁজে দেখি! No fear—রাধাশ্যাম—তুই বাড়ীতে আছিস্ তো?

রাধা। তুমি আর কষ্ট ক'রে খুঁজতে যাবে কেন পেলা'দা'? এতটা পথ Trainএ এসেছ—একটু rest নাও! আমি সে ছেলেকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্ব্ব এখন—

১ম। তোমাকে যেতে হবেনা রাধাশ্যাম—আমরা খুঁজে আন্‌ছি—

২য়। আমার যেন একটু সন্দেহ হ'চ্ছে! সে ছেলেটা তো ক'লকেতায় Prince of Wales দেখ্‌তে যায়নি? আমি আস্‌বার সময়—যেন ঐ রকম এক্‌টা ছেলেকে দেখ্‌লুম ব'লে মনে হ'চ্ছে—

৩য়। আরে না—না—অতটুকু ছেলে—সে কি অতদূর ক'লকেতায় যেতে সাহস ক'র্ব্বে?

রাধা। যাই হোক্—তোমরা গাঁয়ে একবার খুঁজে দেখ,—যদি না পাও আমাকে এসে খবর দিও—

সকলে। আচ্ছা—আমরা এখুনি খুঁজে দেখ্‌ছি—

রাধাশ্যাম ও পেলারাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

পেলা। No fear রাধাশ্যাম—তোর বাড়ীতে চল্—একটু বহুরূপী সাজ্‌তে হবে!

রাধা। বহুরূপী কি রকম?

পেলা। No fear—জমীদার মামার বাড়ী এ রকম খদ্দর প'রে গেলে অত্যন্ত অভদ্দর মনে ক'রে একেবারে সদর পার ক'রে দিতে পারে! পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা উদ্ধার ক'র্ত্তে হবে—No fear একটু part play করা চাইনা?

উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জমীদার মাণিকচাঁদের বাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

মাণিকচাঁদ ও দোলনচাঁপা।

দোলন। বল কি কর্ত্তাবাবু? আমায় যে অবাক্ ক'ল্লে কর্ত্তাবাবু?

মাণিক। আবার কর্ত্তাবাবু? ওহো—দোলন—দোল-দোলন—দোলন-চাঁপা! আবার আমাকে কর্ত্তাবাবু?

দোলন। আঃ—কি ন্যাক্রা কর বুড়োবয়সে—ভাল লাগেনা—হ্যাঁ! কর্ত্তাবাবু ব'লব না তো কি ব'লে ডাক্‌বো? তোমার এই একঝুড়ি গোঁপ—এই ঢাকের মতন ভুঁড়ি—এই কাবলি বেরালের মতন বিশ্রী মুখ,—আমার মতন সুন্দরী—এমন কাঁচা বয়েসে—তোমাকে দিন-রাত প্রাণেশ্বর—হ্রস্বস্বর—দীর্ঘস্বর—হৃদয়বল্লভ—রাধাবল্লভ ব'লে ডাকতে পারিনা!

মাণিক। পারনা? তা'হলে আমাকে কি তোমার সত্যিই ভাল লাগে না? আমার এত পয়সা—এত টাকা—এত বড় জমিদারী—এত বড় বাড়ী—এত লোকজন চাকর-দাসী,—এতেও আমাকে তোমার ভাল

লাগেনা? ওহো—হো—হো! তবে আমার বেঁচে থেকে সুখ কি? আমি তা'র চেয়ে মরে যাইনা কেন—মরে যাইনা কেন!

দোলন। এ-বয়সে আমাকে বিয়ে করে, তুমি তো মরেই আছ! বুড়োবয়সে কচি মাগ যা'রা বিয়ে করে,—তা'রা তো কেবল আপশোষে আপশোষেই মরে থাকে! না পারে কিছুতে মন যোগাতে, না পারে মনের মতন হ'তে!

মাণিক। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মন যোগাতে আমি খুব পারি,—তুমি একটু দয়া করে মনের মতন ক'রে নিলেই হয়! বলে—"কুপুত্র যত্মপি হয়,—কুমাতা কখনো নয়"—!

দোলন। মুখে আগুণ লেগে যাক্! জমীদারের ঘরে জন্মেছ কেবল বাঁদরের মতন ক্ষীর, সর, ননী, দুধ, ঘি খাবার জন্যে? একটু লেখাপড়াও শিখ্‌তে পারনি? তা'হলে তো এতদূর অসভ্য—ইতর হ'তে না! গলায় দড়ী তোমার—অসভ্য—বুনো—বয়ার! কা'র সঙ্গে কি কথা কইতে হয়—তা'ও জানা নেই?

মাণিক। কি ক'র্ব্ব বল! বাবার "সবে ধন নীলমণি" হ'য়ে জন্মেছিলুম,— প'ড়তে ব'স্‌লেই মুখ চোক্ ব্যথা ক'রে উঠ্‌তো! তাই কষ্টেস্থষ্টে কোন গতিকে দ্বিতীয় ভাগটা প'ড়ে ফেলেছিলুম! আর ফাষ্টো বুক্ খানা ধ'রতেই বড়গিন্নীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল! ফুলশয্যার রাত্রে নতুন বৌকে ঘরে পেয়ে—সেই যে বইখানা কোথায় হারিয়ে গেল,— আর খুঁজে পেলুম্ না!

দোলন। ওসব চালাকি রেখে দাও! আমার সঙ্গে যখন ঘর ক'র্ত্তেই হবে—তখন এই বেলা একটু একটু ইংরিজি শিখ্‌তে আরম্ভ কর! ওসব যাত্রাদলের রসিকতা রেখে—দস্তর মতন Studentদের মতন আমার কাছে প'ড়তে আরম্ভ কর!

মাণিক। প'ড়েতো তোমার কাছে দিন-রাত্তিরই আছি দোলন! এমন পড়ন প'ড়ে আছি যে আর হুঁসটী পর্য্যন্ত নেই!

দোলন। কই First Book খানা নিয়ে এস দিকি—দেখি কতটা মনে আছে!

মাণিক। বই আন্‌তে হবেনা—আমার সব আগাগোড়া মনে আছে! ডব্—লুই—হুই,—হুই—মানে—"করি"! ডু—ডু—ডু—ডু—মানে হা-ডু-ডু-ডু! "হুই ডু-ডু" মানে আমরা সব হাডু—ডু-ডু খেলা করি!

দোলন। (চপেটাঘাত করিয়া) Shut up stupid! আমার রাগ বাড়িও না ব'লে দিচ্ছি! ছি-ছি-ছি-ছি—গরীবের মেয়ে হওয়া কি মহাপাপ! আমার এই রূপ—এই বয়েস,—Matriculation পাশ ক'রে Scholarship পেলুম,—সমাজের ভয়ে—জাত যাবার ভয়ে—নিঃসম্বল বাবা আমার হাত পা বেঁধে একটা বুনো বুড়ো বর্ব্বর মোষের পায়ের তলায় ফেলে দিলেন!

মাণিক। মাপ করো—মাপ করো—এই তোমার পায়ে প'ড়ছি—আর কক্ষনো এমন কাজ ক'র্ব্বনা (দোলনের পদধারণ)—কক্ষনো ক'র্ব্বনা—

দোলন। কি ক'র্ব্বে না?

মাণিক। বিয়ে।

দোলন। কা'কে?

মাণিক। তোমাকে। একবার যা'ভুলে ক'রে ফেলিছি—ফেলিছি—এবারটা মাপ্ ক'রে ফ্যালো!

দোলন। উল্‌টো পাক্ দিয়ে কি বিয়ে cancel (ক্যান্‌সেল্) ক'র্ব্বে নাকি? আঃ—তা যদি হ'ত—

মাণিক। চেষ্টা করে দেখনা—হবেই হবে!

দোলন। কি ব'লছ?

মাণিক। ঐ শেল্ মারার কথা! একটা শেল্ বুকে মেরে দাওনা! আমিও নিশ্চিন্দি—তুমিও নিশ্চিন্দি!

দোলন। মৃত্যু তোমার এখন নেই—তা আমি বেশ জানি! আমাকে এখন অনেক ভুগ্‌তে হবে!

মাণিক। হুঁ—হুঁ—তা' যা' ব'লেছ,—মচ্ছিনা আমি এখন শিগ্‌গির! রোজ রোজ দু'বেলা যখন এই জগদম্বা জগজ্জননীর পাদোকজল ভক্তিভরে খাচ্ছি,—তখনতো আমি একেবারে মৃত্যুঞ্জয় হনুমানচন্দ্র হ'য়ে গেছি! (পদধূলি লইবার উপক্রম)

দোলন। নিকালো Rascal ছোটলোক—(ধাক্কা দেওন ও মাণিকচাঁদের ভূতলে পড়িয়া বিকট ক্রন্দন)

দোলন। আঃ—কি হ'চ্ছে—ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছ কেন?

মাণিক। চেঁচাচ্ছি কই? আমি কাঁদ্‌ছি— (ক্রন্দন)

দোলন। কেন কাঁদ্‌ছ?

মাণিক। তুমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে যে! মাথায় বড্ড লাগ্‌ল যে! ওরে বাবা—ওরে মা—ও বটুঠাকুমা—ও গোকুলো পিসি—তোরা কেন সব মরে গেলিরে—

দোলন। ছেলেমানুষি কোরোনা! ওঠো বল্‌ছি—ওঠো—

মাণিক। না—আমি উঠ্‌বনা! আমি প'ড়ে প'ড়ে কাঁদ্‌বো—

দোলন। দেখ—কেলেঙ্কারি কোরোনা ব'ল্‌ছি! এখুনি বাড়ীর লোকজন সব জড় হবে—আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পার্ব্বনা!

মাণিক। তুমি আমায় ধাকা মাল্লে কেন? আমার মাথাটা ফেটে গেল—এই দেখ রক্ত প'ড়ছে—

দোলন। এ্যাঁ—সে কি? কই—না! তোমার পায়ে প'ড়ছি—ওঠো—ওঠো—আমার মাথা খাও—ওঠো।

(গঙ্গামণির প্রবেশ)

গঙ্গা। কি হয়েছে—ঘরে এত চীৎকার কিসের? একি—কর্ত্তা ভুঁয়ে প'ড়ে কেন? ওমা—কর্ত্তা কাঁদ্‌ছে যে? বলি কি হয়েছে? ও কর্ত্তা—বলি কি হয়েছে? শুয়ে পড়ে কাঁদ্‌ছ কেন? হ্যাঁলা—নতুনি! কর্ত্তাকে ঠ্যাঙ্গালি বুঝি?

দোলন। তোমার কোন কথার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই! তুমি কিসের জন্যে আমার ঘরে ঢুকেছ?

গঙ্গা। বটে? গরীবের মেয়ে—জমীদারের ঘরে এসে বড় অহঙ্কার হয়েছে! কর্ত্তাকে মেরে তক্তা ক'রে দিয়ে—আবার গিন্নীকে চোক্‌রাঙ্গানি? মজা দেখ্‌বে একবার? বলতো কর্ত্তা—ছুঁড়ি তোমায় মেরেছে কিনা! দেখি একবার—ও কতবড় মদ্দানি! আ মোলো! দয়া ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে দিইছি,—বুড়ো ভাতারকে ছেড়ে দিয়েছি,—বলি,—আহা—ছেলেমানুষ—দুঃখীর মেয়ে! আমি জমীদারের মেয়ে—জমীদারের বৌ,—মরুক্‌গে—এতকাল ভোগ ক'রে তো নিলুম, এখন বুড়োসুড়ো হয়েছি—একটু হরিনাম করি,—ও দিনকতক ভোগ আয়িত্তি করুক্! তা নয়—বাগে পেয়ে বুড়োমানুষকে ঠ্যাঙ্গানি? তোর ছুক্‌রি মাগের নিকুচি ক'রেছে!

মা। (লাফাইয়া উঠিয়া) তোর বুড়ো মাগের আদ্দশ্রাদ্দ সপিণ্ডিকরণ ক'রেছে—হারামজাদি গস্তানী! আমার দোলনচাঁপাকে তেড়ে যাস্—এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর? এখুনি এক লাথিতে তোকে কীচকবধ ক'রে ফেল্‌ব জানিস্?

গঙ্গা। বটে রে বুড়ো নচ্ছার—ঘাটের মড়া! এই কলির ধর্ম্ম? যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর? আমাকে লাথি মার্ব্বি? মার্—মার্—

তোর কত বড় পা হ'য়েছে একবার দেখি! যদি না মারিস্—তোর ঐ নতুন বৌয়ের দিব্যি—(পায়ের কাছে মাথা রাখিল)

দোলন। আমি তোমার পায়ে ধ'চ্ছি দিদি—ভদ্রলোকের বাড়ীতে আর কেলেঙ্কারি বাড়িওনা! সকল অপরাধ আমার! কেন ম'র্ত্তে আমি এখানে এসেছিলুম? যাও দিদি,—তুমি আহ্নিক না কি ক'র্ত্তে যাচ্ছিলে,—যাও! আজ একজন ভদ্রলোক—বড়লোক—তোমাদের কুটুম—আস্ছেন! তিনি এসে এ সমস্ত কেলেঙ্কারি দেখ্‌লে কি ব'ল্‌বেন? ছিঃ!

গঙ্গা। কে আবার আমার সাত পুরুষের কুটুম আস্‌ছে?

মা। আস্‌ছে—আস্‌ছে—মস্ত লোক আস্‌ছে! আমার বড়দিদির ছেলে—লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম বাঁড়ুয্যে—A B C D E F G H! আমার ভাগ্নে—

গঙ্গা। কে? পেলা? সে আবার কোথা থেকে আস্‌ছে? সেকি বেঁচে আছে নাকি?

মা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে পনেরো বচ্ছর বিলেতে ছিল—মস্ত লোক হ'য়ে আস্‌ছে! বিলেতের রাজারাজড়ারা সব তা'র হাতধরা! এই যে রাজার ছেলে বিলেত থেকে এদেশে এসেছেন না,—লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম তাঁ'র সঙ্গে এসেছে! রাজার ছেলের সঙ্গে তা'র ভারি ভাব! এই দেখনা—তা'র চিঠিখানা বা'র ক'রে দেখাচ্ছি!

গঙ্গা। তা আমরা ক'ল্‌কেতায় রাজার ছেলে দেখ্‌তে যাবনা? আমাদের নিয়ে যাবে কবে?

মা। এই যে লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম এলেই—সে সব ব্যবস্থা হবে এখন!

গঙ্গা। তা' হলে আমি যাই—তাড়াতাড়ি আহ্নিকটা সেরেস্থরে নিই!

পেলারাম এলেই যেন আমি খবর পাই! নইলে বাড়ীতে হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধাব।

[প্রস্থান।

দো। তোমার ভাগ্নে এমন? কই—এতদিন তো এ কথা বলনি!

মা। ক্রমে সব ব'ল্‌ব, দোলন—তোমাকে সবই ব'ল্‌ব! সবই দোবো! আমাকে কেবল—একটু মনের মতন ক'রে নিতে হবে—দোলন চাঁপাটী আমার!

দো আমাকে ক'ল্‌কেতায় Prince of Wales—রাজপুত্তুর—দেখাতে নিয়ে যাবে কর্ত্তাবাবু?

মা। আবার কর্ত্তাবাবু? ওটা যেন কেমন বাপ্‌-জ্যাঠার সম্পর্কের মতন শোনায় যে দোলন!

দো। তা ব'লে আমি প্রাণেশ্বর—হৃদয়েশ্বর ব'ল্‌তে পার্ব্বনা বাপু! তার চেয়ে তোমাকে মাই ডিয়ার হজ্‌ব্যাণ্ড্‌ (my dear husband) ব'লে ডাকি না কেন?

মা। মা—ই ডি—য়া—রো হাঁ—স্‌—ব্যা—ণ্ডো? ওঃ—তা হ'লে তো একেবারে লঙ্কাকাণ্ড হ'য়ে গেল। বেশ—বেশ—ঐ হ'লেই হবে—খুব হবে—একেবারে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হ'য়ে উঠ্‌বে! তা'হ'লে একবার ঐ ব'লে ডাক দিকি শুনি!

দো। ও মাই ডিয়ার হজ্‌ব্যাণ্ড্‌!

মা। কি মাই ডিয়ার গরগ্যাণ্ড্‌!

দো। চল—আমরা ক'ল্‌কেতায় বাড়ী কিনে গিয়ে থাকি!

মা। ক'ল্‌কেতায় কেন? লাড্‌ ম্যাষ্টার পেলারাম ভাগ্নের সঙ্গে একেবারে বিলাতলণ্ঠনে চুপি চুপি চলে যাব এখন!

দো। এঁ্যা—যাবে? নিশ্চয় যাবে my dear husband?

মা। নিশ্চয় যাব—মাইরি—কোন্ শালা ভাঁড়ায়—মাই—ডিয়ার—গর্‌গ্যাণ্ড্!

দো। আমাকে ক'ল্‌কেতায় সাহেববাড়ী নিয়ে গিয়ে—আরও ভাল ভাল সব হীরের গয়না কিনে দেবে?

মা। শুধু হীরের গয়না কি? তোমাকে ক'ল্‌কেতায় নিয়ে গিয়ে—"চাই সরিফের নকলদানা,—চীনের বাদাম ঘুগ্‌নিদানা" পর্য্যন্ত খাইয়ে ছাড়্‌বো! তা হ'লে তুমি আমায় ভালবাস্‌বে?

দো। তোমায় ভালবাস্‌বোনা? তুমি আমার—

দোলনচাঁপার গীত।

সাত রাজার ধন হৃদয়-রতন কত যত্নের মাণিক।
তোমায় নাড়্‌বো না—চাড়্‌বো না—দেখ্‌ব খানিক্ খানিক্॥
(ভাবি) চোরের ভয়ে রাখি তোমায় মাথার কেশে গুঁজে,
(রবে) আড়ঘোম্‌টায় ঢাকা—যেন কেউ না পায় গো খুঁজে;
(তুমি) থাক্‌লে কাছে ফূর্ত্তিতে প্রাণ নাচে ধিনিক্ ধিনিক্;—
(তোমায়) ফাঁক পেলে ছোঁ মার্ব্বে চিলে,—(আমার) ঐটী বড় প্যানিক্ (Panic)॥
(তুমি) আমার "ফুট্‌বল্ ম্যাচ্"—"ক্যাল্‌ক্যাটা-মোহনবাগান,"—
(খুব) কষ্ট হ'লেও—দেখ্‌তে তোমায় সদাই টানে প্রাণ;—
(তুমি) ঘোর বিকারে আইস্-ব্যাগ্ (Ice-bag)—কলেরায় (Cholera)—ইন্‌জেক্‌শান (Injection);—
(আবার) অরুচিতে পল্‌তা-বড়া—রোগ সার্‌লে টনিক্ (Tonic)॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাণিকচাঁদের বহির্ব্বাটী।

প্রজাগণ, ভূতো সর্কার, পাইকদ্বয়, পেলারাম।

ভূতো। আজ্ঞে—ধর্ম্মাবতার সাহেব বাবা মশাই! আমার কি অপরাধ বলুন? আমি জমীদার মশায়ের চাকর,—আমার ওপোর যেমন হুকুম আছে—আমি তেম্‌নিই তো ক'র্ব্ব!

পেলা। No fear—আমি আজই ক'ল্‌কেতায় গিয়ে বড় লাট—ছোট লাট—মেজ লাট—সেজ লাট,—লাটগুষ্টিকে ব'লে—তোমায় সাড়ে এগারো বছরের—আর এই পা'ক্ দু-ব্যাটার ২২ বছরের দ্বীপান্তর—না হয় ফাঁসির বন্দোবস্ত ক'চ্ছি!

১ম পা। দোহাই—দোহাই—সাহেব কর্ত্তা মশাই! আমরা আজই এ শালার জমিদারী কাজে ইস্তফা দিয়ে চ'লে যাচ্ছি!

২য় পা। আমিও হুজুর—আমিও!

ভূতো। এবারটী মাপ করুন্—সাহেব হুজুর! বান্দিগর এমন কাজ আর কথনো ক'র্ব্ব না!

পে। No fear—ক'র্ব্বে না কি? এই রকম প্রহার মানুষ যে মানুষকে ক'র্ত্তে পারে—তা আমার কথনো স্বপ্নেও মনে হয়নি! উঃ—বাপ্—এক একজনকে পা'ক্ ব্যাটারা এমন এক একটা চড় হাঁকড়াতে সুরু ক'ল্লে—বেচারি যেন পায়রালোটন লুটুতে লাগ্‌লো!

১ম প্র। শুধু চড় কি হুজুর? বেতের বাড়ী নির্দ্দয় ক'রে আগাপাশ—তলা মনের সাধে বিতিয়ে—আধমরা ক'রে—তা'রপর সমস্ত দিন অনাহারে ফেলে রাখে!

পেলা। এঁ্যা—No fear—বল কি?

২য়। আর ব'লব কি হুজুর! দু'দশ ঘা মেরে যদি হঠাৎ ছেড়ে দেন—তা' হ'লেও না হয় বুঝি—নিষ্কৃতি হ'ল! মেরে ধরে—তা'রপর পিছমোড়া ক'রে বেঁধে সমস্ত দিনরাত একটা চূণের ঘরে কয়েদ ক'রে রেখে দেন!

৩য়। নয় তো নীচের দিকে মাথা ক'রে—ওপোর দিকে গাছের ডালে পা দুটো ঝুলিয়ে রাখে!

৪র্থ। নোকের ভেতর ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়!

পেলা। No fear—No fear! ওঃ—আর বোলোনা—আর বোলোনা! তোমরা এক কাজ ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে? No fear—চল সবাই আমার সঙ্গে ক'ল্‌কেতায়,—আমি এদের নামে একধার থেকে cruelty to animalsএর charge দিয়ে নালিশ করিয়ে দিচ্ছি! আচ্ছা No fear—ওহে ও ব্যাটা পাজী সরকার! কেন তুমি এই সব গরীব লোকদের এমন করে ঠ্যাঙ্গাও? বল—No fear—ব'ল্‌তেই হবে! নইলে আমি এখুনি পিস্তল বা'র ক'রে—No fear—একধার থেকে সটাসট্ shoot ক'র্ব্ব! বল—শীগিগ্‌র বল ব'ল্‌ছি!

ভূ। (সভয়ে) আজ্ঞে—এ রকম না ক'ল্লে জমিদারী শাসন করা হয়না! আজ দু'বচ্ছর খাজনা বাকী পড়ে গেছে—কিছুতেই আদায় হ'চ্ছেনা,—তাই একটু নরম-গরম চালাতে হ'চ্ছে—সাহেব হুজুর!

পেলা। No fear—একে কি বাবা নরম-গরম বলে? এ যে একেবারে 180 degrees Boiling pointএর ওপোর! একেবারে Boiler এর আগুন চালাচ্ছ বাবা! No fear—খাজ্‌না বাকী প'ড়ে থাকে—Civil suit আনো, মকদ্দমা লড়ো! এ রকম brutally assault ক'র্ব্বার কোন অধিকার নেই! (প্রজাদের প্রতি) আর তোমরা—

তোমরাই বা কোন্ দিশি ছ্যাচ্ড়া লোক বাবা! জমিদারকে খাজনা দিতে চাওনা?

১ম। দোহাই ধর্ম্মাবতার—ফাঁকি দেবার মতলব আমাদের মোটেই নেই! কি ক'র্ব্ব হুজুর—আজ দু'বচ্ছর কি রকম অজন্মা পড়েছে—তা'তো দেখ্‌তেই পাচ্ছেন! চাষ-বাসের তেমন সুবিধে নেই—

২য়। মহাজনদের কাছে হাল গরু সমস্তই বাঁধা প'ড়েছে—ঘরে ঘটী-বাটীটি পর্য্যন্ত নেই!

৩য়। তার ওপোর সাত-গুষ্ঠি ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে আধমরা হ'য়ে রয়িছি!

৪র্থ। পয়সা অভাবে চাল ছাইতে পারিনা;—দারুণ শীতে বর্ষায়—ছেলেপুলে নিয়ে ফাঁকা মাঠে প'ড়ে থেকে থেকে হাড় কালী হ'য়ে গেল! পেটে অন্ন নেই—দেহে বস্ত্র নেই—তার ওপোর জমিদারের এই পীড়ন!

৫ম। দু'টো চা'রটে ফলপাকড়—শাকপাতা যা জন্মায়,—তা' এই জমিদার-বাবুর সরকার—গোমস্তা—নায়েব মশাইরা মিনি মাগ্‌নায়—কেড়ে-কুড়ে নিয়ে আসেন!

পেলা। No fear—আচ্ছা—আমি তোমাদের সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি! তোমরা যে যার ঘরে যাও! তোমাদের কিছু ভাব্‌না নেই! তোমাদের খাজনার জন্যে আমি দায়ী! সরকার মশাই! এদের কাছ থেকে কত টাকা খাজনা বাকী?

ভূতো। আজ্ঞে—তা' ঢের! প্রায় সাত-আটশো টাকার ওপোর! তা' ধর্ম্মাবতার—যদি অভয় দেন তো একটা কথা নিবেদন ক'র্ত্তে পারি!

পেলা। No fear—কি বল!

ভূতো। আজ্ঞে—ব্যাটারা ব'ল্‌ছে—ওদের কাছে কিছু নেই! কিন্তু

এখুনি দু'ঘা বেশী করে রামচাঁদ—শ্যামচাঁদ ঝাড়্‌লেই,—কাছা থেকে—কোঁচার খুঁট্ থেকে—টাকাটা সিকেটা প'ড়্‌তে আরম্ভ ক'র্ব্বে!

পেলা। No fear—থাকে থাক্—তোমার বাবার কি রে শালা? তুমি ব্যাটা পাজী—পাষণ্ড—চামার—কসাই—Stupid ass! যদি বুঝ্‌তে পা'র্ত্তে—ওরা কত গরীব,—তুমি যদি একটু প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'র্ত্তে পা'র্ত্তে যে সামান্য দু'টো একটা টাকার জন্যে—এরা কেন এমন চোরের অধম নির্য্যাতন সহ্য করে,—তাহ'লে No fear—এদের গায়ে হাত তুল্‌তে তোমার পক্ষাঘাত হ'ত! যাক্—তুমি ঠিক টাকাটা হিসেব ক'রে বল,—আমি এখুনি তোমার নাকের ওপোর ধ'রে দিচ্ছি! যাও—তোমরা সব চ'লে যাও! যাও ব'ল্‌ছি—যাও!

প্র-গণ। জয় হোক্ দাতা বাবু-সাহেব—ধর্ম্মাবতার—রাজা মশাই—জয় জয়কার হোক্!

পেলা। No fear—ফের চীৎকার ক'ল্লে—ফাঁড়িতে ধরিয়ে দোবো!

প্র-গণ। জয় হোক্—জয় হোক্!

[প্রজাগণের প্রস্থান।

ভুতো। তাহ'লে—তাহ'লে—ওদের খাজনার টাকা?

পেলা। No fear—কতবার ব'ল্‌ব? যাও—হিসেব ক'রে নিয়ে এস—এখুনি নাকের ওপোর নগদ টাকা ধরে দিচ্ছি!

ভুতো। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—তাহ'লে—রাজা বাহাদুরকে আপনি—

পেলা। No fear—ফের কথা কাটাকাটি ক'চ্ছ? এখুনি পিস্তলটা বা'র ক'র্ব্ব নাকি?

[ভুতো সরকার ও পাইকদ্বয়ের প্রস্থান।

পেলা। No fear—ছোট মাসীকে দেবার জন্যে টাকাগুলো এনেছিলুম—এইখেনে তো আপাততঃ মুখপাতেই অর্দ্ধেক খরচ হ'য়ে যাবে দেখ্‌ছি!

যাক্—No fear! কাণের জল,—জল দিয়েই বা'র ক'র্ত্তে হবে! শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—No fear! ছোট-মাসীর সুদে-আসলে আট-হাজার,—রাধাশ্যামের সুদে-আসলে বাইশ হাজার,—এ ব্যাটা পাষণ্ডের কাছ থেকে No fear—আদায় ক'র্ত্তেই হবে! এতে জেলে যেতেও হয়—No fear!

নবদুর্গার প্রবেশ।

ন-দু। ও বাবা পেলু—কি হ'ল বাবা? এখনও তো গোপালের কোন খবর পাওয়া গেল না! ও বাবা—কি সর্ব্বনাশ হ'ল বাবা?

পেলা। No fear—ছোট-মাসী! আমি নিশ্চয়ই ব'ল্‌ছি—গোপ্‌লা সব ছেলের দঙ্গলে মিশে ক'ল্‌কেতায় রাজার ছেলে দেখ্‌তে গেছে!

ন-দু। এঁ্যা—সেকি! কি সর্ব্বনাশ! দুধের ছেলে আমার—কচি ছেলে আমার—ক'ল্‌কেতায় যাবে কি বাবা? কি ক'রে যাবে? কার সঙ্গে যাবে?

পেলা। No fear—কেউ হয়তো আদর করে সঙ্গে নিয়ে গেছে! No fear মাসী-মা—তোমার ছেলেকে খুঁজ্‌তে রাধাশ্যাম—আর দু'পাঁচজন ক'ল্‌কেতায় চলে গেছে! আমি এখানে কাজের দরুণ আট্‌কা প'ড়ে গেছি,—তা নইলে আমিও যেতুম!

ন-দু। ও বাবা—কি হবে বাবা! কেমন ক'রে ছেলেকে ফিরে পাব বাবা? গোপাল ক'ল্‌কেতায় গেল? কে তা'কে নিয়ে গেল? কে এমন সর্ব্বনাশ ক'র্লে? ও বাবা—ক'ল্‌কেতায় যে ভারি অরাজক হ'য়েছে বাবা! ঘোষাল বাড়ীর মেজগিন্নী ব'ল্‌ছিল,—সেখানে পুলিশ যা'কে সাম্‌নে পাচ্ছে—তা'কে বেঁধে নিয়ে চালান্ দিচ্ছে,—ছেলে-বুড়ো—মাগী-মদ্দ কিছুই বাচ্‌ছে না! ওগো—কি হবে গো!

পেলা। No fear মাসী—অতটা অধৈর্য্য হোয়োনা,—আমি এখানকার কাজ সেরে,—মাসী! মাসী! ঐ মামা আস্‌ছে! একটা কথা ঝাঁ করে ব'লে দিই—No fear! আমি তোমার সঙ্গে লোক-দেখানো খুব শত্রুতা ক'র্ব্ব! চামারের মতন ব্যবহার ক'র্ব্ব—No fear! যদি মামা তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়—তুমি সটান রাধাশ্যামের বাড়ী গিয়ে উঠ্‌বে! No fear—সেখানে আমাদের সবাইকে দেখ্‌বে! মায়ের মতন থাক্‌বে—

মাণিকচাঁদের প্রবেশ।

(তাহাকে দেখিয়া—নবদুর্গার প্রতি) বলি—No fear—আমি যে তোমার দশ হাজার টাকা নিয়েছি—বলি—No fear তা'র কিছু সাক্ষ্যি আছে?

মা। এঁ্যা—এঁ্যা—কি ব্যাপার—লাড্‌ ম্যাষ্টার পেলারাম—আমার আদরের ভাগ্নে-মশাই—কি ব্যাপার কি? ওহো—ভুলে গেছ্‌লুম—তোমাকে কুর্‌নিস্‌ ক'র্ত্তে ভুলে গিয়েছিলুম—গুট্‌ মার্‌নিং—গুট্‌ মার্‌নিং!

পেলা। No fear রাজা মাণিককচাঁদ মামা-মশাই—No fear!

মা। নফ্‌রাকে ডাক্‌ছ লাড্‌ ম্যাষ্টার? ওরে নফ্‌রা!

পেলা। No fear—নফ্‌রা টফ্‌রা কা'কেও আমার চাইনা! এই স্ত্রীলোকটী আপনার বাড়ীতে আছেন বটে—কিন্তু আমি আস্‌তেই আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার ক'চ্ছেন কেন? No fear—আমি কত বড়লোক—এখনও কি উনি বুঝ্‌তে পারেন নি?

মা। কি—কি—কি তোমায় বলেছে বলতো লাড্‌ ম্যাষ্টার! তোমার কিছু অখাতির করেছে কি? আরে—রে—রে—পাপিষ্ঠী নবি—

নচ্ছারণি—! লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম সাহেব—আমার ভাগ্নে—তা'কে তুমি কি ব'ল্লে?

ন-দু। কিছুই বলিনি দাদা—আমার ছেলে গোপাল আজ সমস্ত দিন কোথায় গেছে—তাই খুঁজ্‌তে—

পেলা। No fear—আরে কে তোমার গোপাল রাখাল জানে? আমি কি তোমার ছেলের ম্যাষ্টার?

মা। আর টাকার কথা কি ব'ল্‌ছিলে ব'লতো লাড্ ম্যাষ্টার প্যালারাম! ওকে আমি একবার দেখে নিই!

ন-দু। কই বাবা পেলু—তোমাকে টাকার কথা—

পেলা। No fear—আবার রাজা মশায়ের কাছে লুকোনো হ'চ্ছে? কবে আজ দশ বছর আগে—মেসো মশাই বেঁচেছিলেন বোধ হয়—No fear—ওঁর কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা চুপি চুপি ধার নিয়ে আসি বোধ হয়,—No fear—বিলেত টিলেত যাবার খরচাতো চাই! তা' সে অনেক দিন তামাদি হ'য়ে গেছে,—সেই টাকা এখন আমার কাছে No fear—দাবী করা হ'চ্ছে? সে টাকা কবে নিয়েছি! No fear—সে কি আর এখন মনে থাকে?

ন-দু। কই—পেলু—আমি তো—

পেলা। তুমি তো? No fear—তুমি তো কি আবার? সেই টাকার জন্যে আবার নিজের ছেলেটাকে Prince of Walesএর কাছে No fear—বুঝ্‌লে মামা—বিলেত থেকে আমার সঙ্গে যে রাজার ছেলে ক'ল্‌কেতায় এসেছেন,—তাঁ'র কাছে পাঠানো হ'য়েছে!

মা। এ্যাঁ—বল কি? এ্যাঁ—ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড? গোপ্‌লাকে রাজার ছেলের কাছে পাঠিয়েছে? এ্যাঁ—সেকি? সেখানে কি ঐ অতটুকু ছেলে ঢুক্‌তে পা'র্ব্বে?

পেলা। আরে No fear—আমার নাম ক'ল্লে একটা মেনি-বেরাল পর্য্যন্ত একেবারে বিলেত পৌঁছুতে পা'রে, তা'র ওপোর সে তো আমার no fear যাহোক্ সম্পর্কে—কি বলে—কি হয়?

মা। মাস্তুতো ভাই!

পে। No fear মাস্তুল্ ভাই!. মামা—No fear রাজা মশাই! এখুনি এক কাজ করুন,—এখুনি জনকতক লোক ক'ল্‌কেতা পাঠিয়ে দিন! তা'রা যেখান থেকে পারে—গোপ্‌লাটাকে খুঁজে হিড় হিড় ক'রে টেনে এখানে এনে ফেলুক্!

মা। এখুনি—এখুনি! ওরে—কে আছিস্—ওরে—নফ্‌রা—হরে—মোধো—ওরে কে আছিস্ রে—

ভৃত্যগণের প্রবেশ।

দেখ্—এখুনি সব ক'ল্‌কেতায় ছুট্‌টে চ'লে যেতে পার্ব্বি—পার্ব্বি?

১ম। আজ্ঞে—ছুট্‌টে যাব কি ক'রে বাবু! ক'ল্‌কেতা কি হেথা? রেলে চাপ্‌তে হবে,—টেরেন্‌ঠ্যাং ঠ্যাং—টেরেন্‌ঠ্যাং ঠ্যাং ঘণ্টা দেবে—পোঁ ক'রে বাঁশি বাজ্‌বে—তবেতো—হু—স্ হুস্ ক'রে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে—তারপর ঘটাঘট্ ঘট্—ঘটাঘট্ ঘট্ টেরেন্ গাড়ী ছুট্‌বে—

মা। বলিস্ কিরে ব্যাটারা? চাকর ছোট লোক,—তোরা টেরেণে চাপ্‌বি কি বল্? যা—হাঁটা পথে যা—

ন-ছু। না—না—দাদা! আমার ছেলেকে আন্‌তে যাচ্ছে—আমি ওদের টেরেন-ভাড়া দিচ্ছি! আমার কাছে দশটা টাকা আছে—

পেলু। No fear—তোমার টাকা নিয়ে তোমার ছেলেকে আন্‌তে যাবে—No fear—তা হ'লে আমাদের মাম্‌লাটা হাল্‌কা হ'য়ে প'ড়বে—তা কি আমরা বুঝিনি? No fear—মামা—রাজা মশাই—

এই নাও—আমি টাকা দিচ্ছি—এই নাও—(ভৃত্যগণের হস্তে টাকা প্রদান) যাও—এই কুড়িটা টাকা দিচ্ছি—দু' চারজন লোক বেশী ক'রে নিয়ে—যেমন ক'রে হোক্—গোপ্‌লাকে আনা চাই—

মা। নইলে—সব খুন ক'রে ফেল্‌ব! গোপ্‌লাকে যদি না হাজীর ক'র্ত্তে পার—তা' হলে সবার চাল কেটে উঠিয়ে দোবো,—গাঁ জ্বালিয়ে দোবো—মেরো ফেল্‌বো! যাও—জল্‌দি যাও—

[ভৃত্যগণের প্রস্থান।

মা। এঁ্যা—নবি! তোর এত বড় আস্পদ্দা? তুই ছেলেকে রাজপুত্তুরের কাছে পাঠাস্?

ন-দু। সত্যি ব'ল্‌ছি দাদা—আমি কিছুই জানি না—

পে। জান না বইকি? No fear—একবার তোমার ছেলেকে এখানে আনিয়ে ফেল্‌তে পাল্লে হয়—তখন—No fear বুঝ্‌বো,—তুমি কি ক'রে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করো,—আর তোমার দাদা—এই আমার রাজা মামা মশায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করো!

মা। এঁ্যা—আমার কাছ থেকে—আমার কাছ থেকে—কিসের টাকা আবার? এঁ্যা—সেকি? নবি—নবদুর্গা—পাপিয়সী—হতচ্ছাড়ী—

পে। আর ওকে গাল দিয়ে এখন কি হবে? No fear—সে দরখাস্তও রাজার ছেলের কাছে কি এখনও পৌঁছুতে বাকি আছে! No fear—আমিও মাষ্টার পেলারাম বাঁড়ুয্যে A B C D E F G H I J K L M—ব্যস্—No fear—আমিও তোমাকে বুঝে নোবো—তুমি কত বড় আমার মাসী!

মা। কি সর্ব্বনাশ! এঁ্যা—ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড? আমার বাড়ীতে থেকে—আমার খেয়ে—আমার প'রে—আমার পুকুরে চান্ টান ক'রে—আমার—আমার—

পে। No fear—ছাদে রোদ পুইয়ে—

মা। আমারই সঙ্গে এই নষ্টামি? কে—কে তোর টাকা নিয়েছে? আমি—আমি—আমি নিজের টাকাই সব সময় নিতে পারিনি—

ন-দু। তুমি জোর করে নাওনি দাদা—আমার মাথা খেতে আমিই নিজে তোমার হাতে দিইছি! কিন্তু এখন তো একেবারে ফাঁকি দেবার মতলব ক'রেছ! প্রথম প্রথম দু' চার মাস সুদ হিসেবে পনেরোটা ক'রে টাকা দিয়েছিলে বটে! যদিও সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ঘরোয়া খাটালে এর চেয়ে ঢের বেশী সুদ পাওয়া যায়,—মরুকগে—ব্যাঙ্কের সুদ হিসেবে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলুম! এখন সুদ তো বন্ধ করে দিয়েছ,——তা'র ওপোর—আসলটা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছ! আমরা মায়েপোয়ে দু' পয়সা মুড়ি কিনে পর্য্যন্ত খেতে পাইনা!

মা। দেখেছ—দেখেছ—লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—ওঃ—মাগীর একবার লম্বা কথাটা শুন্‌ছ?

পে। No fear—সব শুন্‌ছি—রাজা মামা—সব শুন্‌ছি! আপনার সঙ্গে একটা এ সম্বন্ধে—আরও অনেক সম্বন্ধে পরামর্শ আছে! এঁকে No fear—এখান থেকে যেতে বলুন!

মা। যা—ও—তুমি এখান থেকে যা—ও,—নইলে—

পে। No fear—আর নইলে কাজ নেই! বলি—No fear—মাসীমা—তুমি ভালোয় ভালোয় বাড়ীর ভেতর যাবে? (চুপি চুপি) আর কথা কোয়োনা—আমি সমস্ত ঠিক্ ক'রে দিচ্ছি—No fear—তুমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে গ্যাট্ হ'য়ে বসে থাক!

মা। কি ব'লছ লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—ও মাগীকে—

পে। No fear—যা ব'লছি—এখুনি উনি গেলেই টের পাবেন!

মা। বলি—নবি পোড়ারমুখী? গেলি এখান থেকে?

ন-দু। যাচ্ছি দাদা যাচ্ছি! আমার ছেলেকে এনে দাও—আমি আর কিছু চাই না! বিধবার টাকা নিয়ে—যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে তুমি সুখে থাক—আমি আমার ছেলে নিয়ে পরের বাড়ী রাঁধুনিগিরি ক'রে খাব—আর তোমার বাড়ীতে থাকব না!

[নবদুর্গার প্রস্থান।

পে। রাজামশাই, মামামশাই—No fear—আমার একটা কথা তোমাকে শুন্‌তেই হবে! No fear—শুন্‌বে—শুন্‌বে?

মা। কি—কি—লাড্‌ ম্যাষ্টার পেলারাম? তোমার কথা শুনব না? কি—কি—এখুনি বল!

পে। No fear—জব্দ ক'র্ত্তে হবে! দুটো লোক্‌কে জব্দ ক'রে দিতে হবে! নইলে রাজপুত্তুর তোমার এখানে এলে—আমি আর তুমি—দুজনেই বড় লজ্জায় পড়ে যাব!

মা। এ্যাঁ—সেকি? সেকি? আমার এখানে রাজপুত্তুর আস্‌বেন?

পে। আস্‌বেন কি? এলেন বলে! সেই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি তোমার এখানে এসেছি—No fear—চাদ্দিকের সব ব্যবস্থা ক'র্ত্তে! যা'তে তোমার মান-ইজ্জৎ বজায় থাকে,—যা'তে তুমি একদমে মহারাজ-অধিরাজ গেরোবাজ হ'য়ে যাও,—তার সব বন্দোবস্ত ক'রে তবে এখানে সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌ ক'রে দিতে এসেছি!

মা। এ্যাঁ—বল কি লাড্‌ ম্যাষ্টার প্যালারাম? রাজপুত্তুর এখানে—আমার এই পাড়াগাঁয়ে আস্‌বেন? মাইরি—মাইরি—কোন্‌ শালা?

পেলা। No fear—এলেই দেখ্‌তে পাবে! সেই জন্যেই তো ব'ল্‌ছি—গোটা কতক কাজ তোমায় ক'র্ত্তে হবে!

মা। কি কাজ—কি কাজ শীগ্‌গির বল—লাড্‌ ম্যাষ্টার পেলারাম—ভাগ্‌নে আমার!

পেলা। No fear—প্রথমতঃ—রাধাশ্যামের বাপ্—তোমার বন্ধু নবীন রায়ের কাছ থেকে সেই পাঁচ বছর আগে বিশ হাজার টাকা যা' ধার ব'লে নিয়েছিলে—

মা। এঁ্যা—সেকি—সেকি? কে বলে—কোন্ শালা বলে? রাধাশ্যাম বলে বুঝি? এঁ্যা—মাইরি—মাইরি—

পেলা। No fear—সব মাটী ক'ল্লে রাজা মশাই! সব মাটী ক'ল্লে দেখ্‌ছি! আরে ছাই—কি ব'ল্‌ছি No fear—একবার শোন না!

মা। আরে ছাই—শুন্‌ব কি? নবীন রায়ের টাকা—নবীন রায়ের এক পয়সা যে নিয়েছে—

পেলা। তবে No fear—রাজপুত্তুরের বন্দুক-তরোয়াল-খোলা পাঁচ হাজার ঘোঁড়সওয়ার এসে যখন কড়াকড় বেঁধে নিয়ে যাবে—

মা। এঁ্যা—যাবে নাকি? তা'—তা'—তিনি রাজপুত্তুর,—কেমন ক'রে—কে ব'ল্লে তা'কে—যে আমি—আমি—

পেলা। No fear—এটা ইংরেজ রাজত্ব—No fear—চা'দ্দিকে কি রকম গোয়েন্দা—কি রকম সব civil গার্ডের ছড়ো! তুমি ফুল-শয্যার রাত্রে নতুন সামীর সঙ্গে কি কথা ক'য়েছিলে—তা' পর্য্যন্ত No fear—বিলেতে রাজপুত্তুরের কাণে গিয়ে উঠেছে—No fear!

মা। এঁ্যা—এঁ্যা—লাড্ ম্যাষ্টার প্যালারাম—তাহ'লে—তাহ'লে—

পেলা। No fear—কিচ্ছু ভয় নেই! আমি যা' বলি—চুপি চুপি তাই কর দিকি—

মা। এঁ্যা—এঁ্যা—লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—ভাগ্নে! তুমি—তুমি আমার চোদ্দপুরুষ—আমার পিসে মশাই—আমায় রক্ষে কর—দোহাই—দোহাই—

পে। No fear—তোমাকে রক্ষে ক'র্ব্ব ব'লেই তো এসেছি! এক

কাজ কর দিকি মামা—নবীন রায়ের বিশহাজার ২০০০০৲ টাকা আর এই ছোট মাসীর পাঁচহাজার ৫০০০৲ টাকা নিয়ে তোমার দপ্তরখানায় যে সব খাতাপত্রে জমা করিয়ে দিয়েছ—No fear—সেই খাতাপত্র-গুলো—দু'জনে বা'র ক'রে পুড়িয়ে ফেলি চল দিকি! তা'রপর—কে কি করে—আমি দেখে নিচ্ছি!

মা। এঁ্যা—তা—তা—সে খাতাপত্তর পুড়িয়ে ফেল্‌ব,—তা'তে আরও সব অনেক হিসেব-টিসেব আছে—

পে। No fear—পুড়িয়ে না ফেল,—অন্য কোন এক জায়গায়—পুকুর-পাড়ে-টাড়ে লুকিয়ে ফেলে রাখা যাক্‌! তা'রপর রাজপুত্তুর এখান থেকে চ'লে গেলে—সেগুলু বা'র ক'রে তোমার লোহার সিন্ধুকে লুকিয়ে রেখে দেবে!

মা। সেই ভাল বাবা—সেই ভাল বাবা! হায়-হায়! এ কি বিপত্তি রে বাবা! কবে—কখন্‌—লুকিয়ে-চুরিয়ে কি কর্ম্ম ক'রেছি—

পে। No fear—মামা! আমিও ঐ নবীন রায়ের কাছে ত্রিশ হাজার টাকা ধার ক'রেছিলুম,—তোমার মতন আমারও কাছ থেকে কিছু লেখাপড়াটড়া পায়নি,—কিন্তু C. I. D. গোয়েন্দারা ঠিক্‌ খোঁজ ক'রে—রাজপুত্তুরের কাছে লাগিয়ে ঐ রাধাশ্যামকে দিয়ে টাকার দাবী ক'রিয়েছিল—

মা। এঁ্যা—তাই নাকি? তাই নাকি? লাড্‌ ম্যাষ্টার পেলারাম—তুমিও নবীন রায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলে?

পেলা। No fear—নিশ্চয়! তোমার মতন আমিও ঐ বিধবা মাসীর কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা,—আর নবীন রায়ের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ভোগা দিয়ে—পৃথিবীর চাদ্দিকে খুব নবাবী ক'রে ঘুরে ফিরে এলুম! No fear—এ সব পরের টাকা চালাকী ক'রে

যদি জোগাড় না ক'র্ত্তুম্—তা' হ'লে আজ এত বড় লোক হ'তে পার্ত্তুম কি? না,—রাজা রাজপুত্তুরের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা ক'র্ত্তে পার্ত্তুম?

মা। তা—তা—বাবা—লাড্ ম্যাষ্টার প্যালারাম—তুমি কি এদের টাকা-গুলো—ওর নাম কি—আবার ফিরিয়ে দেবে?

পে। No fear! পরের টাকা নিয়ে—সে টাকা যে ফেরৎ দেয়,—সে—সে ব্যাটা কি ভদ্রলোক? হজম—No fear—হজম—একেবারে যা'কে বলে—বেমালুম হজম! আরে—আদায় ক'র্ব্বে কোথা থেকে? আমার সব পকেট-বই—হিসেবপত্র—ক'ল্‌কেতায় ড্রেনের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি!

মা। তা—তা—তা বাবা—আমার ঐ খাতাপত্র সমস্তই তোমাকে দিচ্ছি—লাড্ ম্যাষ্টার—তুমি বাবা—আমাকে রক্ষে কর—

পে। No fear—সে সব আমি ঠিক্ ক'রে দিচ্ছি—

লম্বা হিসাবের কাগজহস্তে ভূতো সরকারের প্রবেশ।

মা। এই যে—এই যে—ভুতো—ভুতো—ওরে ব্যাটা সরকার! কি এখন হিসেব ক'চ্ছিস্? আমার কথা শোন্—

ভু। আঃ—কি গোলমাল করেন কর্ত্তাবাবু! ঠিক্ দিতে ভুল হ'য়ে যাবে যে! সাত পোণের তিন চোক্ নাবে—হাতে রইল—

মা। মারি ঝাঁটা তোর তিন চোকের মাথায় রে—শালা! বল্—এ কিসের হিসেব?

ভু। আহা—হা—ছিঁড়্‌বেন না—ছিঁড়্‌বেন না—হ'য়েছে—হ'য়েছে! মোট টাকা হ'চ্ছে,—শুন্‌ছেন মশাই—হুজুর সাহেব! মোট টাকা হ'চ্ছে—সন ১৩২৮ সালের খাজনা বাকী ৮৯২।৶১৫।

পেলা। No fear—ফর্দ্দটা আমার কাছে দাও! এই নাও—হাজার টাকার নোট—

মা। কি—ব্যাপার কি?

ভু। আজ্ঞে—কর্ত্তাবাবু—উনি আপনার প্রজাদের হ'য়ে খাজনা দিচ্ছেন!

মা। কেন—কেন? লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—

পে। No fear—দোবো না? একে আপনার চার্দ্দিকে শত্রু—তা'র ওপোর—গরীব প্রজারা যদি খাজনা দিতে না পারায়—আপনার জমিদারীতে এই রকম নায়েব গোমস্তা সরকারের কাছে মার খেয়ে খেয়ে আধ-মরা হ'য়ে থাকে,—আর রাজপুত্তুর এখানে এসে যদি শোনেন যে আপনি এই রকম প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন,—তা' হ'লে—No fear—

মা। এঁ্যা—তা—তা—বাকী খাজনা—তা—তা—

পে। No fear—সে সব কথা কি তখন শুনবেন? প্রজা ঠ্যাঙ্গানোর জন্যে আপনাকে জেলে তো ঠেলে নিয়ে যাবেনই—তা'র ওপোর—মামীদের ধ'রে নিয়ে—প্রজাদের ঘরে রেখে আস্‌বেন—আর ঐ নবীন রায়ের ব্যাটা রাধাশ্যামকে এই গাঁয়ের জমীদার ক'রে দেবেন!

মা। ওরে বাবা—ওরে বাবা—লাড্ ম্যাষ্টার প্যালারাম—ওরে বাবা—ছেরাদ্দ আমার এতদূর গড়িয়ে গেছে?

পে। আচ্ছা—No fear—ভয় নেই মামা! আমি যতক্ষণ তোমার দিকে আছি—ততক্ষণ তোমার—তোমার No fear! আমি তোমারি ভাল'র জন্যে প্রজাদের এমন সন্তুষ্ট ক'রে ছেড়ে দিয়েছি যে তা'রা—রাজপুত্তুর এলেই সব একবাক্যে ব'ল্‌বে—এমন ভালমানুষ জমীদার একেবারে No fear—বাংলা মুলুকে নেই! আর তখুনি—রাজপুত্তুর তোমার জন্যে তালগাছের ওপোর মাচা বেঁধে সিংহাসন গেঁথে—তা'তে

তোমাকে চড়িয়ে একেবারে পক্ষীরাজ বাহাদুর ক'রে বসিয়ে দেবেন!

মা। তা'তো বুঝ্তে পাচ্ছি! কিন্তু লাড্ ম্যাষ্টার—তুমি যে গাঁট থেকে টাকাটা বা'র ক'রে প্রজাদের হ'য়ে খাজনা দিলে—তা—সেটা—সেটা—

পেলা। No fear—সেটা আবার কি? আমার কি টাকার ভাবনা? এই দেখ—এখনও পকেটে নোটের তাড়া! সব হাজার টাকা ক'রে! দেখেছ বাণ্ডিল? No fear—ঐ একখানা হাজার টাকা তোমার সরকারকে দিলুম! আর এই যে হাজার টাকার বাণ্ডিল দেখ্ছ—এগুলু কি ক'র্ব্ব জানো?

মা। ওগুলো কি সব হাজার টাকারই নোট?

পেলা। No fear —একখানা বের ক'রে দিলুম—দেখ্লে না?

মা। তা দেখ্ছি বাবা—তোমার পাকিট্‌টা নোটের তাড়ায়—ঠেলে ঠেলে উঠ্‌ছে,—নোটের ছাপাগুদ্ধু ঐ উঁকি মেরে মেরে উঠ্‌ছে! অত—অত ট্যাকা কি ক'র্ব্বে বাবা—লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—কি ক'র্ব্বে বাবা?

পেলা। No fear—মামার কাজেই লাগাব! হাজার হোক্—রাজপুত্তুর যখন এ অজ পাড়াগাঁয়ে আস্‌ছেন—তখন এটাকে সহরের মতন না ক'র্লে যে আমার অপমান! তোমার ওপোর যদি রাজপুত্রের অভক্তি হয়,—তা হ'লে তোমাকে মহারাজা ক'র্ব্বেন কেন?

মা। তা'তো বটে বাবা—সে তো বটে-কথাই বাবা! তা—এখানে কি একটা পাল টাল খাটাবো নাকি?

পেলা। No fear—মামা—ও রকম কথা আর ঠোঁটে-মুখে-দাঁতে-জিবে-কণ্ঠে-নাকে-চখে খবরদার এনোনা! No fear—পাল্ টাঙ্গাবে? রাজার ছেলে তোমার গাঁয়ে—তোমার দেশে—তোমার এই বাঁশতলায়

আস্‌ছেন,—তোমাদের চোদ্দ ত্রুগুণে সাতায় পুরুষের ভাগ্যি,—আর তা'র জন্যে কিনা পাল্‌ খাটাবে ?

মা। না—না—না বাবা—পাল খাটাব না বাবা! কি ক'র্ব্ব বাবা—লাড্‌ ম্যাষ্টার প্যালারাম—কি ক'র্ব্ব বাবা—বল!

পে। No fear—No fear—সমস্ত গাঁয়ে Electric জ্বালিয়ে রাখ্‌তে হবে! বাঁশঝাড়ে—পুকুরপাড়ে—পগারে—মাঠে—ক্ষেতে কেবল Electricএর আলো!

মা। কোথা পাব বাবা—কোথা পাব? আমার গোটাকতক হরিকেন্‌ লণ্ঠন আছে,—আর বাড়ীতে নতুন গিন্নীর ঘরে গোটাকতক বেল্‌লণ্ঠন ঝুল্‌ছে—

পে। No fear—আমি ক'ল্‌কেতায় সাহেব বাড়ীতে সব অর্ডার দিয়ে এসেছি—এখুনি তা'রা এসে সমস্ত গাঁ-টা Electric lightএ ভরিয়ে দেবে! No fear—টাকাকড়ি সব আমি তাদের বায়না দিয়ে এসেছি,—এখানে কাজকর্ম্ম হ'য়ে গেলে তবে টাকা চুকিয়ে দোবো! সেই জন্যেই তো No fear—এই এত নোটের তাড়া!

মা। তা—তা—বেশ বাবা—বেশ! রাজার ছেলে আস্‌বেন—লাড্‌ ম্যাষ্টার—তা বাবা—এতে আমার তো কিছু খরচ করা উচিৎ—

পে। No fear—কিছু না—কিছু না! আমার টাকা নিয়ে কি হবে? আমার টাকাটা কত,—তা'তো জাননা মামা! বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে সতেরো লাক্‌,—মার্কেন্‌টাইলে বারো লাক্‌ পঁচিশ হাজার পঁয়ত্রিশ,—এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে বিয়াল্লিশ লাক্‌ সাড়ে পনেরো আনা—বেঙ্গল ন্যাশেনাল ব্যাঙ্কে বাষট্টি লাক্‌—সাড়ে বত্রিশ—

মা। উঃ—উঃ—আর ব'লিস্‌নি বাবা—আর ব'লিস্‌নি! উঃ—এত টাকা? এত টাকা—এত টাকা—এত টাকা কোথা পেলি বাবা? কে দিলে বাবা? কেমন ক'রে হ'ল বাবা?

পে। No fear—কেবল ঠকিয়ে—কেবল পরের গ্যাঁড়া ক'রে—কেবল "রি—চু" ক'রে! মামা! একটা কথা বলি—আর ব'লতেই বা হ'বে কেন,—তুমিও তো হাতেকলমে অনেক ক'চ্ছ,—মানুষ যে হঠাৎ লাখ্—লাখ, কোটী—কোটী টাকার মালিক হয়,—সে কি বাবা—ধর্ম্মপথে—ধর্ম্মিষ্ঠিগিরি ক'রে? No fear—তা' হ'তেই পারেনা! যা'রা ব্যবসাদার—তা'রা labourersদের সর্ব্বনাশ ক'চ্ছে,—যারা মহাজন—তা'রা দেন্‌দারের সুদের সুদে নিজেদের বিষয় বাড়িয়ে নিচ্ছে,—আর যারা তোমার আমার মত খেলোয়াড় ওস্তাদ লোক,—তা'রা নাবালক—অবীরে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ ক'রে—একেবারে Multi-millionaire হ'চ্ছে! No fear—যদিও সে সব বিষয় তাদের বেশী দিন ভোগ ক'র্ত্তে হয়না!

মা। তা' যাক্—যাক্ বাবা—তাহ'লে—তাহ'লে—এই পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তাগুলো বড় বিচ্ছি—পুকুর ডোবাগুলো অতি নোংরা হ'য়ে র'য়েছে—এসব গুলোর কি গতি করা যায়? হায়—হায়—হঠাৎ এখানে রাজার ছেলে আস্‌বেন জান্‌লে—এগুলো না হয় আমি ঐ শালা ভূতো সরকার—নায়েব-গোমস্তদের দিয়ে নিত্যি নিত্যি পরিষ্কার করিয়ে রাখ্‌তুম!

পেলা। No fear—এখুনি লোকজন লাগিয়ে-গাঁয়ের ছেলেদের ডাকিয়ে এসব কাজে লাগিয়ে দাও না মামা! No fear—টাকার ভাব্‌না নেই,—টাকার কোন ভাব্‌না নেই! তবে আপাততঃ আমাকে চেকের বদলে হাজার ত্রিশ টাকা দাও দিকি,—খরচাপাতিগুলো তো

ক’র্ত্তে হবে! No fear—আমি চেক্ দিচ্ছি—এই চেক্ বই সঙ্গে ক’রে এনেছি,—ব্যাঙ্ক্ এখন বন্ধ কিনা—

মা। তা’—তা’—আমি পাড়াগাঁয়ে চেক্ চোক্ নিয়ে কি ক’র্ব্ব বাবা?

পেলা। No fear—মামা—চুপ্—চুপ্—চুপ্—আর অমন কথাটী মুখে উচ্চারণ কোরোনা! চেক্ হ’ল কোম্পানীর জিনিস—রাজার জিনিস! বড় বড় রাজা-মহারাজ জমীদার—No fear—চেকেতেই সবাই লেন্-দেন্ করেন, আর তুমি চেক্ নিতে চাইছ না,—এ কথা শুন্‌লে—এখুনি—এখুনি—No fear সব মাটী!

মা। তা—তা—তা—

দোলন-চাঁপার প্রবেশ।

দো। দূর—দূর—হতচ্ছাড়া—বব্‌বুলে নারকী মিন্‌সে! বুদ্ধিশুদ্ধি কি ম’লে হবে?

মা। তা—তা—তা—তা—তুমি হঠাৎ—তুমি হঠাৎ—

পেলা। No fear—ইনি বোধ করি আমার New editionএর মামী-ঠাকরুণ—

দো। হ্যাঁ—মশাই—আমি এই বাঁদরের গলার মুক্তোর হার! এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনার সমস্ত কথা শুন্‌ছিলুম! আপনাকে লজ্জা ক’রে এতক্ষণ বেরোতে পারিনি,—কিন্তু এ Stupid মিন্‌সের বিবেচনা দেখে—আর এর ছোটলোকের মতন কথাবার্ত্তা শুনে বেরিয়ে পোড়্‌তে হ’ল—

মা। এ্যাঁ—সেকি—সেকি—অ দোলন—দোল্-দোলন্—তুমি বেরিয়ে প’ড়্‌লে কি কথা?

দো। পোড়্‌বোনা? বে-আক্কেলে মিন্‌সে! এমন একজন বড়লোক—

যাঁকে বলে—টাকার জাহাজ, তা'র ওপোর এমন উদার-চরিত—দাতাকর্ণ বিশেষ,—মামা ব'লে আয়িত্তি ক'রে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে—রাজার ছেলেকে এই অজ পাড়াগাঁয়ে আন্‌বার উদ্যোগ ক'চ্ছেন,—আর তা'র সঙ্গে কিনা এম্‌নি ব্যাভার? তাঁকে অভ্যর্থনা করা নেই,—একটু ব'স্‌তে পর্য্যন্ত বলা নেই,—একটু চা পর্য্যন্ত খেতে দেওয়া নেই,—উল্‌টে তোমারি ছেরাদ্দর খরচের জন্যে চেক্‌ দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা চাইছেন,—তাঁ'কে অবিশ্বাস? ছোটলোক—বদ্‌মায়েস্‌—

পেলা। No fear—নতুন মামী—No fear! আর ব'ল্‌তে হবেনা! মামা লজ্জায় একেবারে no fear—মরমে ম'রে ভূত হ'য়েছে! No fear! কি ব'ল মামা—তাহ'লে চেক্‌খানা লিখে দিই—

মা। তা—তা—তা—

দো। কের্‌ তা—তা—তা? আর কেন? কিসের জন্যেই বা তুমি পরের টাকা ভিক্ষে নিয়ে নিজের গাঁ সাজাবে—Electric আলো দিয়ে বড়-মানুষি জাহির ক'র্ব্বে? খবরদার ব'ল্‌ছি—ওসব ভিক্ষে টিক্ষে নেওয়া চ'ল্‌বেনা? রাজা মহারাজা হ'তে গেলে গাঁটের পয়সা খরচা ক'র্ব্বেনা তো কি—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে লাখ্‌ দুলাখ্‌ খরচ চালাবে? আসুন মশাই—আমার কাছে সিন্দুকের চাবি আছে,—আমি দেখেছি, মিন্‌সের তোড়া তোড়া নোটের গোছা আছে—বোধ হয় পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপোর হবে—

মা। ম'রে যাব—ম'রে যাব—দোল্‌-দোলন্‌—তাহ'লে মাইরি ম'রে যাব? আমি গরীব মানুষ—ওরে বাবা—তিরিশ হাজার টাকা—ম'রে যাব—একেবারে খাবি খেয়ে ম'রে যাব—

দো। তাহ'লে রাজার ছেলেকে এখানে আনাতে চাওনা?

পেলা। No fear—আনাতে চাইবেনা ব'ল্লে তো আর চ'ল্বেনা নতুন মামি! আমি যে তাঁ'কে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি! ফৌজ টৌজ্ শুদ্ধ— No fear—আস্বার জন্যে সব প্রস্তুত! এই বেলা তাড়াতাড়ি যা' ক'র্বার ক'রে ফেলি—

মা। তাহ'লে যখন আর উপায় নেই—তখন—তখন টাকা দিচ্ছি—বাবা লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম—তোমার চেক্-চাক্—না—চক্-চকা-চক্—কি আছে দাও—

পেলা। এই যে বা'র ক'চ্ছি—No fear—(চেক্ বহি বাহির করণ) একটা Fountain-pen—

দো। খবরদার মশাই—আপনি ভাগ্নে হোন্—আর যা-ই হোন্—ওসব বড়-মানুষি এখানে দেখাবেন না ব'ল্ছি! ও ছোটলোক হাড়ী,— পরের টাকা ফাঁকি দিয়ে নেওয়া ওর স্বভাব! আর তুমি? তুমি বেহায়া—বদ্মায়েস্—জোচ্চোর—দাগাবাজ মিন্সে! তুমি কিসের জন্যে হাত পেতে ওঁর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছ? ভিক্ষে? ভিক্ষে ক'রে নাম জাহীর ক'র্ব্বে? পরের ধনে পোদ্দারি? গলায় দড়ি জোটেনা? দূর—দূর—ইতর!

ভূতো। তাহ'লে নতুন মা! আমিও কি ঐ হাজার টাকা সাহেব বাবু মশাইকে ফিরিয়ে দোবো? উনি প্রজাদের হ'য়ে—খাজনার বাকী প্রায় ন'শো টাকা জমা দিচ্ছেন—

পেলা। মামি! দোহাই তোমার—No fear—ওটা আর ফিরিয়ে কাজ নেই—তাহ'লে আমার—No fear—ভয়ানক insult হবে!

দো। তা আপনিই বা কেন for nothing—

মা। নতুন বৌ! নতুন গিন্নী! দোল্—দোল্—দোল্—দোলন-চাঁপা! তোমার পায়ে পড়ি—এমনি ক'রে আমার গলায় আর পা চাপিওনা!

এই দেখ,—প্রাণটা আমার নাকের ডগায় এসেছে;—আমি টাকার শোকে এই দেখ ভয়ানক কেঁদে ফেল্‌ছি! (ক্রন্দন)

পেলা। No fear—No fear—আরে—আরে—একি? অ মামা-মশাই—অ রাজা-মশাই—আরে চুপ্—চুপ্—

দো। বলি কি হ'চ্ছে? এখানে সদরে দাঁড়িয়ে—ষাঁড় চেঁচাচেঁচি ক'রে কি পাড়ার লোক জমা ক'র্ব্বে নাকি?

গঙ্গামণির প্রবেশ।

গঙ্গা। বলি আবার কি হ'ল? বলি—অ কর্ত্তা—বলি ভাগ্‌নেকে খাতির ক'র্ত্তে এসে কা'র জন্যে আবার শোক উথ্‌লে উঠ্‌লো?

মা। টাকার! (ক্রন্দন)

গঙ্গা। আহা—হা! কা'র কাকা ম'ল? তোমার আবার কাকা কে?

দো। তুমিও আবার ন্যাকামি ক'র্ত্তে এখানে হাজীর হ'লে দিদি? দেখ্‌ছ একজন ভদ্রলোক—বড়লোক র'য়েছেন! তোমার এই বুড়ো সং দেয়লা ক'চ্ছে ওঁর কাছে,—আর তুমি বুড়ো-মাগী আবার রং ক'র্ত্তে এখানে এসে জুট্‌লে?

পে। No fear—বড় মামী! Good morning—না—না—প্রাতঃ-প্রণাম! আমায় চিন্‌তে পার?

গ। একটু একটু পারি বইকি বাছা! তুমি আমাদের নতুনির ছোট ভাই!

মা। তোর মাথা চোক্‌খাগি! কা'কে কি বলে হুঁস্ নেই! এই হ'ল আমার ভাগ্নে—লাড্ ম্যাষ্টার প্যালারাম! ছেলেবেলায় কত কোলে-পিঠে ক'রেছিস্—হাউড়ে মাগী—এর মধ্যে ভুলে গেলি?

গ। ওমা—এ সেই পেলু—আমার ছোট্‌ঠাকুরঝির ছেলে? ওমা—এই

এত বড়টা হ'য়েছিস্? ওমা—আবার গলায় বগ্‌লস্ এঁটে ধিঙ্গি সেজেছিস্? ওমা--তুই রাজা হ'য়েছিস্ নাকি? ওমা—তুই আমাদের রাজপুত্তুর দেখাতে নিয়ে যেতে এসেছিস্ নাকি?

পে। No fear মামি-মা—অনেক কথা আছে! চল তোমার ঠাকুর-ঘরের চৌকাটে দাঁড়িয়ে কথা কইগে! তা মামা—সে সব খাতা-পত্রগুলো—

মা। এখুনি দিচ্ছি বাবা—এখুনি আমি বের ক'রে দিচ্ছি—

পে। তা হ'লে--No fear মামি—চেক বইখানা তা হ'লে পকেটে পুরি?

দো। কি হ'বে চেক্ ব'য়ে? চলুন—আমি আপনাকে টাকা বের ক'রে দিচ্ছি!

মা। না—না—নতুন বৌ—দোলন আমার—তুমি সিন্ধুক্ খুলে সব গণ্ডগোল ক'রোনা! নিতান্তই যদি টাকাটা দিতে হয়—তা হ'লে—তা হ'লে—উ—হু—হু—আমিই দিইগে চল!

গ। ওমা! কিসের টাকা? আহা—বয়েস হ'লে কি হবে—কর্ত্তাটী আমার এখনও যেন সেই ন্যাবলা খোকাটী! কা'কেও দু' টাকা দিতে হ'লেই—বেচারির বুক ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়! আহা—কা'কে টাকা দিতে হবে?

পে। No fear মামী-মা—ওঁরই টাকা—ওঁরই কাজে লাগাতে হবে!

দো। আর কথায় কাজ নেই—বাড়ীর ভেতর চলে আসুন—এখুনি টাকা নিয়ে সব জোগাড়যন্ত্র ক'র্ত্তে আরম্ভ করুন! আর দিন তো নেই!

ভু। তা হ'লে কর্ত্তামশাই—আমি দপ্তরখানায় যাই—

মা। তুমি যাও—আমি একটু পরে যাচ্ছি! একটা সমস্ত খরচা লিখে নিতে হবে—মস্ত খরচা—উহু—হু—আমার ছেরাদ্দের খরচারই সামিল!

পে। No fear—তা'র চেয়ে বেশী! [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

গ্রাম্যরমণীগণ।

গীত।

(দিদি) মিন্‌সেকে ব'ল্‌ব এবার
লাঙ্গল এক্‌টা কেনো।
দেশে, জমি-জমা কাঁদ্‌ছে প'ড়ে—
এই কথাটী শোনো—
(নিদেন—এক্‌টা লাঙ্গল কেনো) ॥
এমন সুখের গাঁটা ছেড়ে,
সহরেতে গেছ তেড়ে;
(তোমার) চা'লের খরচ কুলোয় না তা'য়—
যা'—আপিস্ থেকে আনো ॥
কলম পিষে পিষে হ'ল দেহখানি পাত,
(তা'তে) পেট্‌টা ভ'রে দুটী বেলায়—
পাওনা ডাল আর ভাত;
(এমন) পোড়া চাক্‌রি কাজ কি প্রাণনাথ ?
(কেবল) দিনে দিনে বাড়ছে দেনা,—
চুলোয় যাক্‌গে জমানো ॥
চাক্‌রি করুন তাঁ'রা যাঁদের মোটা টাকা আয়,
বল্‌না দিদি—একশো টাকাই—ক'টা বাবু পায় ?
(বলি) এ বাজারে চলে কিলো তা'য় ?
(আবার) ওরই ভেতর মেয়ের বিয়ে
সার্‌তে হবে জেনো ॥

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—সুসজ্জিত রাজপথ।

রঙ্গিণীগণ।

গীত।

ওগো সব নগরবাসী দেখ আসি—
এসেছে রাজার ছেলে এ দেশে।
শুনোনা কারুর বারণ,
(কত) ভাগ্যে হয় রাজদরশন ;
(তাঁ'র) কোমল কর ক'রে ধারণ,—ক'র্ব্ব সেক্‌হ্যাণ্ড হেসে—
(মৃদু মৃদু মৃদু হেসে)॥
(মোদের) কর্ত্তারা সব খেতাব পাবেন—
হবেন রাজাবাহাদুর,—
(নিদেন) "রায় সাহেবটা" ঘোচায় কেটা ?
বাড়্‌বে মান প্রচুর,—
(নইলে) শুধুই কি ছাই মুখের বুলি—"যো হুকুম হুজুর" !
(তেমন) কর্ত্তার জোর বরাৎ হ'লে—
গিন্নী গিয়ে নাচ্‌বে "বলে" (Ball),
তালে তালে পা ফেলে—প্রিন্‌সের গায়ে গা ঘেঁসে ॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

গোপাল ও গোবর্দ্ধের প্রবেশ।

গোপাল। অ গোবর্দ্ধন—অ গোবর্দ্ধন—আমার বড় ভয় ক'চ্ছে—আমাকে বাড়ী নিয়ে চল—

গোবর্দ্ধন। আরে ভয়টা কিসের? এই এবিগেটা এসে দাঁড়া কর দিকি—এ দিক্‌টা বেশ ফাঁকা—

গোপা। না, না,—আমি আর একদণ্ডও ক'লকেতায় থাক্‌বনা। এঁর কোন জায়গা ফাঁকা নয়! উঃ—চাদ্দিকে লোকজন গিজ্‌ গিজ্‌ ক'চ্ছে, চাদ্দিকে সব বড় বড় বাড়ী—চাদ্দিকে গাড়ী ঘোড়া ছুটছে—একটু ফাঁকা নয়—আমার যেন দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে! আমি আর একটুও কোথায় নড়ে যেতে পার্ব্বনা!

গোব। আরে তুমি তো দেখ্‌ছি বড্ড গণ্ডগোল কল্লে! সহরে এস্‌ছ—রাজা দেখ্‌বেনি? মজা কর্ব্বেনি? নকলদানা খাবেনি?

গোপা। না:না—আমি কিছু খেতে চাইনা। আমার বড্ড জলতেষ্টা পেয়েছে। কতবার এইটুকু পথে আস্‌তে আস্‌তে দু'জনে গাড়ী চাপা প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে বেঁচে গেছি! রাস্তার ধূলোতে চোখ কর্‌ কর্‌ ক'চ্ছে,—লোকের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে আমার গতর চূর্ণ হ'য়ে গেছে—

গোব। আরে এমন হেব্‌লো তো কোথাও দেখেনি! সহরে তো ঐ হ'ল মস্ত সুখ, একটু থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক,—কত রকম মজা দেখ্‌বে'খনি।

গোপা। যা'র জন্যে ক'লকেতায় আসা হ'ল—তা'রও তো কিছু হোলোনা। রাজাও দেখা হ'লনা—সংও দেখা হ'লনা—বাজনাবাদ্যিও শোনা হোলোনা—

গোব। আরে কি কথা কও থোকা ঠাউর? হ্যাঁ—গা জলে যায়! রাজা কি দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে এখান থেকে দেখা যায়? চল—এট্টা ঘোড় গাড়ীতে চেপ্‌পে বসি,—এট্টা পাণ্ডা বন্দোবস্ত করি—

গোপা। সে তো পয়সা নেবে!

গোব। লেবেই তো! ল্যায় তো পইসা দিব অ্যানে!

কয়েকজন গাঁটকাটার প্রবেশ।

১ম। তেমন ভিড়ও নেই—কাজ হবে কোথা থেকে?

২য়। ভদ্রলোক কোন শালা আসে না! সব ব্যাটার ট্যাঁক্ গড়ের মাঠ! কোন ব্যাটার পকেটে দুটো রিংএ বাঁধা চাবি,—কোন ব্যাটার পকেটে নস্যির ডিবে,—কোন ব্যাটার পকেটে ছেঁড়া রুমাল,—তা'তে নাক পোঁছা—সদ্দিমাখানো। রাম রাম—

৩য়। এক ব্যাটা রাজ্যের হ্যাণ্ড্‌বিল্ জড় ক'রে নোটের মতন ভাঁজ ক'রে রেখেছিল,—বাণিজ্য ক'রে লজ্জায় বাঁচিনা!

১ম। আরে শালারা রাজপুত্তুর দেখ্‌তে এসেছিস্—দু'দশটা ট্যাকা পকেটে করে নিয়ে আয়—

গোব। হেঁগো বাবুরে! আমাদের গাড়ীর গোয়াল্‌টা দেখিয়ে দিবেক্? আমরা পয়সা দিয়ে গাড়ী চড়ে রাজা দেখ্‌ব—

১ম। কত পয়সা এনেছ?

গোব। সাত টাকা তিন গণ্ডা পয়সা আছে। ইতে হবেক্‌নি?

২য়। দাঁড়াও, দাঁড়াও,—তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ?

গোব। গাঁ থিকে! আমরা নৈতুন মনিষ্যি—

গোপা। আমাদের নবগ্রামে বাড়ী—আমরা কখনো ক'ল্‌কেতায় আসিনি—

গোব। আমি এস্ছি, আমি এস্ছি—

গোপা। ও দু'একবার এসেছে বটে! তাও তেমন এখানকার কিছু জানেনা। আমরা এখানে রাজা দেখ্‌তে এসেছি—

১ম। আচ্ছা—এসো এই ধারে—দেখি কত টাকা আছে!

গোব। এই দেখ—সাত টাকা—আর এই পয়সা—

(কাছার খুঁট হইতে টাকা বাহিরকরণ)

১ম। আচ্ছা—তোমরা এইখানে চুপ্ ক'রে দাঁড়াও—আমি তোমাদের গাড়ী ডেকে আন্‌ছি! রাজার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তোমাদের দেখা শোনা করিয়ে—একেবারে সেই গাড়ীতেই তোমাদের সেই গাঁয়ে পাঠিয়ে দেবো!

গোব। হিঁ—হিঁ—তাহ'লে তো বেশ হবেক্—বেশ হবেক্! দোই বাবু তোমাদেরকে—দোই বাবু—

২য়। আহা ছেলে-মানুষ—ওদের একটু কাজ করে দাওহে বিধু!

৩য়। একখানা বড় চার ঘোড়ার গাড়ী এনে দিই—কি বল?

১ম। সে তো দশ টাকা চাইবে,—বাকী টাকাটা না হয় আমিই দিচ্ছি! আহা—বালক—বালক!

গোপা। আপনারা বেশ লোক! আপনাদের খুব দয়া—

১ম। কিছু না—কিছু না—দাও ঐ ক'টা টাকাই দাও—

২য়। আর দেখহে—ওদের জন্যে কিছু জলখাবার—

৩য়। সে আর ব'ল্‌তে—সে আর ব'ল্‌তে? তোমরা বাপু—এইখেনে চুপ্ ক'রে দাঁড়াও—

[টাকা লইয়া গাঁটকাটাদিগের প্রস্থান।

গোপা। সব ক'টা টাকা ওদের দিলে?

গোব। দিবক্‌না? গাড়ী চ'ড়্‌ব,—রাজা দেখ্‌ব—ক'ল্‌কেতায় রসকরা খেতে পাবক্‌! উঃ—কত্তো মজা হবেক্‌—কত্তো মজা হবেক্‌—

গোপা। ওরা ঠিক্‌ আস্‌বে তো গোবর্দ্ধন?

গোব। আরে ওনারা হ'ল—সহরের বড়লোক,—ট্যাকা লিয়ে গেছে—

কয়েকজন ভদ্রলোকের দল বান্ধিয়া প্রবেশ।

১ম। এমন ঝক্‌মারীও ক'রে! কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বারও সুবিধে নেই—

২য়। এইখান থেকে বেশ দেখা যাবে—ঐ প্রোসেশন্‌ মোড় ফির্‌ল—

৩য়! কই—কই?

৪র্থ। ঐ যে Cavalry বেরিয়েছে—

১ম। না, না—প্রথমে পুলিশ Force—

২য়। না, না—প্রথমে Military guards,—

৩য়। আরে—মাথাটা একটু নাবাওনা হে—

৪র্থ। উঃ—বড্ড ঠেলাঠেলি—আঃ—ধাক্কা মার্‌ছেন কেন মশাই?

গোব। খোকা-ঠাউর ঠিক্‌ দেঁড়িয়ে থাক—লোড়োনি—

গোপা। উঃ গোবর্দ্ধন! আমি হাঁফিয়ে মলুম!

১ম। ঐ দেখহে—State carriage—

২য়। সঙ্গে কে কে হে?

৩য়। উঃ—পা'টা মাড়িয়ে ধ'ল্লেন যে মশাই!

৪র্থ। আঃ—আবার ঠেলাঠেলি করে—

৩য়। দেখ্‌ছেন—পেছন দিক্‌ থেকে কি রকম ধাক্কা মাচ্ছে—

[ধাকাধাক্কিতে গোপাল ও গোবর্দ্ধনের পতন, তাহাদিগকে মাড়াইয়া লোকের নেপথ্যে দর্শন]

গোব। আরে—আরে—গিছি—গিছি—ওঃ—

গোপা। অ গোবৰ্দ্ধন—আমায় বাঁচাও!

১ম। আমার পায়ের কাছে আবার এটা কিরে?

২য়। আরে—ডাঙ্গায় কি কুমীরে ধ'ল্ল নাকি? পা থাবুলায় কে রে—

৩য়। আরে উদিকে দেখ—উদিকে দেখ—

৪র্থ। আহা হা—দুটো ছেলে পড়ে গেছে হে—দেখ দেখ—মোলো বুঝি—

১ম। মরুক্—গোলমাল কোরোনা! দেখ—দেখ—Processionটার তেমন জুৎ হয়নি!

সিবিল-গার্ড্বেশী রাধাশ্যামের প্রবেশ।

রাধা। মশাইরা—হাঁ করে উদিকে Prince দেখ্ছেন—এদিকে দুটো ছেলে যে মরে—

১ম। তা মরে! ঐ—ঐ দেখ—দেখ,—পোষাকটা কালো না সাদা—

রাধা। সরে দাঁড়ান ব'ল্ছি—সরে দাঁড়ান,—নইলে সবাইকে arrest ক'র্ব্ব—

সকলে। ওরে বাবা—পালা—পালা—পালা—এখানেও civil guard তাড়া করেছে রে—

[লোকজনের পলায়ন।

রাধা। (বালকদ্বয়কে যত্নপূর্ব্বক উঠাইয়া) বড্ড লেগেছে?

গোপা। এঁ্যা—না—না—

রাধা। তুই গোপ্লা? তুই এখানে ম'র্ত্তে এসেছিস্?

গোপা। হ্যাঁ রাধাশ্যাম দাদা—আমি এই গোবর্দ্ধনের সঙ্গে ক'ল্কেতায় রাজা দেখ্তে এসেছি—

রাধা। আঃ—ভগবান্ রক্ষা ক'রেছেন। খুঁজে খুঁজে ক'জনে আমরা হাল্লাক হ'য়ে গেছি। আর তুই ব্যাটা চাষার ছেলে—তোর কি আক্কেল বল্ দিকি?

গোব। দোই ছোট বাবু—রাজা দেখ্তে এয়েছেনু—বড্ড নাকাল হ'য়েছি। আমাদের টাকা সাতটা চেয়ে দাও, আমরা ঘর্কে যাই!

রাধা। কিসের টাকা?

গোব। পাণ্ডাঠাকুর বাবারা লিয়ে গেছে—

রাধা। সেকি? এই মরেছে রে হতভাগারা! কি হ'য়েছে বল্ দিকি!

গোপা। কতকগুলো লোক গাড়ী আন্বো ব'লে টাকা নিয়ে গেল! ব'ল্লে সেই গাড়ীতে রাজবাড়ী গিয়ে রাজা দেখা হ'বে!

গোব। ভাল রসকরা কিন্তে গেছে—

রাধা। তোদের দু'জনকে দু' গালে চার্টে ক'রে চড় হয়—তা'হ'লে ঠিক্ হয়! সে টাকা জোচ্চোরে নিয়ে পালিয়েছে! হতভাগা ছেলেরা!

পেলারামের প্রবেশ।

পেলা। No fear—খুঁজে পেয়েছিস্ তো? এই মূর্ত্তিমান্?

রাধা। হ্যাঁ, এই তোমার মাস্তুতো ভাই গোপাল—এই ব্যাটা চাষার পোর সঙ্গে ক'ল্কেতায় এসেছে! নাকালের এক শেষ হ'য়েছেন—ভিড়ে ঠেলাঠেলিতে আর একটু হ'লেই চাপা মরেছিলেন আর কি! তা'র ওপোর—জোচ্চোরদের পাল্লায় প'ড়ে গোটাকতক টাকা যা' সঙ্গে ছিল, তা'ও খুইয়েছেন!

গোব। সে ট্যাকা কি আর পাওয়া যাবেক্নি? আচ্ছা রওতো—একবার চৌকিদারকে—দারোগাবাবুকে ডাক্ দেই—

পেলা। No fear—আর দারোগা ডেকে কাজ নেই। রাধাশ্যাম! আর

দেরী ক'রে দরকার কি? বেণী, নিলু, সত্য—ওরা সব Strandএ Harrison Roadএর চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে,—এদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে আয়,—আমি এইখেনে আছি!

রাধা। চলো গোপাল—আয়রে গোবুরা—

গোব। রাজা দেখ্‌বনি?

পেলা। সঙ্গে যাওনা—তোমার বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবে এখন!

গোব। আমুতো যাবনি। জুয়াচোর শালারা ট্যাকা লিয়ে গেছে—(উচ্চৈঃস্বরে) চৌকিদার—চৌকিদার—

রাধা। আ মর্,—এ ব্যাটা চাষার ছেলে তো বড় পাজী! চল্—আমি টাকা দিচ্ছি! ক'টাকা গেছে?

গোপা। সাত্ত টাকা তিন আনা—

গোব। আমি তোমার কাছ থিকে লিবো ক্যানে? আমি চোর ধ'র্ব্বক্—জ্যালে দিবক্—চৌকিদার—

পেলা। No fear—ব্যাটাকে ছু'টো রদ্দা দিয়ে টেনে নিয়ে যা না রাধা-শ্যাম! No fear—কথায় বলে—"ন চাষা সজ্জনায়তে"—

রাধা। তাই দেখ্‌ছি—

[গোবর্দ্ধনকে টানিয়া লইয়া ও গোপালের হাত ধরিয়া রাধাশ্যামের প্রস্থান।

পেলা। No fear! ক'টা important কাজ খুব সেরে ফেলা গেল! মামা ব্যাটার কাছ থেকে ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা রাধাশ্যামের behalfএ,—আর ৮০০০৲ টাকা মাসীর দরুণ আদায়,—আর এই মাসতুতো ভাইটাকে খুঁজে বের করা। রাধাশ্যামটা সব দলে আছে দেখ্‌ছি। আমার চেয়েও খলিফা! এর ভেতর আবার Civil guardএর postএ নাম লিখিয়েছে! No fear—সহরের ছেলেদের

চেয়ে পল্লীগ্রামের ছেলেদের খুব energy আছে ব'ল্‌তে হবে। এরই মধ্যে চর্‌কা-টর্‌কা লাঙ্গল-ফাঙ্গল নিয়ে—No fear—খুব সবাই আড়েহাতে লেগে গেছে! No fear—এমন না হ'লে ছেলে? সহরের ছোঁড়াগুলো—No fear—একেবারে good for nothing! কেবল জানে—চোস্ত বচন আওড়াতে, মেয়ে-মানুষের মতন চুল পেটি করে তেড়ি কাটতে—আর বড় জোর Amateur Theatreএ হিরোর পার্ট্‌ একরাত্রি Act ক'রে—রাত্রি প্রভাতেই Sir Beer-bhoom treeর সঙ্গে টক্কর দিতে!

রিপোর্টার ভেন্‌টুসের প্রবেশ।

ভেন্‌টুস। (কাগজ পেন্‌সিল লইয়া লিখন) At about 10 A. M. in the morning Mr.—er.—Mr. (পেলারামকে লক্ষ্য না করিয়াই প্রশ্ন) what's the name of that civil guard? Do you know Babu?

পেলা। That civil guard? Yes—no fear! His name is টিপু সুলতান পিট্রোকোচিনো।

ভেন্‌। (লিখিতে লিখিতে) টি—পু—সুল্‌—টান্‌—পি—ট্রো—কো—চি—নো! A peculiar name! Who is that gentleman? Is he an Italian or a Greek or Indian?

পেলা। No fear—He is a Vascode-gamian—living in the state of Gibralter—in Philadalphia south of Austria, the Northern Chinese wall!

ভেন্‌। Damn it! Go on Babu,—please do help me with the report of this morning's arrest! (পুনঃ লিখন) Mr.

so & so arrested two volunteers of Congress and Khilafat committee—

পেলা। No fear—সব details দাও সাহেব! One aged nine years 3½ months—named নটবর কাত্তগির, the other twelve years—5 months 11 days & 63 minuts & 2½ seconds named গন্ধমাদন সরাবজি—

ভেন্। I say—no need of writing so much details! Go on Babu, please! (লিখিতে আরম্ভ) arrested for picketing & wearing খদ্দর।

পেলা। No fear লেখো লেখো—arrested for picketing & wearing খদ্দর,—carrying Machine guns and Howitzar in their pockets, being prepared to wage war with the Emperor of St. Petersburg—Vancouver Island.

ভেন্। ধোৎ—কি ব'ল্‌ছে বাবু? তুমি হামার সাথে Joke ক'চ্ছে?

পেলা। No fear—পথে এসো বাবা ভেন্‌টুস্! মায়ের ভাষায় বুলি ঝাড়ো যে বুঝ্‌তে পারি—আলাপপিরীত করি। বলি—চিন্‌তে পার্‌তা হ্যায়—বাবা ভেন্‌টুস্?

ভেন্। Hallo—Hallo—Mr. পেলারাম! তুমি—তুমি? কেমন আছে দাদা? এতক্ষণ তোমার ভাল করে দেখা নেহি, ঐ লিয়ে ঠিক সম্‌ঝাতে পারেনি।

পেলা। No fear—তা বেশ করা হ্যায়! কিন্তু তোমার ও মূর্ত্তি আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চিন্‌তে পারেগা।

ভেন। Very good—Very good—ভাল আছে? এখন কি কাম

ক’চ্ছে? তোমার সাথে ভাই বহুৎদিন মুলাকাৎ হোয়নি! আমি তোমার কাছে বড় সরমে আছে—বড় লজ্জায় আছে।

পেলা। No fear—কেন বাবা ভেন্‌ট্রুস্?

ভেন্। তোমার সেই ২৫টা রূপেয়া চারবছর আগে loan লিয়েছি,—আজও শোধ করতে পারলোনা হামি! Really I am much ashamed!

পেলা। No fear তা’র জন্যে আমি তাগাদাও কখনো করিনি! No fear বাবা ভেন্‌টুস্—ও কথা আমার মনেই ছিল না। কিন্তু তুমি যে বাবা—ভগবতী জুস্‌টুস্ খেয়ে ইমানটা এখনও রেখেছ—এতে আমিও very glad!

ভেন্। হামি সাহেবলোক আছে—হামারা কখনো ungrateful হইতে পারেনা! তা এখন তুমি কি কাম ক’রছে? ঐ Oliver Davis Company—

পেলা। No fear—সে চাকরি আমি ছেড়ে দিয়েছি! তা no fear—বাবা ভেন্‌ট্রুস্—তুমি তো দেখ্‌ছি হালচাল একটু ব’দ্‌লে ফেলেছ, আবলুস্ কাঠে একটু চক্‌চকানি জেল্লা যাচ্ছে! No fear কি রকম বল দিকি? আজকাল কি সেন্‌সাসে কাজ ক’চ্ছ? পথে পথে মানুষ গুণে বেড়াচ্ছ?

ভেন্। No—No—সেন্‌সাসের কি কাম ক’র্ব্বে হামি? Oliver Davis Coর চাকরি ছোড়িয়ে এখন Messenger Daily newspaperএর paid Reporterএর কাম করছে!

পেলা। No fear—সোণায় সোহাগা বাবা! একে "Messenger"এর মতন কাগজ,—তা’র ওপোর তোমার মতন রিপোর্টার,—একেবারে অক্সফোর্ডের বিদ্যাসাগর! খবর যা’ বেরোয়—একেবারে no fear চুঁটিয়ে!

ভেন্। English paperএ Native Reporter রাখ্ছেনা! পড়্ছে তো? "Messenger" আজকাল The best Anglo-Indian paper! কেমন সব লিখ্ছে—দেখ্ছে তো?

পেলা। No fear—দেখ্ছেনা আবার? Nativeদের গাল দিচ্ছে—চোদ্দপুরুষান্ত ক'র্ছে। No fear—এতে তো আর মানা নেই, এতে তো আর sedition হয়না!

ভেন্। Native লোক সব বড় গোলমাল ক'র্ছে, তাই হামি সাহেব-লোক এত্তে গালাগালি ক'র্ছে—গবর্মেণ্ট্‌কে হামি সাহেবলোক সল্লা দিচ্ছে! কেমন করিয়া এই স্বদেশী movement সব বন্ধ্ হ'বে—এসব হামি সাহেবলোক বাৎলাচ্ছে!

পেলা। No fear—তা' বেশ ক'চ্ছে। কিন্তু দেখ বাবা মাষ্টার ভেন্‌টুস্! যা' বল—যা' কর—No fear—আমি তা'তে কিছু বলি না। কিন্তু ঐ যে ক্রমাগত "হামি সাহেব লোক" ব'লে ব'লে নিজেকে মস্ত সাহেব ব'লে প্রতি কথায় প্রচার ক'চ্ছ,—এ বাবা—No fear—আমার গায়ে যেন ঝাঁটার বাড়ী মা'চ্ছে।

ভেন্। Why? কেন? হামি সাহেব না আছে তো কি আছে?

পেলা। No fear—সাহেব ব'লে সাহেব? রংএ—কথাবার্ত্তায় একেবারে সন্ত British channel! বলি—নিজে আরসিতে মুখখানা না দেখে থাক, কখনো কি লালদিঘীতে মুখ ধুতে যাওনি?

ভেন্। আরে রংটা কাল হইল তো কি হইল? London থেকে আস্‌তে আস্‌তে ঐ সেবার Black Seaতে হামাদের জাহাজ বুড়ে গেলো—সেই কালাপানিতে হামাদের রং সব কালো হইয়া গেল!

পেলা। No fear—বাবা ভেন্‌টুস্! ওসব চালাকী আমার কাছে কেন সোণার চাঁদ? তোমার বাপ-মা দু'জনকেই যে আমি চিনি বাবা!

তোমার বাপ Harry Pedro—হরিদাস পিক্রু,—চাটগাঁয়ে বাড়ী, খালাসীর কাজ ক'র্ত্ত, জাতে পর্টুগিস্,—তোমার মা আমাদের চূনোগলির নিতি হাড়িনীর মেয়ে!· তোমার Pedigree তুমি যে Oliver Davis Companyতে লক্ষবার প্রকাশ ক'রেছ।

ভেন্। ব্যস্ করো ভাই পেলারাম—তোমার সাথে হামার Peace! আইস Shake hands! একঠো সিগার লিবে?

পেলা। No fear—আমি সিগারেট্ খাইনা! চল্লুম!

ভেন্। দেখিও দাদা—হামার Pedigree প্রকাশ করিওনা—হামার নোকৃরি ছুটিয়ে যাবে!

পেলা। No fear—আমার ও ছাড়া অনেক important কাজ আছে!

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাণিকচাঁদের বাটীর কক্ষ।

মাণিকচাঁদ ও দর্পনাথ।

দর্প। আপনি এত বড় একটা জমীদার হ'য়ে একটা ছোঁড়ার কাছে এমন ক'রে ঠ'কলেন? খুব আশ্চর্য্য—

মা। আরে ও ব্যাটা কি ছোঁড়া? ও বুড়োর ঠাকুদ্দা! আমার কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লে বল দিকি ভাই? আমার ত্রিশ হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেল? আমাকে ব'ল্লে কিনা "রাজার ছেলে তোমাদের গাঁয়ে আসছে মামা—তোমাকে রাজা ক'রে দেবে! আমার সঙ্গে ভারি ভাব—"

দর্প। হা—হা—হা—হ—তাই নাকি? তা' টাকাটা দিলে কেন? নজর দোবো ব'লে?

মা। কিছুনা। ব'ল্লে—রাজার ছেলে আস্‌ছে পাড়াগাঁয়ে—ইলেকৃটিক্‌-টিকির আলো দিতে হবে—রাস্তা ঘাট বাঁধাতে হবে—সাফ্‌ সুত্‌রো ক'র্ত্তে হবে—

দর্প। সেটা ক'রেছে দেখ্‌ছি! কিন্তু এ জ্যায়গায় ইলেকৃট্রিক্‌ জ্বালাবে,—একি চারটীখানি কথা? আচ্ছা—রাজার ছেলে বড় যে সে নন—Prince of Wales—যাঁকে কত সাধ্য সাধনা ক'রেও লোকে চোখে দেখ্‌তে পায়না—তিনি এখানে আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে আস্‌বেন,—এটুকু আপনার বুদ্ধিতে এলোনা? আপ্‌নি এমনি পাড়াগাঁয়ের ভূত?

মা। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমি শুধু ভূত? আমি আবাগের ব্যাটা ভূত্ত, আমি পেত্নি, আমি শাঁকচুন্নি,—আমি শ্যালা,—শ্যালার ব্যাটার শ্যালা! আচ্ছা দর্পনাথ ভায়া—ব্যাটা সত্যি কি বিলেত টিলেত যায়নি? ওর সব কথাই কি তবে মিথ্যে?

দর্প। এখনও আপনি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন? এখনও আপনার সন্দেহ আছে সে বিষয়ে? ও একটা Vagabond Ruffian—চোর জোচ্চোর! ক'ল্‌কেতায় স্বদেশী টদেশী নানারকম দলের পাণ্ডা হ'য়ে লোকের কাছে চাঁদা আদায় ক'রে গাঁড়া দিয়ে বেড়াতো! অলিভার ডেভিসের অফিসে কেরাণীগিরি ক'র্ত্ত,—আর আমাদের পাড়ায় একটা মেসে প'ড়ে থাক্‌তো—আর যত রাজ্যের ছেলে বখিয়ে বেড়াতো! ক'ল্‌কেতার স্বদেশীদলের যেই ধরপাকড় আরম্ভ হ'য়েছে,—আর অমনি এখানে পালিয়ে এসেছে! তা ও যে আপনার ভাগে—তা আমি জান্‌তেম না! আর ওতো আমায় কখনো বলেওনি!

মা। ঝাঁটা মার অমন ভাগের মাথায়! কবে কোন্‌ কালে একটা দিদি ছিল,—ব্যাটা তার ছেলে! ও ব্যাটার সঙ্গে কখনো আমার কোনও

সম্বন্ধই ছিলনা! দশপনেরো বছর আগে—ওর মা বেঁচে থাকতে ছ' একবার এসেছিল! তা'র পর হঠাৎ এখানে গুজোব শুনলুম—ঐ পেলা ব্যাটা ক'ল্‌কেতায় এখন মস্ত লোক হ'য়েছে,—দেশবিদেশে তা'র খুব নাম,—বিলাত লণ্ঠন হামেকা ফরাস মুল্লুক—খুব চাদ্দিক বেড়িয়ে এসে দশ বিশ পঞ্চাশ লাখ্‌ টাকা ক'রেছে—

দর্প। হা—হা—হা—হা—ভারি মজা তো—

মা। তা'রপর হঠাৎ একদিন একখানা চিটি লিখ্‌লে—"মামা—আমি—রাজপুত্তুরের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে শিগ্‌গির তোমার বাড়ী যাচ্ছি"—!

দর্প। তা—ও যে অত টাকা ক'রেছে—আপনার বিশ্বাস হ'ল কি ক'রে?

মা। আরে ভাই—সে যে রকম কথার ভঙ্গিমে—শুন্‌লে তোমাদের মতন সহুরে বাবুদেরও বিশ্বাস হ'ত! কথায় কথায় ব'লে "ন—ফ্‌রা"! "নফ্‌রা"! ওটা বোট হয় ওর সাপের মন্তর! শুধু কি তাই? বলি টাকা হ'য়েছে—বিশ্বাস ক'র্ব্বনা কেন? আমার প্রজাদের সব ধরে এনে খাজনা নেওয়া হ'চ্ছিল,—ও মাঝখান থেকে মুড়ুলি ক'রে এসে তাদের ছেড়ে দিয়ে—নিজে বাকী খাজনার হাজার টাকা তবিলে জমা দিলে!

দর্প। বলেন কি?

মা। বলি—আমার মাথা আর মুণ্ডু! এখন টাকাটা আদায় কর্ব্বার উপায় কি? কম নয় তো,—ত্রিশ হাজার টাকা—উঃ—বাপ্‌ রে বাপ্‌—ওরে কি হবে রে বাবা! আমি দম্‌ ফেটে মারা যাব!

দর্প। কিছু লেখাপড়া আছে? কোন রকম রসিদ নিয়েছেন?

মা। সব হ'য়েছিল ভাই—সে নিজে ঐ ত্রিশ হাজার টাকার একখানা চ্যাক্‌ লিখে দিচ্ছিল—

দর্প। চেক্ দিচ্ছিল? আঁট্‌কুড়ি ব্যাটা—দু' টাকার মুরোদ নেই—চেক্ কাট্‌তে যায়! তা যাক্—চেক্‌খানা আছে তো? তা হ'লেও একটা প্রমাণ হবে!

মা। তবে আর ব'ল্‌ছি কি ছাই—আমার শ্যামকুলও গেল—বোষ্টোম-কুলও গেল! সে ব্যাটা একখানা চ্যাক্ দিচ্ছিল,—আমার নতুন গিন্নী—ভাগ্নে দেখে সোহাগে গ'লে গেলেন,—তা'কে চ্যাক্ দিতে দিলে না!

দর্প। যাক্—তা হ'লে রোগ খুব সাংঘাতিক ব'ল্‌তে হবে! আমিও তাই অবাক্ হ'য়ে গেলুম যে আপনাকে ক'ল্‌কেতায় রাজা দেখ্‌তে আস্‌বার জন্যে—সস্ত্রীক নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালুম,—আমার একটা ভাড়াটে বাড়ী আপনাদের জন্যে খালি করে রাখলুম,—উপ্‌রো উপরি তিনখানা পত্র দিলুম,—আর তা'র কোন জবাব নেই? এবার winterএ সকাল সকাল শিকার ক'র্ত্তে বেরিয়েছিলুম—শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফির্‌তে হ'বে—Princeএর receptionএর জন্যে;—ভাব্‌লুম—যখন এদিকে এসেছি,—একবার মাণিকচাঁদ দাদার খবরটা নিয়ে যাই—

মা। আর মাণিকচাঁদ দাদা—এখন মাণিকচাঁদ গাধারও অধম! তা হ'লে কি করা যায়—ভায়া দর্পনাথ!

দর্প। নালিস্ তো ক'রে দিন—

ভুতো সরকারের প্রবেশ।

মা। এই যে—এই যে—সরকার! কি খবর?

ভু। আজ্ঞে—কর্ত্তা-মশাই—খবর খুব! আপনার সেই ভাগ্নে সাহেব মশাই—ক'ল্‌কেতায় সব কি কি কিন্‌তে গেছে—

মা। কিন্‌তে গেছে—না—পালিয়েছে ?

ভূ। পালাবে কি বাবু ? গাঁয়ে একবার বেরিয়ে কাণ্ডকারখানাটা দেখুন না ! নবগ্রামের আর আশপাশে কালিপুর—বস্তিপাড়া—মঙ্গলখালি,—সোনাপুকুর গাঁয়ের ছেলে-ছোক্‌রা—চাষাভুষো—তাঁতি কুমোর জড় ক'রে—

মা। ঐ নাও দর্পনাথ ভায়া—ব্যাটা আবার ডাকাতের দল ক'রেছে !

দর্প। আরে না—না—চুপ করুন না ! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—stupid এখানে স্বদেশী দল করেছে !

ভূ। আজ্ঞে না বাবুমশাই—এই গাঁয়েরই দল করেছে ! স্বদেশী-টদেশী কেউ নয় ! নবীন রায়ের ছেলে রাধাশ্যাম বাবু—তা'র তো তিন কুলে কেউ নাই—নিজের সমস্ত বাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছে ! সেইখেনেই সব জটলা হ'চ্ছে ! পাঁচশো চরকা বসেছে,—বিস্তর মাগীমদ্দ ছেলে ছুট্‌কো ব'সে খালি চরকায় সুতো কাট্‌ছে ! চাষ কর্ব্বার জন্যে হাল গরু লাঙ্গল কোদাল আরও সব কত কি যন্তরপাতি এনেছে,—বাবুদের ছেলেরা সব চাষাদের সঙ্গে মিশে কোদাল পাড়্‌ছে ! গাঁয়ের পুকুর ডোবা খানা সাফ্‌ সুত্‌রো ক'চ্ছে,—আর স্তূপাকার খদ্দরের কাপড় এনে সবাইকে বিক্রি ক'চ্ছে—গরীবদের অম্‌নি বিলুচ্ছে—

দর্প। (সোৎসাহে) বেশ হ'য়েছে—ঠিক হ'য়েছে ! আর কিছু ভাবনা নেই মাণিকচাঁদ দাদা—আর কুছ্‌ পরোয়া নেই ! টাকা তো আপনার আদায় হবেই,—উপরন্তু গাঁশুদ্ধ লোককে—যা'রা ঐ দলে আছে—সবাইকে জেলে পাঠাবার বন্দোবস্ত এখুনি আমি ক'রে দিচ্ছি !

মাণিক। কি ক'রে—কি করে ভাই ?

দর্প। ঐ খদ্দর—ঐ খদ্দর ! এই এক খদ্দরে—ভদ্দর অভদ্দর সবাইকে জেলে নিয়ে গিয়ে সুন্দর করে রাখ্‌ব ! চলুন—চলুন মাণিকচাঁদ বাবু—

এখানে পুলিস ফাঁড়ি কোথায় আছে—আমাকে নিয়ে চলুন—আপনিও আসুন—

মা। (সভয়ে) এঁ্যা—ফুলিস? থানা? ফাঁড়ি? দরোগা সাহেব? ও বাবা—সেকি?

দর্প। সেকি—কি আবার? মস্ত সুযোগ—চলুন—চলুন—আপনার কিছু ভয় নেই—চলুন—চলুন!

মা। অ সরকার—কি বলে হে—

ভূতো। আজ্ঞে—যান্ না—পুলিসে যাবেন—তা'র আর ভাবনা কি? সেতো শ্বশুর বাড়ী! আর হাজৎ—আহা—সে যেন বাসর ঘর! ভারি আরাম! যান্‌না—যান্‌না কর্ত্তা-মশাই—

মাণিক। তা—তা—একবার সবাই মিলে যাই চল—যদি চোর ব্যাটাদের গ্রেপ্তার করাতে পারি—

দর্প। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চোর গ্রেপ্তার হবে—টাকা আদায় হবে—গভর্‌মেণ্ট্ খুব খুসী হয়ে আপনাকে চাই কি রাজা খেতাব পর্য্যন্ত দিতে পারেন!

(সকলের গমনোদ্যোগ)

গঙ্গামণির প্রবেশ।

গঙ্গা। (মাণিকচাঁদের কাপড় ধরিয়া) তবে রে হতচ্ছাড়া মিন্‌সে—আবার ক'লকেতার লোকের সঙ্গে মিশে আস্থিত্তি ক'চ্ছ?

মাণিক। হাঁ—হাঁ—বড়গিন্নী—হাঁ—হাঁ—কর কি—কর কি? ছাড়—ছাড়—কাপড় ছাড়ো—

গঙ্গা। কাপড় ছাড়বো? মুখপোড়া! একবার সেই ক'ল্‌কেতার ছোঁড়ার সঙ্গে দুদণ্ড "আয়লা—সায়লা" করেই একেবারে তিরিশ হাজার টাকা গুণোগার দিয়েছ,—এবার ঐ একটা ছোঁৎকা মুনো

গুঁপো মিন্‌সের সঙ্গে জুটে—যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়ে দেবে মনে ক'রেছ? চলে আয়—চ'লে আয় বাড়ীর ভেতর—

দর্প। মাণিকচাঁদ দাদা—ঠাক্‌রুণটী কে? চিন্‌তে পারলুম না তো—

মাণিক। উনি—উনি—উনি—আমার বট্‌-ঠাকুমার পিস্‌তুতো বোন্—

গঙ্গা। নচ্ছার মিন্‌সে—আবার এয়ার্‌কি হ'চ্ছে! (দর্পনাথকে) আমি যে হইনা বাবু—তুমি এখান থেকে চলে যাও! তোমরা সহুরে লোক—চোর জোচ্চোর—ছ্যাঁচড়—ঠগ—দাগাবাজ! আমার ভাতারের গলায় ছুরি দিতে এসেছ—তা বুঝিছি!

মাণিক। তবে রে বুড়ী—কাঁঠিবেরকরা চম্‌না—মাগী! আমার দর্পনাথ ভাইকে তুই গালাগাল দিস্? যা—দূর হ—তোকে আমি আজ থেকে ত্যাজ্যপুত্তুর—না—না—তেজ্যিমাগ ক'ল্লুম! ছাড়্—ছাড়—কাপড় ছাড়্—নইলে মেরে তোকে তুলোধোনা ক'রে ছাড়বো!

ভুত। বড়গিন্নী-মা! কি কেলেঙ্কারী ক'চ্ছেন—কর্ত্তাবাবু পুলিসে যাচ্ছেন—

গঙ্গা। এ্যাঁ—সেকি? ওগো কি সর্ব্বনেশে কথা গো! ওরে—সে মুখপোড়া সহর থেকে এসে টাকা নিয়ে ক্ষান্ত হ'য়েছিল,—আবার এ মুখপোড়া পুলিসে নিয়ে যায় যে গো! ওরে অ হতুচ্ছাড়া মিন্‌সে—এই বেলা চল্—পালিয়ে চল্—তোকে আমি চোরকুটুরিতে লুকিয়ে রেখে দিচ্ছি!

মাণিক। তুই মাগী—আমাকে মানে মানে ছাড়্‌বি কিনা—আমি জান্‌তে চাই!

গঙ্গা। না—কিছুতেই না! এই আরও দুহাতে ধ'রলুম——

দর্প। গিন্নী-ঠাক্‌রুণ—আপনি ভয় ক'র্‌বেন না,—আপনার কর্ত্তার টাকাকড়ি সব আদায় ক'রে দেবার জন্যে আমি ক'ল্‌কেতা থেকে এত কষ্ট ক'রে এসেছি—

মাণিক। আরে দর্পনাথ—ও মাগী হোলো—বুনো শুয়োরের জাত,—ওকি সহজে কথা শুনবে?—ছাড়্—ছাড়্—মাগী—(প্রহার ও গলা টিপিয়া ভূতলে পাতন) চল—দর্পনাথ ভায়া—এস সরকার—আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই! যেমন কুকুর—তেম্‌নি মুগুর—

[গঙ্গামণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গঙ্গা। বুড়ো হ'য়েছি—এখন আর মিন্‌সের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বো কেন? বড্ড পালিয়েছে! ওমা—কোথায় গেল গো! ওগো ছেলেধরায় যে মিন্‌সেকে সত্যি ধরে নিয়ে গেল গো! ও নতুনি—ও নতুনি—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাধাশ্যামের বাটীর প্রাঙ্গণ।

রাধাশ্যাম, পেলারাম, গ্রাম্যযুবকগণ, বালকগণ ও অন্যান্য হিন্দু-মুসলমান নরনারীগণ।

রাধা। সুতোগুলো একটু বেশী মোটা হ'চ্ছে—দেখ্‌ছ পেলাদা—

পেলা। No fear—মোটা হবে না তো কি একেবারে ঢাকাই মস্‌লিনের সুতো হবে! No fear একেবারে লাফিয়ে বড় হ'তে চেওনা বাবা—তাহ'লে সব ভেস্তে যাবে! No fear—একটা কথা বলি শোন্ রাধা-শ্যাম—আর সকলকে তাই ব'লে দে,—কোন কারণেই যেন কেউ বুক ভাঙ্গা না হয়! "No fear"—এই যে কথাটী আমার মুখে দিনরাত

শুনতে পাও, এ আমার মুদ্রাদোষ নয়—এ আমার জীবনের মূলমন্ত্র! ইংরেজিতে যাকে বলে Watchword! No fear—No fear—কুচ্ পরোয়া নেই!

সকলে। No fear—No fear—কুচ্ পরোয়া নেই!

পে। হ্যাঁ—No fear! কিসের ভয়? ভদ্রভাবে—ধীরভাবে—নির্ব্বিরোধী হ'য়ে নিজের উন্নতির জন্যে—নিজের গ্রামের উন্নতির জন্যে, হিন্দুমুসলমান ভাই-ভাই মিলে—জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলে চর্কা কাটবো—চাষ ক'র্ব্ব—কাপড় বুনবো—নিজেদের ছেলেপুলেদের বিলাসিতা ত্যাগ করিয়ে—গ্রামে রেখে দোবো,—নিজেদের ধানচাল ফসল নিজেরা তৈরি ক'রে নিজেদের অনাহার ঘোচাব,—এতে ভয়টাই বা কিসের? No fear—No fear! নিজের গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌বো,—পুষ্করিণীর পানীয় জল দূষিত না হয়—বিশেষ ক'রে লক্ষ্য ক'র্ব্ব,—কুমোরের মাটীগড়া থেকে আরম্ভ ক'রে যত রকম শিল্প কাজ আছে—তা'র উন্নতি ক'র্ত্তে চেষ্টা ক'র্ব্ব, এতে ভয়টাই বা কিসের? No fear—No fear—

সকলে। No fear—No fear—কুচ্ পরোয়া নেই!

চাটুয্যে মশায়ের প্রবেশ।

চাটু। হ্যাঁরে—ষষ্ঠে—কই—কোথা গেলি? ওরে অ ষ—ষ্ঠে! হ্যাঁগা বাবুরা—আমার ছেলে ষষ্ঠীচরণ—

ষ। এই যে বাবা—কি ব'লছেন?

চাটু। বলি—এগিয়ে আয়তো—হারামজাদা—নচ্ছার—পাজি! বলি তোর রকমটা কি? বলি—ক'লকেতায় বাসা তুলে দিয়ে ৩৫৲ টাকার চাক্‌রিটা ছেড়ে দিয়ে এখানে কি তোমার গুষ্টির পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছ?

য। আমি আর চাকৃরি ক'র্ব্বনা—

চাটু। চাকৃরি ক'র্বিনি? হারামজাদা—পাজি—চাকৃরি ক'র্ব্বিনি? খাবি কি ক'রে—ও গোরব্যাটা নচ্ছার! খাবি কি ক'রে? তোর বাবার তালুক মুলুক আছে নাকি? ৩১৲—৩৫৲ টাকার চাকৃরি,—ছট্ ব'ল্‌তেই এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলি? গোরব্যাটা—

য। বাবা! ৩৫৲ টাকা মাইনের চাকৃরি ক'রে—আপনার সংসারের আমি কি সুসার ক'চ্ছিলুম বলুন! ক'ল্‌কেতার বাসায় থেকে খাই-খরচ ক'রে—কাপড় জামা জুতো কিনে (দু' পাঁচটাকা বাজে খরচও আছে)—সে সব ক'র্ত্তে প্রায় তিরিশ টাকা খরচ হ'য়ে যায়,—বাকি থাকে ৫৲ পাঁচটী টাকা! এই পাঁচটী টাকা—মাত্র পাঁচটী টাকার জন্যে—(তাও সব মাসে বাঁচেনা)—এই পাঁচ্‌টী টাকার জন্যে আমি বাপমার কাছছাড়া হ'য়ে—সাহেবের লাথিঝাঁটা খেয়ে বিদেশে প'ড়ে থাক্‌বো? তা'র ওপোর মার্চ্চেণ্ট অফিসের চাকৃরি,—তালপাতার ছাউনি! অসুখ ক'ল্লে চাকৃরি যায়,—এক্‌টা ঠিক দিতে ভুল হ'লে চাকৃরি যায়,—

একজন যুবক। হরতালের দিন না পৌঁছুতে পাল্লে—চাকৃরি যায়,—যেমন আমার গেল—

অন্য একজন। তুমি হরতালের দিন যেতে পারনি নাকি?

উক্ত যুবক। কোথা থেকে যাব ভাই? বাড়ী থেকে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছিলুম,—পথে জনকতক লোক এম্‌নি হাতে পায়ে ধ'র্ত্তে লাগ্‌লো—যে আর কিছুতেই আফিস যেতে পা উঠ্‌লো না! এক ব্যাটা মেথর ব'ল্লে কিনা,—"হাম্ লোক্ মেথর হো'কে আজ কাম বন্ধ্ কিয়া হ্যায়,—আব্ মেথর্‌সে ভি ছোটা হ্যায়!" আমি বাসায় ফির্‌তে আর পথ পেলুম না! তার পরদিন অফিসে যেতেই—ডিপার্টমেণ্টের বেনেট্ সাহেব

ব্যাটা এসে ব'ল্লে—"You go to your country-men,—they want your patriotism! There is no room for you here!" আমিও অমনি ছ' মাসের মাইনে নিয়ে একেবারে নবগ্রাম!

চাটু। চাক্‌রি ক'র্ত্তে গেলে—সাহেবেরা যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্ত্তে হবে! অত লম্বা-চওড়াই ক'র্ত্তে গেলে—তা'রা চাক্‌রিতে রাখ্‌বে কেন? বলি—আমিওতো চাক্‌রি ক'রেছি—বাবু! হব্‌সন কোম্পানীর চাম্‌ড়ার গুদামে ৩১ বছর গুদোম-সরকারী ক'রে এসেছি,—একটী দিনের তরে কামাই হয়নি! মাঠাক্‌রুণ ৯টার সময় গঙ্গালাভ ক'ল্লেন,—চাক্‌রি বজায় ক'রে রাত্রি আট্‌টার পর এসে তবে তাঁ'র সৎকার করি!

পেলা। No fear—চমৎকার! তা এখনো তো বেশ শক্ত-ডাঁটালো আছেন,—এর মধ্যে চাক্‌রি ছাড়্‌লেন কেন?

চাটু। চাক্‌রি কি আমি ছেড়েছি? নিজের দোষে চাক্‌রিটী গেল—কি ক'র্ব্ব? এমন বিদ্‌ঘুটে রক্ত-আমাশা হ'ল—যে, ছ' মাস বিছানা থেকে উঠ্‌তে পাল্লুম না যে অফিসে যাই! ছ' মাস কামাই? একি কোন মনিবে সহ্য ক'র্ত্তে পারে?

রাধা। বিশেষতঃ ইংরেজ-মনিব,—তা'র ওপোর চাম্‌ড়ার কারবার!

চাটু। অনেক কাঁদাকাটী ক'রেছিলুম—অনেক পায়ে হাতে ধ'রেছিলুম—৩১ বছরের Good serviceএর কত নজীর দেখালুম,—কিছুতেই রাখ্‌লে না! নইলে কি আমি চাক্‌রি ছাড়ি?

ষষ্ঠী। বাবা—আপনার পায়ে পড়ি—আর এত লোকের সাম্‌নে আমাকে লজ্জা দেবেন না—নিজেকেও বে-ইজ্জৎ ক'র্ব্বেন না! আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা,—আপনি কিসের জন্যে ৩০ বছর সাহেবের চাক্‌রি ক'রেছিলেন? ৩০ বছর চাক্‌রি ক'রে মাইনে হ'য়েছিল ষাট টাকা মাত্র!

আপনার চাল্লিশ বিঘে নাখ্‌রাজ জমি,—আপ'নি বছর-শালিয়ানা আঁব কাঁঠাল বেচে ৩।৪ শো টাকা পান,—আপনি তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্তে বর্ণশ্রেষ্ঠ কুলীন-ব্রাহ্মণ হ'য়ে সাহেবের চাক্‌রি ক'রেছেন—আর আমাকেও সেই রকম ক'র্ত্তে ব'ল্‌ছেন?

চাটু। তা কি ক'র্ত্তে ব'ল্‌ব?

ষষ্ঠী। কিছু না বাবা—আপনি দয়া ক'রে আমাকে ত্যাগ করুন! আমি আপনার ত্যজ্যপুত্র—আপনার কুসন্তান—আমি আর আপনার বাড়ী যাবনা।

চাটু। বাড়ী যাবিনা তো কোন্ চুলোয় থাক্‌বি? এই স্বদেশী হাঙ্গাম ক'চ্ছিস্—এ ক'দিন টেঁক্‌বে রে গোরব্যাটা? এ সব আমি ৬৫ বছর বয়েস হ'ল—ঢের দেখেছি! ঐ নবীন রায়ের ব্যাটা,—ঝোঁকে পড়ে আজ দুশো একশো টাকা বের ক'রে ধূম—ধড়াক্কা লাগিয়েছে! আবার সখ্ মিটে গেলে—সব চর্‌কা-ফর্‌কা লোকজন দূর ক'রে টেনে ফেলে দিয়ে—গড্‌ড্যাম্ হ'য়ে ক'ল্‌কেতায় গিয়ে বাপের মতন ব'সে বাবুয়ানা ক'র্ব্বে!

পেলা। No fear—চাটুয্যে মশাই—কিছু মনে ক'র্ব্বেন না—তবে নিতান্তই কথা কইতে হ'ল! দেখুন—আমাদের এই বাংলাদেশটার উন্নতি ক'বে হ'বে জানেন? যখন এই আপনাদের মতন বুড়ো জন-কতক যাঁ'রা এখনও আছেন—তাঁ'রা দেহরক্ষা ক'রে আমাদের নিষ্কৃতি দেবেন! No fear—ঐ নবীন রায়ের ব্যাটা—রাধাশ্যাম রায়,—বড় দুশো একশো টাকা বার ক'রেনি চাটুয্যে মশাই,—পুরোপুরি তিনটী লক্ষ এই নবগ্রামের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে,—আর তা'র এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা আর এই নবগ্রামের সাত:শো বিঘে জমি লিখেপ'ড়ে দিয়েছে! আপনি দয়া করে এসে এখানে যোগদান

করুন—এর একটা মুরুব্বি হ'ন,—No fear—সত্যমিথ্যা সমস্তই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন!

চাটু। এঁ্যা—সেকি? বল কি? একি সত্যি নাকি? এতো বড় আশ্চয্যি কথা!

দর্পনাথ, মাণিকচাঁদ, বেঙ্গল পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ, দারোগা

ভূতো সরকার, নায়েব, গোমস্তা ইত্যাদির

প্রবেশ।

দর্প। আশ্চর্য্য কিছুই নয় মশাইরা! ভদ্র-সন্তান আপনারা,—পরের টাকা ঠকিয়ে নিয়ে—খুব স্বদেশীর হুজুক ক'র্ব্বেন—মস্ত আড্ডা জমাবেন—

পেলা। No fear—কে আপনি? এ যে দেখ্‌ছি দর্পনাথ-বাবু? এখানে কি বাবা আজকাল Legislative Councilএর আশা ত্যাগ করে গোয়েন্দাগিরি ক'চ্ছেন নাকি?

মা। হ্যাঁরে ব্যাটা পেলা—চোর—বদ্‌মায়েস্—পাজি—ন'চ্ছার! আমার টাকা চুরি ক'রে নিয়ে এই সব কাণ্ড হ'চ্ছে? ব্যাটা বদ্‌মায়েস—আমার সঙ্গে রাজপুত্তুরের আলাপ ক'রিয়ে দিচ্ছ—রাজার ছেলেকে আমাদের এই অজ্ পাড়াগাঁয়ে আনছ? দে—দে ব'ল্‌ছি ব্যাটা—আমার টাকা দে—

পেলা। No fear—কিসের টাকা তোমার?

মা। ব্যাটা—কিসের টাকা আমার? চোর ব্যাটা—জোচ্চোর ব্যাটা—ত্রিশ হাজার টাকা নিস্‌নি? বল্ ব্যাটা—সত্যি বল্—আমার পৈতে ছুঁয়ে বল্—তোর ইষ্টিগুরু কুড়িকিষ্টির দিব্যি—বল্ ব'ল্‌ছি—নগদ ত্রিশ হাজার টাকা আমার নিয়ে আসিস্‌নি?

দারোগা। মশাই—আপনার নাম পেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়?

পেলা। No fear—হ্যাঁ!

দা। আপনার নামে মস্ত Cheatingএর চার্জ্জ্ এই জমিদার বাবু দিয়েছেন যে আপনি ওঁর কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার ব'লে—কোন লেখাপড়া না ক'রে ঠকিয়ে এনেছেন!

পেলা। No fear—ঠকিয়ে আনিনি! কৌশল ক'রে এনেছি—ওঁরই ধার শোধ ক'র্ত্তে।

দর্প। দেখেছ একবার জচ্চুরির কথাটা! "ঠকিয়ে আনিনি—কৌশল ক'রে এনিছি!"

পেলা। No fear—কথার মার্প্যাচেই দুনিয়া চ'ল্‌ছে! আপনি যে এখানে মামা-মশাইকে খাতির ক'র্ত্তে এসেছেন—তারপর Reception fundএর জন্যে হাজার দশেক টাকা চাঁদা আদায় ক'র্ব্বেন—সেটা কি ঠকানো ব'ল্‌ব—না—কৌশল ব'ল্‌ব?

দর্প। আমি—আমি—সে টাকা publicএর কাজের জন্যে যদি নিই তো ওঁরই ভাল'র জন্যে নোবো—আর উনি তা most gladly দেবেন—

পেলা। আর No fear—আমিও যা' নিয়েছি—তা' private লোকের উপকারের জন্যে নিইছি—ওঁরই পরকালের ভাল'র জন্যে! দারোগা-মশাই—No fear—কবুল দিচ্ছি যে আমি ওঁর কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা চেয়ে এনেছি;—এনে ওঁর দু'জ্যায়গায় দেনা ছিল,—তা' পরিশোধ করিছি! উনি কিছুতেই যখন সে টাকা দেবার গা ক'চ্ছিলেন না,—সে টাকা—No fear—হজম ক'র্ব্বার চেষ্টায় ছিলেন,—চেষ্টায় কেন—একরকম হজম করেইছিলেন,—তখন আমি কৌশল ক'রে—সুদশুদ্ধ টাকাটা আদায় ক'রে এনেছি!

মা। মিথ্যেকথা—মিথ্যেকথা! আমি জমীদার—আমার টাকার অভাব

কি? আমি কা'র কাছ থেকে ধার ক'র্ত্তে যাব? মিথ্যেকথা—মিথ্যে-কথা—

রাধা। কা'র মিথ্যেকথা মাণিকচাঁদ বাবু? আপনার না পেলারাম দাদার? বারো ব'ছর আগে আমার বাবার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা আপনি ধার ক'রে আনেন নি? ধর্ম্মকথা বলুন দিকি!

মা। মিছে কথা—মিছে কথা—কে তোমার বাবাকে চিন্‌তো হে বাপু? তোমার বাবা তো ক'ল্‌কেতায় প'ড়ে থাকৃতো—

রাধা। এই যে চার-পাঁচখানা চিঠি দেখুন দিকি,—কি কাঁদুনি গেয়ে টাকাটা ধার চেয়েছেন,—এ চিঠি কি আপনার হাতের নয়? এই পড়ুন দারোগা-মশাই—

মা। তা—তা—তা চেয়েছিলুম বটে—কিন্তু—তোমার বাবা—সে টাকাটা আমাকে দিয়েছিল কি?

পেলা। No fear—সে আপনার জমিদারীসেরেস্তার এই খাতা দু'খানিই তা'র যথেষ্ট প্রমাণ দেবে—

(জমিদারীর খাতা বাহির করণ)

মা। দেখুন—দেখুন দারোগা-মশাই—আমার জমিদারীসেরেস্তা পর্য্যন্ত লুট ক'রেছে,—আমার খাতাপত্র সব কেড়ে-কুড়ে এনেছে,—আমার তবিল ভেঙ্গেছে—আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে—

দা। দেখুন পেলারাম-বাবু—আপনার againstএ উনি যখন চার্জ্জ দিয়েছেন—তখন আপনাকে আমার সঙ্গে একবার থানায় যেতে হবে!

পেলা। No fear—থানায় কেন—আমি জেলে পর্য্যন্ত যেতে রাজী আছি। আমি টাকা ওঁর কাছ থেকে এনেছি বটে,—কিন্তু অন্যায় করিনি,—এ আমি চিরকাল ব'ল্‌ব। খাতাপত্র সমস্ত দেখ্‌লেই আপনারা বুঝ্‌তে পা'র্ব্বেন যে আমি ন্যায্য আদায় করিছি কিনা!

দর্প। পরের টাকা তুমি আদায় কর্ব্বার কে হে বাপু? যা'র কাছ থেকে উনি টাকা নিয়েছেন,—তা'রা আদায় ক'র্ব্বে। আদালত আছে—উকিল আছে—ব্যারিষ্টার আছে,—জজসাহেব আছেন,—ইংরেজের আইন্ আছে,—তুমি কিসের জন্যে পরের ধনে পোদ্দারি ক'র্ত্তে যাও? এটাও কি তোমার স্বদেশিতা নাকি?

পেলা। No fear—হাঁ—আলবৎ—এই পেলারামের স্বদেশিতা!! স্বদেশী হ'য়ে স্বদেশীকে না ঠকায়,—স্বদেশী হ'য়ে স্বদেশীর শত্রু না হয়,—স্বদেশীর গলায় ছুরি না দেয়,—স্বদেশী—স্বদেশীর দুঃখ বোঝে,—স্বদেশীর দুঃখ দূর কর্ব্বার জন্য বদ্ধপরিকর হয়,—হিন্দু-মুসলমান সকলে জাতিনির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃভাব বজায় রাখে,—পরস্পর খাঁটি সৌহার্দ্দে দিন কাটায়,—এই সমস্ত দেখাই হ'ল পেলারামের স্বদেশিতা!! No fear—এ যদি অপরাধ হয়,—No fear আমি তা'র জন্য শাস্তি নিতেও প্রস্তত! চলুন দারোগা মশাই—আমি ফাঁড়িতে যাচ্ছি—

রাধা। আচ্ছা মাণিকচাঁদবাবু—আপনি টাকাটা ফেরৎ পেলেই যদি সন্তুষ্ট হন,—পেলারামদাদাকে ছেড়ে দেন,—মকদ্দমা না করেন,—আসুন—আমি এখুনিই আপনার ত্রিশ হাজার টাকা ফেরৎ দিচ্ছি!

নবদুর্গার ও গোপালের প্রবেশ।

ন-দু। ত্রিশ হাজার টাকা তুমি সব দেবে কেন বাপু—আমার আট হাজার টাকাও আমি ফেরৎ দিচ্ছি,—এ টাকা আমার চাইনা! দাদা! তুমি বিধবার টাকা—অনাথার সর্ব্বস্ব নিয়ে যদি খুসী হও,—আমার কোন দুঃখ নেই! আমি চিরদুঃখিনী—চির-অনাথিনী! আমি আমার এই ছেলেটীকে নিয়ে এই ছেলেদের আশ্রয়ে বাস ক'র্ব্ব,—তোমার বাড়ীর

চেয়ে—এখানে আমি স্বর্গের সুখ ভোগ ক'র্ব্ব! আমার গোপালকে ঐ ছেলেরা যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে,—আমি ওদের কাছে গোপালকে রেখে মানুষ ক'রে তুলব!

মাণিক। তা—তা—তাহ'লে রাধাশ্যাম—টাকাটা কি তুমি দেবে নাকি? তা—তা—তাহ'লে দিয়ে দাও বাবা—

দোলনচাঁপার প্রবেশ।

দোলন। কার টাকা—কে নেবে—কে দেবে? টাকা পেলারামকে আমি নিজের হাতে সিন্ধুক থেকে বের ক'রে দিয়েছি! শুধু দিয়েছি নয়,—এই গ্রামের উন্নতির জন্যে—এই হতভাগ্য পল্লীর কতকটা দুঃখদুর্গতি দূর কর্ব্বার জন্যে—আমি জমিদারগৃহিণী,—জমিদার মাণিকচাঁদ মুখুয্যের অর্দ্ধাঙ্গিনী,—ত্রিশহাজার টাকা নিজের হাতে—স্বামীর অনুমতি নিয়ে—পেলারাম বাবুকে চাঁদাস্বরূপ দিয়েছি! সে টাকা পেলারাম বাবুর বা রাধাশ্যাম বাবুর—আমার স্বামীকে প্রত্যর্পণ কর্ব্বার কোন অধিকার নেই!

পেলা। No fear—No fear! জয়—আমার নতুন মামীর জয়—জয় জমিদারগৃহিণীর জয়—

সকলে। জয়—জমিদারগৃহিণীর জয়!

মা। এঁ্যা—সে কি—সে কি—নতুন গিন্নী—তুমি—তুমি—তুমি এখানে?

দো। হ্যাঁ—আমি—এখানে—দেখতে পাচ্ছনা? লজ্জা করেনা—এখনও আবার কথা কইছ? এত অধর্ম্ম ক'চ্ছ কিসের জন্যে—কা'র জন্যে? দেখ দিকি—এই সোণারচাঁদ ছেলেরা মিলে এরই মধ্যে গ্রামখানার কি চেহারা ফিরিয়ে ফেলেছে! সহরের সকল সুখসম্ভোগ ত্যাগ ক'রে—কেউ চাকরি ছেড়ে—কেউ লেখাপড়া ছেড়ে—আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে,

—গ্রামের উন্নতির জন্য হিন্দুমুসলমান ছোট বড় সকলে মিলে,—একমন একপ্রাণ হ'য়ে কি রকম পরিশ্রম ক'চ্ছে,—আর তুমি নিজের জাতভায়ের টাকা ঠকিয়ে নিয়ে—নিজের যথেষ্ট ভারি তবিল—আরও ভারি ক'চ্ছ? ধিক্—ধিক্ তোমায়!

দর্প। মাণিকচাঁদ বাবু—চলুন চলুন—এখানে এ সব কথায় কাজ নেই! বুঝ্‌লুম—আপনার নবীনা পত্নীকে শুদ্ধ এরা Baptise ক'রেছে!

দো। মশাই! শুনেছি—আপনি সহরের একজন বড়লোক, লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্‌সেলের অনরেব্‌ল মেম্বর—না কি! এ সময় ক'ল্‌কেতায় আপনার অনেক কাজ,—সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে এখানে পড়ে আছেন কিসের জন্য শুনি?

দর্প। আমি—আমি আপনাদেরই জন্য এসেছি! আপনাদের ক'ল্‌কেতায় অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যেতে এসেছি—দয়া ক'রে চলুন—

পে। No fear—আর হাজার দশেক টাকা—ওঁকে private reception fundএ চাঁদা দিন—

দো। চুপ্ কর পেলারাম! দর্পনাথ বাবু! বড় দুঃখের বিষয় যে আমরা আপনাকে receive ক'র্ত্তে পাল্লুম না—বা—আপনার নিমন্ত্রণ accept ক'র্ত্তে পাল্লুম না! আপ্‌নি এখুনি চ'লে যান্—

দর্প। অ মাণিকবাবু—এ কি রকম কথা? আপনার স্ত্রী—স্ত্রী—

মা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার স্ত্রী—আমার ইস্ত্রী—আমার পরিবার—আমার নতুন বৌ—আমার নতুন গিন্নী! ও যা ব'ল্‌ছে—তাই হবে—হবে—হবে! ওরই কথা আমি শুন্‌বো—আমার বাবা শুন্‌বে—আমার চোদ্দ পুরুষ শুন্‌বে—আমার বীরুগুষ্টি শুন্‌বে! তুমি চ'লে যাও—দর্পনাথ—তুমি চলে যাও—এক্ষুণি আমার কাছ থেকে চলে যাও! তুমি এসে এই ঝগড়াঝাঁটি বাঁধিয়েছ,—আমাকে আমার গাঁয়ের মধ্যে একঘরে

করাবার মতলব ক'রেছ,—তুমি চলে যাও! আর দারোগা মশাই! এই নিন্,—মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি—এই পান খেতে আপনাকে একশো টাকা দিচ্ছি! আমি বুঝ্তে পারিনি,—ভুল ক'রে এই সব সোণারচাঁদ ছেলেদের নামে নালিশ ক'রেছিলুম,—এ নালিশ আমি তুলে নিচ্ছি—

দা। না—না—টাকা আমাদের দরকার নেই! তা হ'লে পেলারাম বাবু এ টাকা আপনার কাছ থেকে ঠকিয়ে আনেনি?

মা। কথনই নয়! ও পেলারাম—লাড্ ম্যাষ্টার প্যালারাম—ভাগ্নে আমার —ওকি আমাকে ঠকাতে পারে? ওর মামীর কাছ থেকে এই নাঙ্গল দেবার জন্যে—

দো। গ্রামের উন্নতির জন্যে—

মা। হাঁ—হাঁ—গ্রামের উন্নতির জন্যে চাঁদা দিয়েছে! কেমন দোলন— দোলন চাঁপা—ঠিক্ ব'লেছি তো?

দা। আচ্ছা বেশ—তা হ'লে আমরা চল্লুম—

দর্প। আপনারা চ'ল্বেন কি দারোগা মশাই? Cheating charge না হয় মাণিকবাবু তুলে নিলেন,—আপনি Government servant হ'য়ে—এখানকার স্বদেশী movementএর leaderদের arrest ক'র্ব্বেন না?

দা। কারণ?

দর্প। প্রথমতঃ—গ্রামের উন্নতির নাম ক'রে এঁরা Congress Committee আর Khilafat Committeeর কাজ ক'চ্ছেন! দ্বিতীয়তঃ—এখানে এঁরা খদ্দর বিক্রী ক'চ্ছেন—বিলি ক'চ্ছেন!

দা। আপনি অন্যায় ব'লছেন! এঁরা কোন কমিটির লোক নন্,—এঁরা এই গ্রামের ছেলে, গ্রামেই এসে বসবাস ক'র্ত্তে বসেছেন! সুতরাং

এদের সে সম্বন্ধে কোন চার্জ্জে ফেলা যায়না! আর খদ্দর বেচ্‌লে—বা বিলি ক'ল্লে Proscute কর্ব্বার order আমাদের ওপোর কখনো নেই জান্‌বেন!

[দারোগা ও পুলিসকর্ম্মচারীরগণের প্রস্থান।

সকলে। কেমন হ'য়েছে—মুখের মত হয়েছে? দূর্—দূর্—সহুরে কুকুর—

পে। No fear—খবরদার—

দর্প। আচ্ছা—দেখে নিচ্ছি—তোমরা কত বড় গেঁয়ো বদ্‌মায়েস্! আমি council এ ঢুকে—এ বিষয়ে heavy agitation ক'র্ব্ব!

[দর্পনাথের প্রস্থান।

মা। দোলন—চল—বাড়ী যাই! ক'নে-বৌ তুমি—এখানে থাকা ভাল কি?

পে। No fear মামা—ছেলেদের কাছে মা থাকবে—তা'তে আর দোষটা কি—লজ্জাই বা কি? আসুন—মামা—মামী! কি রকম পল্লীসঙ্ঘের সব ব্যবস্থা হ'চ্ছে—একবার ঘুরে ফিরে দেখুন!

মা। নবদুর্গা! দিদি! বোন্‌টী আমার! কিছু মনে করিস্‌নি—তোর টাকা আমি কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে দোবো! তার সাক্ষ্য এই নতুন বৌ—আর লাড্ ম্যাষ্টার পেলারাম!

ন-দু। দাদা! তুমি আমার মা'র পেটের ভাই! তুমি কি আমায় পায়ে ঠেল্‌তে পার?

গঙ্গামণির প্রবেশ।

গঙ্গা। বেশ হ'য়েছে—বাবা প্যালারাম—বেশ কাপড়-চোপড় বুন্‌ছিস্! আমার আহ্নিক ক'র্ব্বার জন্যে এক জোড়া ভাল কাপড় বুনে দিস্‌তো বাবা——

(পট পরিবর্ত্তন)

দৃশ্য—ময়দানে ভদ্রসন্তানগণ কৃষকগণের সহিত মিলিয়া চাষ করিতেছেন।

রমণীগণ। গীত।

আমরা—কারুর কাছে দোষ করিনি।
আছি—মায়ের সেবায়—গাঁয়ে ব'সে—
অন্য কোথাও সরিনি ॥
ঘরবাসী মোরা চাষী,
নইকো দেশের সর্ব্বনাশী,
চাইনা হ'তে পরবাসী,—পরপ্রত্যাশী;—
কোথায় কে কি ব'ল্‌ছে পরে—
সে সব কথা ধরিনি ॥
যদি, আপন হাতে ঘর সাজিয়ে সুখেতে থাকি,—
বল—তোমার তা'তে কি?
ওগো—তোমার তা'তে কি?
পরের প্রসাদ পাবার আশে,
যদি না যাই পরের পাশে,—
যে—জ্ব'ল্‌বে জ্ব'লুক্ গায়ের রিষে,—
(আমরা) পরের ধার আর ধারিনি ॥

যবনিকা।

সমাপ্ত।

———

শিবমস্তু।

মুখপত্র।

মঙ্গলময় জগদীশ্বরের ইচ্ছায় "পেলারামের স্বদেশিতা" প্রকাশিত হইল। তাঁহার ইচ্ছায় যখন অসম্ভবও সম্ভব হয়, তখন "পেলারামের স্বদেশিতা" প্রকাশিত না হইবে কেন? আমি মনের আবেগে "পেলারামের" সৃষ্টি করিয়াছি মাত্র, কিন্তু তাহাকে জীবিত রাখিয়া লোকের সম্মুখে দাঁড়-করানো আমার ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি অবস্থাহীন ব্যক্তির সাধ্য নহে ভাবিয়া—তাহাকে সূতিকাগারেই একপ্রকার বিনাশের পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী—আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ—হিতাকাঙ্ক্ষী—মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র (বি, এ) মহাশয় "পেলারামের" বিষয় অবগত হইয়া—স্বয়ং আমার বাটী হইতে (অর্থাৎ পেলারামের সূতিকাগার হইতেই) অযত্নপরিত্যক্ত পেলারামকে অতি যত্ন-সহকারে—পরম আদরে কোলে করিয়া লইয়া যান। উপেন্দ্রবাবু অনেক "চিকিৎসক বৈদ্য" আনাইয়া জীবনসঙ্কটাপন্ন "পেলারামকে" দেখাইলেন। "পেলারামের" অবস্থা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—"রোগ সাংঘাতিক—পেলারামের জীবনের কোন আশা নাই! অনর্থক কেন চেষ্টা ও আশা করিতেছেন?" উদ্যোগী—পুরুষসিংহ—"No fear" মূলমন্ত্রোপাসক উপেন্দ্র-বাবু (জগদীশ্বরে যাঁহার অটল বিশ্বাস,—দেহ—মন—প্রাণ এবং সেই সঙ্গে চরিত্রও যাঁহার অতি পবিত্র) সেই প্রিয়দর্শন—ধীর—গম্ভীর—কর্ম্মবীর উপেন্দ্রবাবু,—অন্যের নিরুৎসাহজনক কথায় তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া—"পেলারামের" জীবনরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া—অতুলনীয় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া—চিকিৎসায় যত্নবান্ হইলেন। "পেলারামের" রোগ সাংঘাতিক;—

অঙ্গের কত স্থানে সাংঘাতিক রকমের কত "অস্ত্র" বসানো (operation করানো) হইল। যায়—যায়! "পেলারাম" বুঝি বাঁচে না। একদিকে কালান্তক যমে ধরিয়াছেন—আর একদিকে পুণ্যবান্ পূতপ্রাণ উপেন্দ্রবাবু ধরিয়াছেন! দু'জনেই সমভাবে ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন! জয় জগদীশ হরে! অবশেষে সত্য সত্যই পেলারাম বাঁচিয়া উঠিল! ধন্য উপেন্দ্র-বাবু! ধন্য তাহার হৃদয়বল!

সাক্ষাৎ স্বদেশ-প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি "পেলারামকে" শুধু জীবনদান করিয়া উপেন্দ্রবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন না। "পেলারামের" অপূর্ব্ব "স্বদেশিতা" জগতে প্রচার করাইবার জন্য তাহাকে মার্জ্জিত ও সময়োপযোগী জনমনো-রঞ্জন বেশভূষায় ভূষিত করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন এবং অকাতরে অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক ও আচার্য্য শ্রীযুত মন্মথনাথ বসু (এম, এ) মহাশয় এবং অদ্বিতীয় চরিত্রবিশ্লেষ্টা শ্রীযুত নরেশ-চন্দ্র মিত্র (বি, এল্) মহাশয়, "পেলারামকে" মানুষ করিতে,—তাহাকে লোকসমাজে বাহির হইবার যোগ্য করিতে—প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। এই দুটী পাকা হাতে পড়িয়া—অতি অল্পদিনে তৈয়ারী হইয়া—"পেলারাম" No fear রবে জগতে "স্বদেশিতা" প্রচার করিতে বাহির হইল! "পেলারামের" সৃষ্টিকর্ত্তা দীনহীন দুর্ব্বল আমি,—"পেলারামের" "জীবনদাতা" (উপেন্দ্রবাবু) এবং "পেলারামের" শিক্ষা-দাতৃদ্বয়ের (মন্মথবাবু এবং নরেশবাবুর) নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। জগদীশ্বর ইঁহাদের আরও মঙ্গল-বিধান করুন!

উৎসর্গ।

বন্ধুবর—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়—

করকমলেষু—

ভাই সতীশবাবু—

তুমি যে আমাকে ভালবাস—তাহার অনেক প্রমাণ তুমি আমাকে দিয়াছ। আমিও তোমায় ভালবাসি এবং সেই ভালবাসার নিদর্শন-স্বরূপ আমার "পেলারামের স্বদেশিতা" তোমার করে উপহার দিলাম। ইতি——

অভিন্নহৃদয়

ভূপেন—

প্রথম অভিনয় রজনী।

শনিবার ৩রা আষাঢ় ১৩২৯ সালে—রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে "পেলারামের স্বদেশিতা" যাঁহাদের লইয়া প্রথম প্রচারিত হয়,—নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল :—

প্রো'প্রাইটার	শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি-এ, মহাশয়।
অপেরা মাষ্টার	প্রোফেসার দেবকণ্ঠ বাকচি সরস্বতী।
রিহার্স্যাল্ মাষ্টার	প্রো[illegible] এবং শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র, বি, এল্।
নৃত্যশিক্ষক	শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
ষ্টেজম্যানেজার	শ্রীমান পরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু)
রঙ্গভূমিসজ্জাকর	শ্রীশ্যামচরণ দে।
মিষ্টার জেকব	শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র।
পেলারাম	শ্রীযুত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।
কুমার দর্পনাথ	শ্রীযুত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মাণিকচাঁদ	শ্রীযুত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
বড়বাবু ও চাটুয্যে মশাই	শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র দে।
রাধাশ্যাম	শ্রীযুত কুঞ্জলাল সেন।
মিঃ ভেন্টুস্	শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্।
ঘোষালমশাই	শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
বিনোদ হাল্দার ও ভূতো সরকার	„ চিন্তামণি ভট্টাচার্য্য।
যামিনীকান্ত (বাঙ্গাল)	„ যতীন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী।

গঙ্গারাম	শ্রীযুত অনিলকুমার বিশ্বাস।
গোপাল	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা।
দীনুমণ্ডল	শ্রীযুত হরিদাস দে।
দারোগা	„ তুলসীচরণ পাঠক।
দরোয়ান	„ সাতকড়ি ঘোষ।
বস্ত্রব্যবসায়ী	„ কালীপ্রসন্ন দাস।
গোবর্দ্ধন	„ কালীচরণ রায়।
পিওনো-বাদক	„ সতীশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
হারমোনিয়ম্‌বাদক	„ বিদ্যাভূষণ পাল।
সঙ্গতদার	„ হরিপদ বসু ও ফুটবিহারী মিত্র।
গঙ্গামণি	„ মিস্ প্রকাশমণি।
নবদুর্গা	„ নগেন্দ্রবালা।
দোলনচাঁপা	„ ননীবালা (গুহা)।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৃতজ্ঞতা।

যে সকল মহাত্মাগণের বিরচিত দেশপ্রসিদ্ধ স্বদেশী গান হইতে দুই একছত্র উদ্ধৃত করিয়া আমার এই "পেলারামের স্বদেশিতা" নাটকের কলেবর সুশোভিত করিয়াছি—সেই সমস্ত স্বদেশপ্রাণ দেশপূজ্য মহানুভবগণের প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

☞ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অভিনয় সৌকর্য্যার্থে নাটকের কয়েক ছত্র অভিনয়কালে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে—পাঠকগণ সেজন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। "মিষ্টার জেকবের" ভূমিকায় স্বনামপ্রসিদ্ধ অভিনেতৃপ্রবর শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অভিনয় সরস করিবার জন্য—কয়েক স্থানে আপন সুবিধা ও ইচ্ছামত "জেকবের" ভূমিকায় বাংলা কথাগুলি ইংরাজিতে বলিয়া থাকেন। নাটকে "জেকবের" কথা স্থানে স্থানে ইংরাজিতে থাকিলেও—নরেশবাবু ইংরাজিতে যাহা বলেন—তাহা নাটকে ছত্রে ছত্রে মিলাইয়া পাওয়া যাইবে না।

পেলারামের স্বদেশিতা।

কুশীলবগণ

পুরুষগণ।

কুমার দর্পনাথ	কলিকাতাবাসী বড়লোক।
মাণিকচাঁদ	নবগ্রামের জমিদার।
পেলারাম	ঐ ভাগিনেয় (আপিসের কর্ম্মচারী)
রাধাশ্যাম	জনৈক ধনাঢ্য যুবক।
ঘোষাল মশাই	দর্পনাথের প্রতিবেশী জনৈক বৃদ্ধ।
ভুতো সরকার	মাণিকচাঁদের কর্ম্মচারী।
গোপাল	মাণিকচাঁদের ভাগিনেয়। (নবদুর্গার পুত্র)
গঙ্গারাম	দর্পনাথের মোসাহেব।
দীনু মণ্ডল	জনৈক কৃষক।
গোবর্দ্ধন	জনৈক কৃষক-পুত্র।
মিঃ জেকব	অলিভার ডেভিস কোম্পানীর সেল্ মাষ্টার (Olivr Davis Company's Salemaster)
মিঃ ভেনটুস্	জনৈক সংবাদপত্রের রিপোর্টার।

কর্ম্মচারী সম্মিলনীর (Employees' Association) মেম্বরগণ, প্রতিবেশীগণ, গ্রাম্য যুবকগণ, বালকগণ, কেরাণীগণ, বড়বাবু, প্রজাগণ, পাইকগণ, গাঁটকাটাগণ, চাটুয্যেমশাই, দারোগা, দরোয়ান, কনেষ্টবলদ্বয়, কৃষকগণ, সহরবাসীগণ, বস্ত্রব্যবসায়ী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

গঙ্গামণি	মাণিকচাঁদের প্রথম পক্ষের স্ত্রী।
দোলনচাঁপা	ঐ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
নবদুর্গা	ঐ বিধবা ভগ্নী।

গ্রাম্য নরনারীগণ, রমণীগণ, রঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

confidently hope, that "Ratnakar" will occupy a high place in the hearts of the appreciating public.—THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

Ratnakar by Babu Bhupendra Nath Banerjee, Price Rupees Two.

The author has made a name for himself as a dramatist, whose plays are deservedly in requisition by the interested public. He has now appeared in a new *role* as a writer of short stories. His intimate knowledge of human nature, his power of manipulating events, his depictment of situations and analysis of character as reflected in his dramas, have stood him in excellent stead in the new role—in which he makes his bow before the public. There is a refreshing charm about the stories which have been told with consummate skill. We are pleased to note that Bhupen Babu has impressed on the stories the stamp of his own distinct individuality. His skill can best be judged from the fact that the stories rivet interest throughout and furnish exhilarating reading. Considering the success that has attended his present efforts, we hope the author will give us more of this stuff in future. THE BENGALEE.

রত্নাকর—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এই রত্নাকরে সুলেখক অল্প কয়েকটী রত্ন সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অর্থাৎ কয়েকটী ছোট গল্প। গল্প কয়েকটী সুলিখিত; শুধু তাহাই নহে, প্রতিভাবান্ লেখক এমন সময়োপযোগী ও সুসংযত মন্তব্য স্থানে স্থানে প্রকাশ করেন যে, তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথের নিকট আমরা যাহা আশা করি, তাহাই এই রত্নাকরে পাইয়াছি; প্রসিদ্ধ নাট্যকারকে আমরা গল্পের ক্ষেত্রেও পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।—ভারতবর্ষ

"অভিনয়-শিক্ষা"-সম্বন্ধে ছটী একটী শ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্রের অভিমত উদ্ধৃত করিলাম,—সকলগুলি দিবার স্থান কোথায় ?

Indian Daly News—"* * As a play-wright and an amateur actor—he has earned for himself a well-deserved name and anything that he says about the Bengali Stage—bears the impress of an expert in the line. * * he cleverly leads the novice through all the stages of the profession, so as eventually to turn out a success on the stage. * * * The book is unique of its kind in Bengali literuture & should be very popular with both professional and amateur actors. * * *

Amrita Bazar Patrika—"* * * The common faults and foibles of actors are, indeed, examined with a master's critical eye and most valuable hints given to remedy them, and the mine of instructive details have been handled with such skill and lucidity that the whole dramatic art becomes rationalised, rendered almost scientific. * *

Hindu Patriot—"* * He has made the subject his special study and as he has gone through many books both Eastern and Western—relating to histrionic art,—his suggestions will not only be useful to the amateur but even to the "professions" if they only care to read the book in the right spirit * * Regular theatre-goers should have also a copy of the book with them to train their eyes to look to the proper things on the stage and thus be the means to bring round the wild actors—or do away with them for the sake of art.

"ভারতবর্ষ" যাঁহারা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারাও এই পুস্তকে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় পাইবেন * * ।"

নাট্যজগতের অমূল্য রত্ন—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

হাস্যরসাশ্রিত দৃশ্যকাব্য—

"কেলোর কীর্ত্তি"

(মিনার্ভা থিয়েটারে এখনও মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে

প্রথম সংস্করণের পঞ্চসহস্র প্রায় ফুরাইয়া আসিল।

"কেলোর কীর্ত্তির" পরিচয় "কেলোর কীর্ত্তি"

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সাধনা লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত—এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মিনার্ভার জয়ধ্বজা—"কেলোর কীর্ত্তি!"

নাট্যকারের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব—"কেলোর কীর্ত্তি!"

অভিনেতৃবর্গের মুখোজ্জ্বল—"কেলোর কীর্ত্তি!"

স্বদেশের আনন্দপ্রস্রবণ—"কেলোর কীর্ত্তি!"

আবালবৃদ্ধবণিতার-মনোরঞ্জন—"কেলোর কী

মর্ত্ত্যে মৃতসঞ্জীবনী—"কেলোর কীর্ত্তি!"

চারিদিকেই হাসি—

"কেলোর কীর্ত্তি!" "কেলোর কীর্ত্তি!!"

"কেলোর কীর্ত্তি!!!"